বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রকাশিত হইল। একাল পর্য্যন্ত পুস্তক বা পত্রিকাদিতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছে, এবং প্রাচীন ব্যক্তিগণ ও তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকে যত্নসহকারে সঙ্কলিত হইল।

আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান, পরিশ্রম, ও যত্ন করিয়াছি। ত্বরে প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে ত্রুটী লক্ষিত হইতে পারে; সাধারণের নিকট উৎসাহ লাভ করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সে সকল সংশোধিত হইবে।

কলিকাতা,
১১ই মাঘ, ১২৮৭ সাল। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

তিন বৎসরের অধিক কাল হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত সমুদায় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। এক্ষণে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি অনেক সদাশয় ব্যক্তির নিকটে সাহায্যলাভ করিয়াছি। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয়, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয়, শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী-সম্বন্ধীয় কোন কোন ঘটনা অবগত হইয়াছি। রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয়ের জীবনচরিত প্রণেতা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আমি সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের লিখিত, কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, ও কুমারী কার্পেণ্টারের লিখিত রাজার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত (The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy.) হইতে সর্ব্বপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করিয়াছি।

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ণ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছি। প্রথমবার মুদ্রিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে, উহা বঙ্গীয় পাঠকের নিকটে যেরূপ আদৃত হইয়াছিল, আশা করি এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতিও সেইরূপ তাঁহাদের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়িবে। ইতি

কলিকাতা,
৭ই মাঘ, ব্রাহ্মাব্দ ৬০

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের

জীবনচরিত।

উপক্রমণিকা।

ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী। তিনি অনেক পুরুষ-রত্নের জননী। স্বাধীন হিন্দু-রাজত্বকালের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; যে সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ গম্ভীর বেদগানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন, যে সময়ে ব্যাস ও বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতি, বিধাতা-প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত করিতেন, যে সময়ে কপিল ও গৌতম দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সকল ভেদ করিয়া মানব-বুদ্ধির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে সময়ে আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য প্রাকৃতিক তত্ত্বের জ্ঞান-পিপাসু হইয়া গগনমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন, যে সময়ে অতুলপ্রতিভ পুরুষসিংহ শাক্য-সিংহের সুগভীর গর্জ্জনে বৈদিকধর্ম্ম একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে সময়ে সেই মহাপুরুষ মনুষ্যশক্তির অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ পৃথিবীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে সময়ের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু

যে সময়ে ভারতের গৌরবরবি অস্তগত হইল, যে সময়ে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যবনসম্রাট্ অধিষ্ঠিত হইলেন, যে সময়ে যবনের প্রতাপে সমগ্র ভারত বিকম্পিত, তখনও বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, তুলসিদাস প্রভৃতি কবিগণ, এবং নানক ও গুরুগোবিন্দ, দাদূ ও কবির, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবার যখন মুসলমানের প্রতাপ-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল, যখন ইংরেজের বিজয়-নিশান সুদূর-প্রসারিত ভারতক্ষেত্রে উড্ডীন হইতে লাগিল, যখন বৃটিস্-সিংহের ভীষণ কবলে হিন্দু ও মুসলমানের প্রভাব পরাভব মানিল, সেই বৃটিসাধিকার কালেও ভারতমাতা পুরুষরত্নস্বরূপ পুত্ররত্নলাভে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু এই শেষোল্লিখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠতম কে? যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের নাম এই প্রবন্ধের শিরোভূষণ হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অগ্রণী। তিনি বৃটিসাধিকারকালে ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থা।

একশতাব্দী পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের বিমল রশ্মি অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, যখন একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ভারতভূমির সর্ব্বত্র অশেষ অনিষ্টকর কুসংস্কার নিচয়ের একাধিপত্য লেশমাত্র বিচ-

লিত হয় নাই, যখন ধর্ম্মের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আমোদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠানের পরাক্রম প্রতিহত হয় নাই; যখন দরিদ্র, ধনীর অত্যাচার, এবং স্ত্রীলোক, পুরুষের অত্যাচার বংশ-পরম্পরায় বহুদিন হইতে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিতে-ছিল; যখন ভাগীরথীর উভয় তীর আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত চিতানল অনাথা বিধবানারীর জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ করিত, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী অনলরাশির ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাসভায় চ্যাথাম, বর্ক, ফক্স্ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীগণের অগ্নিময় বক্তৃতা, ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময়ে আমেরিকানিবাসীগণ পরাধীনতা-রূপ কঠোর নিগড় ভেদ করিবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিতে-ছিলেন, এবং ফ্রাঙ্ক্লিন, ওয়াসিংটন প্রভৃতি মহাত্মারা উক্ত মহদুদ্দেশ্যসাধন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সময়ে "সভ্যতার রত্নখনি" ফরাসীভূমিতে প্রবল ঝঞ্ঝা ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণস্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল;—ভলটেয়ার ও রুশোর ঐন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা-পূর্ব্বক জাতীয় মহাবিপ্লবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বুদ্ধিচাতুর্য্য ও প্রবলপ্রতাপে বৃটিসসাম্রাজ্য দৃঢ়ীকৃত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাঢ়ভূমির গৌরব।

রাঢ়ভূমি বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্ম-

স্থান। চৈতন্যের জন্ম ও ন্যায়দর্শনের গৌরববিকাশের জন্য যে নবদ্বীপ চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা রাঢ়ভূমির অন্তর্গত। যে সকল মহাত্মাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশ ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলবাসী। "ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত" লেখক * বলেন, "আদি কবি বিদ্যাপতি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চণ্ডীকাব্য রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, মহাভারতের অনুবাদক § কাশীরাম দাস, শিবসংকীর্ত্তন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি সকল কবিগণই ভাগীরথীর পশ্চিমপারবাসী। ভাগীরথীর পূর্ব্ব-পারে কেবল চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, রামায়ণ কাব্য রচয়িতা কৃত্তিবাস, এবং বিদ্যাসুন্দর কালী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু এই তিন জন কবির মধ্যেও প্রাচীন কবি বৃন্দাবন দাসের পিতার বাসস্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় গদ্য লিখিবার যে বিশুদ্ধ প্রণালী চলিত হইয়াছে, তাহাও পরপারবর্ত্তী প্রদেশ বিশেষের মহোদয়গণ

---

* কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

§ কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করেন নাই। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না। বোধ হয়, কথক প্রভৃতির মুখে শুনিয়া তিনি পদ্য রচনা করিতেন। তিনি নিজে বলিতেছেন;—"শ্রুতমাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার।"

কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্র-পাত করেন; পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরা ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। এই প্রদেশবাসীরাই চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্ত্তন, গাছরামায়ণ প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শন করেন। অঙ্কবিদ্যার জ্যোতিঃও ঐ পার হইতে এই পারে বিকীর্ণ হয়। কারণ এ প্রদেশে যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায়ই পশ্চিম পারবাসী ছিলেন।" রাজা রামমোহন রায় ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী রাঢ়ভূমির অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে একখানি পত্রে নিতান্ত সংক্ষেপে আত্মচরিত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই পত্রখানি অনুবাদ করিয়া দিলাম।

রামমোহন রায়ের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী।

"প্রিয়বন্ধু,

"আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য আপনি আমাকে সর্ব্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি আহ্লাদের সহিত আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিতেছি।

"আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিকধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন সফলতা লাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক ব্যবসায়ী; এবং উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।

"আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান্ রাজসরকারে কার্য্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।

"ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে

আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিস্‌শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন;—আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি উয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিকদৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন বিদেশীয় শাসন হইলেও উহাদ্বারা শীঘ্র দেশবাসীগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার

প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই তিন জন স্কট্‌লণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েক জন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে

অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দের বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবাসী গণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুবৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে ও সতী-দাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভিকৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারিদের নিকট আবেদন করিবার জন্য আমার প্রতি ভারার্পণ করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই।

"আমি আশা করি, এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি ক্ষমা করিবেন; কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লিখিবার আমার অবকাশ নাই।

রামমোহন রায়।"

কুমারী কার্পেণ্টর অনুমান করেন, রামমোহন রায় এই পত্র-খানি তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গর্ডন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফরাসিদেশে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহা লিখিত হয়। প্রথমে ইহা এথিনিয়ম ও লিটারেরি গেজেট পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে উহা হইতে অন্যান্য সংবাদ পত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছিল।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের

জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল।

বংশ ও জন্মবৃত্তান্ত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত থানা-কুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষ-ভাগে (১৭৭৪ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন। * উপক্রমণিকায় যে পত্রখানির অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন।" অত্যাচারী বাদ-সাহ আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

---

* খ্রীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন করিয়া রামমোহন রায় যে পুস্তক প্রকাশ করেন, কয়েক বৎসর গত হইল তাহা তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ চরিতাখ্যায়ক ১৭৭৪ জন্মবৎসর বলিয়াছেন; এবং অনুসন্ধানে তাহাই ঠিক্ বলিয়া প্রতীত হইল।

তাঁহার প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। * মুরশিদাবাদ জিলার অন্তঃপাতি শাঁকাসা গ্রামে ইঁহার আদি নিবাস ছিল। ইনি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রই শাঁকাসা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাধানগরে বাস করেন। বাসস্থান পরিবর্ত্তনের কারণ এইরূপ কথিত আছে—নবাব তাঁহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়দিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। লোকে তাঁহাকে শিকদার বলিত। অদ্যাবধি তথায় শিকদারপুকুর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। স্থান মনোনীত হওয়াতে "পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে সুবিখ্যাত অভিরামগোস্বামীপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাঠ সন্নিকট রাধানগর নামক গ্রামে বাসস্থাপন করেন।" কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম অমরচন্দ্র, মধ্যম হরিপ্রসাদ, কণিষ্ঠ ব্রজবিনোদ। ব্রজবিনোদ রায় সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত এবং পরোপকারী ছিলেন। ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজুদ্দৌলার অধীনে মুরশিদাবাদে কোন সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষ্ণব এবং মাতামহকুল শাক্ত মতাবলম্বী। এই বৈষ্ণব ও শাক্ত বংশের পরস্পর কুটুম্বিতা;

* লিওনার্ড সাহেব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যের শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষ। আমরা অনুসন্ধানদ্বারা জানিয়াছি যে, একথার কোন মূল নাই।

সংঘটন সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গল্পটি এই;—ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হইলে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়, ইঁহারা দেশ-গুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন যে, মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই আজ্ঞা করুন যে, আপনার কোন একটি পুত্রকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। শ্যাম ভট্টাচার্য্য শাক্ত ও ভঙ্গকুলীন; সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সহজেই অসম্মতি হইবার কথা। কিন্তু ব্রজবিনোদ রায় কি করেন; তিনি ভাগীরথী সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহার কামনা পূর্ণ করিবেন। সুতরাং অস্বীকার করা অসম্ভব হইল। তিনি তখন আপনার পুত্রগণের প্রত্যেককে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ছয় জন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার পঞ্চম পুত্র রামকান্ত আহ্লাদপূর্ব্বক পিতৃসত্য পালনে অঙ্গীকার করিলেন। এই রামকান্তের ঔরসে ও শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা তারিণী দেবীর গর্ভে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তারিণী দেবীকে পরিবারস্থ সকলে ও অন্যান্য লোকে ফুলঠাকুরাণী বলিত। রামকান্ত যেন পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগের পুরস্কার-স্বরূপ রামমোহন রায়রূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের অগ্রজের নাম জগন্মোহন। রামলোচন নামে তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তিনি তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষা বয়ঃকণিষ্ঠ।

রামমোহন রায়ের জন্মকালে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা।

রামমোহন রায়ের জন্মকালে এদেশের অত্যন্ত গুরুতর ও সঙ্কট অবস্থা। ইংরেজশাসন তাহার অল্পকাল পূর্ব্ব হইতে সংস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং তখনও দেশ সুশাসিত হয় নাই। তখনও বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রবল ছিল। তখন পরিবর্ত্তনের সময়। নবাবি সময়ের অবস্থা সকল চলিয়া যাইতে ছিল এবং নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। যে বৎসর রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর-জেনারল ও তাঁহার কৌন্সিল নিযুক্ত হন। সেই বৎসরেই সুপ্রিম্ কোর্ট সংস্থাপিত হয়। ১৭৭৪ সাল ভারতবর্ষের পক্ষে একটি গুরুতর বৎসর।

মাতার সদ্‌গুণ।

মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতার চরিত্র ও সদ্‌গুণ অনেকেরই মহত্ত্ব ও অসাধারণত্বের মূল। নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন, ম্যাট্‌সিনি, থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। রামমোহন রায়ের জননী যার পর নাই সদ্‌গুণশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী বিরল ছিল। কোন প্রকার মিথ্যা বা কুৎসিত ব্যবহার তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। দেশপ্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার শেষাবস্থায় তিনি

জগন্নাথদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে হয়, এই বিশ্বাসবশতঃ সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকা সত্ত্বেও, তিনি সঙ্গে এক জন দাসী পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই; এমন কি, পথে তাঁহার সুবিধা ও সুখের জন্য কোন প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই; দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। পরলোক গমনের পূর্ব্বে এক বৎসর কাল দাসীর ন্যায় জগন্নাথদেবের মন্দির সম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কৃত করিতেন। আবার এরূপও কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায়কে বলিয়াছিলেন, "রামমোহন! তোমার মতই ঠিক্। আমি অবলা স্ত্রীলোক, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে আমি সুখ পাইয়া থাকি, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারি না"।

একটি গল্প।

ফুলঠাকুরাণীর শাক্তবংশে জন্ম হইলেও তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। এস্থলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট একটি গল্প বলিব। ফুলঠাকুরাণী একবার কোন উৎসব উপলক্ষে কণিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিলেন। এক দিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পূজোপকরণ বিল্বদল প্রদান করেন। ফুলঠাকুরাণী আসিয়া দেখেন যে, রামমোহন বিল্বপত্র চর্ব্বন করিতেছেন। দেখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিতা ফুলঠাকুরাণীর বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া

দিয়া তাহার মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; এবং তজ্জন্য পিতাকে তিরস্কার করিলেন। কন্যাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্যাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কন্যাকে এই অভিশম্পাৎ করিলেন যে, "তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি; তুই এই পুত্র লইয়া কখনও সুখী হইতে পারিবি না। এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হইবে।" পিতার মুখে অভিশম্পাৎ শুনিয়া ফুলঠাকুরাণী একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। শাপান্ত হইবার জন্য পিতার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমার বাক্য অব্যর্থ; তবে তোমার পুত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে।" পাঠকবর্গ এ গল্পটী বিশ্বাস করিতে অবশ্যই বাধ্য নহেন। আমরাও তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি না। তবে উহা সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে। হয় তো কিছু মূল ছিল, রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী জীবন দেখিয়া লোকে কল্পনাবলে সেই মূলটীকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বামীকে অভিশম্পাতের কথা বলিলেন, এবং উভয়ে আপনাদিগের বিশ্বাস ও সংস্কারানুসারে পুত্রের ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে যত্নশীল হইলেন।

রামকান্ত রায় ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস।

রামকান্ত রায়ও পিতৃদৃষ্টান্তানুসারে, প্রথমে মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম্ম করেন; কিন্তু তাঁহারও প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার হওয়াতে বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাধানগরে আসিয়া অবস্থিতি করেন।

রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানাধিপতির জমিদারীর অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বর্দ্ধমান-রাজের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই কলহ হইত। রাজার অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে রামকান্ত রায় বিষয়কর্ম্মে অত্যন্ত উদাসীন হইয়াছিলেন। একটি তুলসীর উদ্যানে বসিয়া সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিতেন। সময়মত বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। রামকান্তের প্রতি এই প্রকার অসদ্ব্যবহারবশতঃ রায়বংশীয়েরা বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে রামমোহন রায় যৌবনকালে একবার রাজা তেজচন্দ্রের সমক্ষে তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের মৃত্যুর পর কণিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে বর্দ্ধমান-রাজ মহাতাবচন্দ্রের সদ্ভাব হইয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রায়বংশ বহুবিস্তৃত হওয়াতে রামকান্ত সপরিবারে লাঙ্গুড়পাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

অল্পবয়সে রামমোহন রায়ের প্রচলিত ধর্ম্মে নিষ্ঠা।

নিতান্ত অল্প বয়সেই প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি রামমোহন রায়ের আন্তরিক আস্থা জন্মিয়াছিল; গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। শুনা যায় যে, তাঁহার বিষ্ণুভক্তি এত প্রবল ছিল যে, তিনি বাটীতে কখন মানভঞ্জন যাত্রা হইতে দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণে ধরিয়া কাঁদিবেন, শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, "ইহা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকের চক্ষুশূল ছিল।" কথিত আছে

যে, এক সময়ে তিনি ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এরূপ গল্প আছে যে, তিনি বহু অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন।

বাল্যশিক্ষা ও মতপরিবর্ত্তন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন রায়ের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী এবং মৌলবিদিগের পারসি ও আরবি শিক্ষার স্থান; এই তিন প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল। শৈশবকালেই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তিসম্বন্ধে আশ্চর্য্য গল্প সকল প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি পিতৃগৃহেই পারস্য ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন; কিন্তু উক্ত ভাষায় বিশেষ উন্নতি ও আরবী শিক্ষার জন্য নবম বৎসর বয়সে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্লিড্ ও আরিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই উভয় গ্রন্থ পাঠে তাঁহার স্বভাবতঃ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি বিশেষরূপ সম্মার্জ্জিত হয়, এবং যে তর্কশক্তি উপধর্ম্মনিচয়ের ভিত্তিমূল বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহা প্রথমে এইরূপেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এমনও বোধ হয় যে, আরবী ভাষায় কোরান পাঠ জন্য ও মুসলমান মৌলবীদিগের সংস্রবে আসাতে তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুফীদিগের গ্রন্থ পাঠে তিনি অত্যন্ত আসক্ত হন। এই আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিল; পরিণত বয়সে তাঁহার প্রিয় হাফেজ, মৌলানারুমি,

শামীজ তাব্রিজ, প্রভৃতি সুফী কবিগণের গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি কবিতা উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। সুফীদিগের মত বেদান্তধর্ম্ম ও প্লেটোর মতের অনুরূপ। সুতরাং ইহাও তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া বোধ হয়।

উপধর্ম্মের প্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ।

পাটনায় পারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বিশেষরূপে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ করিবার উদ্দেশে,রামকান্ত রায় তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন-জন্য, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, তাঁহাকে কাশীতে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় অল্পকালের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রে আশ্চর্য্য-রূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। গৃহপ্রত্যাগমনের পর তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন, এবং তজ্জন্য প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইত। প্রথমতঃ মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ ও তৎপরে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ই তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে পিতা পুত্রে মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উভয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। রামকান্ত রায় পুত্রের ভিন্ন গতি দেখিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। বিরক্তির কারণ ক্রমে অনেক-গুণে বৃদ্ধি হইল। রামমোহন রায় এই সময়ে (প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সে) প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। যে সময়ে পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত, যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার একটি রশ্মিও সেই অন্ধকার ভেদ করে নাই,যখন সমুদয় দেশের মধ্যে একটীও ইংরেজী বিদ্যা-

লয় বা তদনুরূপ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ, কেবল মাত্র পারসি ও সংস্কৃতজ্ঞ, এক ষোড়শ বর্ষীয় হিন্দু বালক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিল!! ইহারই নাম প্রতিভা! তখন অবশ্য সেই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার সুবিধা ছিল না; রামমোহন রায় কেবল উহা রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে সদ্ভাবের আর কোন সম্ভাবনা থাকিল না। রামমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। উপক্রমণিকায় তাঁহার যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিজে বলিতেছেন যে, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বৎসর। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে তত্রত্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা শিখিয়াছিলেন। সেই জন্য পরিণত বয়সে অনেক সময় তাঁহাকে নানক, কবির, দাদূ প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত। পরিশেষে হিম-গিরি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তিব্বৎ দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপ-ক্রমণিকায় প্রকাশিত পত্রে তিনি নিজে বলিতেছেন যে, বিদেশীয় অধিকারের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জীবনবৃত্ত লেখকগণ তাঁহার তিব্বৎযাত্রার একটি বিশেষকারণ বলেন;—বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় অনুসন্ধান। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাভাবিক অসাধারণ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে তাঁহার জীবনের এই একটি

ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন পাশ্চাত্য-জ্ঞানের একটিও রশ্মি সেই তিমিরজাল ভেদ করে নাই, যখন ভারতে ইংরেজী শিক্ষা; সভা, বক্তৃতা; সংস্কার এ সকলের সূত্রপাতমাত্রও হয় নাই, তখন প্রায় ষোড়শবর্ষীয় এক বালক দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইল! কেবল তাহাই নহে। যখন এ প্রকার যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, রেলওয়ে ছিল না, এক দিবসে প্রয়াগযাত্রা উপন্যাসের কথা ছিল, সর্ব্বত্রই দস্যু তস্করের ভয়, সেই সময়ে এক জন বাঙ্গালী বালক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল! কেবল তাহাই নহে। যে সময়ে হিমাচলকে পৃথিবীর সীমা বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, যে সময়ে সাত শত বৎসরের কঠোর নিষ্পেষণে স্বাধীনতার ভাব দেশবাসীগণের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সময়ে চিরপ্রচলিত কুসংস্কারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিমজ্জিত, যে সময়ে বিদেশভ্রমণ বঙ্গবাসীর পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর ও কষ্টকর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই সময়ে প্রায় ষোড়শবর্ষীয় এক বাঙ্গালীর সন্তান, বিদেশীয় শাসনের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাবশতঃ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অবগত হইবার জন্য, সম্পূর্ণরূপ সহায়সম্বলবিহীন অবস্থায় তিব্বৎ দেশে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই অসাধারণ বালক সেই বন্ধুহীন দেশে কিছুকাল বাস করিল!

স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা।

রামমোহন রায় এখানে মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িতেন।

তিব্বৎ বাসীগণ লামা উপাধিধারী জীবিত মনুষ্যবিশেষকে এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। লামার মৃত্যু হইলে তাহারা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত একটী বালককে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। মনে করে যে, লামা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরান্তর গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। তিব্বৎ দেশে অবতারবাদ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইয়াছেন, তাঁহার উহা সহ্য হইবে কেন? তিনি সেই বন্ধুবিহীন দেশে মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন। তদ্দেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইত, এবং তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তিনি কোমল-হৃদয়া রমণীকুলের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। রাজা রাম-মোহন রায় চিরদিন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে, বন্ধুবান্ধব-সন্নিধানে, স্বদেশে বা বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি নারী-চরিত্রের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেন। তিব্বৎ-বাসিনী রমণীগণের সদ্ব্যবহার তাঁহার তরুণহৃদয়ে এই নারী-ভক্তির বীজ বপন করিয়া দেয়। কুমারী কার্পেণ্টর বলেন, "রামমোহন রায়ের সুকোমল স্নেহ-প্রবণ হৃদয় চল্লিশ বৎসর পরেও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সময়ের ঘটনা সকল স্মরণ করিত। তিনি (রামমোহন রায়) নিজে বলিয়া-ছিলেন যে, তিব্বৎবাসী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য

তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।" *

তিনি হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী আরও কয়েকটী দেশ ভ্রমণ করেন, কিন্তু আমরা তাহার বিশেষ বিবরণ কিছু বলিতে পারি না। যদি তিনি তাঁহার এই সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, নিশ্চয়ই উহা একটী অতি উপাদেয় পদার্থ হইত। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তাহাতে বাল্যভ্রমণ-সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অনু-সন্ধানেও কৌমুদী এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় না।

* প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বালক তিব্বৎ দেশে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিল, এরূপ অদ্ভুত কথায় কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংশয় প্রকাশ করেন। বাস্তবিক রামমোহন রায়ের জীবনের এই ঘটনাটী এতই আশ্চর্য্য যে, উহাতে সংশয় হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু যখন আমরা কুমারী কার্পেণ্টারের সাক্ষ্য পাইতেছি যে, রামমোহন রায় স্বয়ং তাঁহার তিব্বৎ গমন বিষয়ে ইংলণ্ডে তাঁহাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন, তখন এই ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার লেশমাত্র কারণ দেখা যায় না। উহাতে রামমোহন রায়ের আশ্চর্য্য অসাধারণত্বই প্রকাশ করে। সামান্য মনুষ্যের সামান্য জীবনের সামান্য ঘটনা সকল দেখিয়া মহা পুরুষদিগের অদ্ভুত জীবনের অদ্ভুত ঘটনা নিচয়ের বিচার করিতে যাওয়া কখনই বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গৃহ প্রত্যাগমন, শাস্ত্রচর্চ্চা, পুনর্ব্বর্জ্জন ও বিষয়কর্ম্ম।

গৃহপ্রত্যাগমন।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিবার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লোক প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত লোকের সঙ্গে, বিংশতি বৎসর বয়সে, চারি বৎসরকাল বিদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রামকান্ত রায় যার পর নাই আদরের সহিত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। রামকান্ত রায় বলিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ যেরূপ ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার রামের শোকে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সন্তানবৎসলা ফুলঠাকুরাণী হারানধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বিবাহ।

রামমোহন রায়ের তিন বিবাহ। অল্প বয়সেই তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার পিতা ক্রমে এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটী বিবাহ দেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে তাঁহার একটী বিবাহ হইয়াছিল। মহাত্মাদিগের জীবনও যে সাময়িক কুসংস্কার ও কুপ্রথার হস্ত হইতে

সম্পূর্ণরূপে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারে না, পুরাবৃত্ত তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্যদান করিতেছে। রামমোহন রায়ের জীবন এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। তাঁহার জীবনেও বহুবিবাহরূপ কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছিল; কিন্তু অল্পবয়সে পিত্রাদেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে।

পিতা কর্ত্তৃক পুনর্ব্বর্জ্জন।

বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর রামমোহন রায় অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে তাহার আয়োজন করিতেছিলেন। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক হইত। এই সকল তর্ক বিতর্কে রামকান্ত রায় পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইতেন; কিন্তু তিনি তজ্জন্য কখন স্পষ্টভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন না। সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতেন মাত্র। রামকান্ত রায় মনে করিয়াছিলেন যে, তিন চারি বৎসর বিদেশে অসহায় অবস্থায় বহুকষ্ট পাওয়াতে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে; তিনি এখন শান্ত শিষ্ট হইয়া সাংসারিক সুখে মন দিবেন, পৈতৃক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে

আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সহিত সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে গৃহহইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছু কিছু অর্থসাহায্য প্রদান করিতেন।

পিতৃবিয়োগ, পিতৃসম্পত্তি, মোকদ্দমা ও ফুলঠাকুরাণী।

রামকান্ত রায় ১৭২৫ শকে, বাঙ্গালা ১২১০ সালে, ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামমোহন রায়ের একজন জীবনীলেখক বলেন, "রামকান্ত রায় মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনার সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন।" কিন্তু রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর, ১৮২৩ খৃঃ অব্দে কিস্তিবন্দি বন্ধকের পাওনা টাকার জন্য, কলিকাতা প্রভিন্স্যাল কোর্টে তাঁহার নামে নালিস করেন। তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, তিনি পৈতৃক বিষয় গ্রহণ করেন নাই বলিয়া হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে পিতৃঋণের জন্য দায়ী নহেন। কোন কোন ব্যক্তির এ প্রকার সংস্কার আছে যে, পিতৃঋণের জন্য দায়ী হইতে হইবে বলিয়া অথবা অন্য কোন কারণে, তিনি পিতৃসম্পত্তি আদবেই গ্রহণ করেন নাই। একথা সত্য নহে। তাঁহার বন্ধু আডাম সাহেব তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, তাঁহার বিষয়ে বিলাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায় প্রকাশ্যরূপে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান্ হওয়াতে তাঁহার জননী তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তৎকালীন আইনানুসারে, তাঁহাকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্য সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে বিধর্ম্মী বলিয়া কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ-গণও তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া আদালতে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, উপক্রমণিকায় তাঁহার যে পত্রখানি অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন; "আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল;" ইত্যাদি।

রাজা রামমোহন রায়ের পৈতৃক বিষয়াধিকার সম্বন্ধে তাঁহার প্রদৌহিত্র আর্য্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন;—"প্রচলিত আইনানুসারে যদিও তিনি পিতৃধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিবসুখে বীতরাগ বিনয়ী রামমোহন, আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সমস্ত গ্রহণ করিতে বিরত হন। যাহা হউক, সকলই পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহার মাতার অধীনে রহিল। তিনি জমিদারী কার্য্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অতি সুচারু-রূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এদেশীয় জমিদারী কার্য্যনিচয় যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটী বঙ্গীয়া

স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত কার্য্য সম্পাদন কতদূর কঠিন বিষয় বলা যায় না। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী গৃহদেবদেবী রাধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমিদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।"

পিতার মৃত্যুর পর তিনি পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার জ্ঞানানুরাগ তখনও সমভাবে প্রবলছিল। শাস্ত্রাধ্যয়নে তাঁহার আশ্চর্য্য আসক্তি দেখিয়া পরিবারস্থ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ অবাক্ হইয়াছিলেন।

পাঠাসক্তি বিষয়ে গল্প।

তাঁহার পাঠাসক্তি সম্বন্ধে রায়বংশীয়দিগের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক একটি নির্জ্জনগৃহে বসিয়া সংস্কৃত বাল্মীকী রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কখন তিনি উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, সুতরাং বিশেষ আগ্রহাতিসহকারে পাঠারম্ভ করিলেন। ক্রমে অধিক বেলা হইল; দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, অথচ তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। পরিবারবর্গকে তিনি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন কখন তাঁহার পাঠের ব্যাঘাৎ উপস্থিত না করে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ কাহারও সাহস হইল না যে, গম্ভীরপ্রকৃতি রামমোহনের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করিলেন, রামমোহন অধ্যয়নে নিমগ্ন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল। পুত্র অনাহার থাকিতে জননী ফুল-

ঠাকুরাণী কেমন করিয়া আহার করেন? তখন রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন রাধানগর নিবাসী একব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক তাঁহার গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় বুঝিতে পারিয়া আর একটু প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া আহারাদি করিলেন। কথিত আছে, তিনি এই এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

সতীদাহ নিবারণের প্রতিজ্ঞা।

মহাজনগণের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এক একটি ঘটনায়, (হয় তো অতি সামান্য কোন ঘটনায়) অনেক সময়ে তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিধাতার অঙ্গুলি সেই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে নূতন সত্য ও কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করে। জীবনে শত শত দিন কেনা শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখে? কিন্তু কপিলবস্তুর রাজকুমার উহা দেখিয়া সিংহাসন চরণে ঠেলিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক অর্দ্ধজগদ্ব্যাপী অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে শত শত লোক কি বজ্রাঘাতে মৃত্যু দেখে নাই? কিন্তু লুথর তজ্জন্যই সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন্ শিশু না ক্ষুদ্র ইতর জন্তুদিগকে প্রহার করে? কিন্তু চারি বৎসর বয়স্ক থিওডোর পার্কার একটি কূর্ম্মকে মারিতে গিয়া বিবেকের গূঢ় কার্য্য দেখিতে পাইলেন। সেইরূপ রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে জীবিত সতীর মৃত্যু

কেনা দেখিত? কিন্তু তন্মধ্যে তিনিই একটি সহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমুলোৎপাটিত করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন। "চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে, সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিতেছে; এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তনি কখনই বিরত হইবেন না।"*

ইংরেজী শিক্ষা।

যে সকল গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে নবাব সরকারে কর্ম্ম পাওয়া যায়, রামকান্ত রায় পুত্রকে তদুপযোগী শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃপিতামহ সকলেই নবাব সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার করাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সে সময়ে আদালতে পারস্য ভাষা চলিত ছিল। ১৭৭৪ সালে সুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হওয়া অবধি ইংরেজীর চর্চ্চা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে,

* রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা।

তখনও অন্যান্য সর্ব্বত্র পারস্য ভাষারই চলন ছিল। সুতরাং রামমোহন রায় দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষা কিছুই জানিতেন না। ঐ সময়ে তিনি প্রথম ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি উহা মন দিয়া শিক্ষা করেন নাই। সংস্কৃত, আরবি ও পারসি ভাষায় লিখিত শাস্ত্র সকল অধ্যয়নেই বিশেষ অভিনিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। সুতরাং সাতাস আটাস বৎসর বয়সেও তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন প্রকারে ইংরেজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন মাত্র। ইংরেজী রচনা প্রায় কিছুই পারিতেন না।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ ও আত্মসম্মান রক্ষা।

এই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান রাজশাসনের যতই কেন দোষ থাকুক্ না, উহার একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদ লাভেও হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সমান অধিকার ছিল। কেবল প্রধান মন্ত্রীত্ব নহে, প্রধান সেনাপতির পদপর্য্যন্ত হিন্দুরা লাভ করিতে পারিতেন। কঠোরহৃদয় অত্যাচারী বাদসাহ অরেঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিং একজন হিন্দু। সুসভ্য ইংরেজ জাতির অধীনে আমাদের সে সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। সিবিল সর্‌ভিসের দ্বার নামেমাত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত, বাস্তবিক কার্য্যে এখন উহা এক প্রকার অবরুদ্ধ। তথাচ বর্ত্ত-মান সময়ে যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায়ের সময়ে

এতদপেক্ষা শতগুণে শোচনীয় অবস্থা ছিল। সে সময়ে জজের ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারি (তখন দেওয়ানি বলিত) দেশীয়-দিগের পক্ষে উচ্চতম পদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং রাম-মোহন রায়ের ভাগ্যেও তদপেক্ষা উচ্চতর পদ জুটে নাই। কিন্তু তাহাও তিনি একেবারে পান নাই। দেওয়ানি পাইবার আশায় প্রথমে তাঁহাকে সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইয়া-ছিল।

সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকে আমলাদিগের প্রতি যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণের অবি-দিত নাই। তাঁহারা ভদ্র সন্তানের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান লাভ করা দূরে থাকুক, কখন কখন গো অশ্বের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে কেবল সাহেবদিগের দোষ, এমন বোধ হয় না। আমাদিগের স্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতৃগণ আমলার কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার যে প্রকার নিন্দনীয় তাহাতে সহজেই তাঁহারা প্রভুর অশ্রদ্ধাভাজন হন; সুতরাং উপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হন। আমলারা যদি আপনার সম্মান আপনি রক্ষা করিয়া চলিতে জানিতেন; যদি তাঁহারা স্বাধীন-চিত্ত ও সত্যপ্রিয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলেই সিভিলিয়ান্ সাহেবেরা তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। এখন অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে অনেক স্থলেই আমলা ও সিবিলিয়ান সাহেবের সম্বন্ধ অতি জঘন্য ছিল। এক দিকে তোষামোদ, হীনতা ও অসত্য-প্রিয়তা;

অপর দিকে ঔদ্ধত্য, অভদ্রতা ও অশিষ্টাচার। সুতরাং রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন স্বাধীনচিত্ত, উন্নতমনা লোক যে, কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে সতর্ক হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

তিনি রংপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত জন ডিগবি সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহেব তাঁহাকে কর্ম্ম দিতে অঙ্গীকার করিলে তিনি তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি এই মর্ম্মে একটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিন যে, যখন তিনি কার্য্যের জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে, এবং সামান্য আমলাদিগের প্রতি যে প্রকারে হুকুমজারি করা হয়, তাঁহার প্রতি সে প্রকার করা হইবে না। কেবল মুখের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া উক্ত বিষয়ে একটী দলিল লিখিয়া দিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মানুগত আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমোহন রায়ের অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার জীবনের ভূরি ভূরি ঘটনা তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাবটী প্রকাশ করে। ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত মর্ম্মের এক দলিলে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন; রামমোহন রায়ও কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

রামমোহন রায় এ প্রকার যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই রামমোহন রায় দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ডিগ্‌বি সাহেব, রামমোহন রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা ও কর্ত্তব্যশীলতার পরিচয় যতই

পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ও ডিগ্‌বি সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য সদ্গুণ দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরেজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, এবং তদ্বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন।

রংপুরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার।

রংপুরে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতি কালেও তিনি আপনার জীবনের প্রধান কার্য্য বিস্মৃত হন নাই। সন্ধ্যার পর আপনার বাসা-বাটীতে ধর্ম্মালোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতেন। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেন। তত্রত্য মারোয়ারী বণিক্‌দিগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছিল। এই সকল মারোয়ারীগণের জন্য তাঁহাকে কল্পসূত্র প্রভৃতি জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। ইনি তত্রত্য জজ্‌ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে (ইং ১৮৩৮ সালে) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা

যায় যে, রামমোহন রায় রংপুরে পারসি ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল; তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি।

রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত বেদান্তের ও কেনোপনিষদের চূর্ণক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ডিগ্বিসাহেবের সম্পাদকীয়তায় উহা প্রকাশ হয়। সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—"বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা না করাতে পাঁচ বৎসর পরে যখন আমার সহিত তাঁহার আলাপ হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে তিনি ইংরেজীতে কথা বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র। কিন্তু উক্ত ভাষা কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিতেন না। যে জিলায় আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সর্ভিসে পাঁচ বৎসর কালেক্টর ছিলাম, তথায় তিনি পরিশেষে দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠি পত্র সকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এবং ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া ও আলাপ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধ-

রূপে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। উক্ত ভূমিকায় ডগ্বিসাহেব আরও বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয় সংবাদ পত্র পাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাস ছিল। তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিষয় পড়িতে অধিক ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ক্ষমতা ও বীরত্বের অতিশয় প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহার পতন হইলে তিনি একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের প্রথম বেগ চলিয়া গেলে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি শেষে বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান্‌কে তিনি পূর্ব্বে যেমন প্রশংসা করিতেন, এখন হইতে সেইরূপ অশ্রদ্ধা করিবেন।

কর্ম্মত্যাগ।

রামমোহন রায় ১৮০০ সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশবৎসর রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় এই কয়েক জিলায় কালেক্‌টরের অধীনে দেওয়ানী কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন। রামগড় জিলায় অবস্থিতিকালে তিনি সহরঘাটিতে বাস করিতেন। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাতরা হইতে গয়া যাইবার পথে এই সহরঘাটি। অবশেষে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন।

একটী অপবাদ।

দেওয়ানী কার্য্য সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটী দুর্ণাম আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও একথার বিশ্বাসযোগ্য কোন

প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। উৎকোচ গ্রহণ না করিলে অল্পকালের মধ্যে তাঁহার এত সম্পত্তি কোথা হইতে হইল? ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে শ্রীযুক্ত লিওনার্ড সাহেব এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে,—'রামমোহন রায়ের ন্যায়পরতা ও শ্রমশীলতাই তাঁহার ধন-লাভের প্রধান কারণ। তিনি প্রজাবর্গের ন্যায্যসত্ত্ব রক্ষা করিতে তৎপর ছিলেন বলিয়াই তাঁহার অর্থ সম্বন্ধে উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে কালেক্টরের দেওয়ানের কর্ম্মে অনেক 'উপরি লাভ' (Legal perquisites) ছিল। * উহাতে গবর্ণমেণ্টের নিষেধ থাকা দূরে থাকুক্ সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। সুতরাং ন্যায়পরায়ণ ও শ্রমশীল রামমোহন রায় যে অধিক অর্থ সঞ্চয়ে সক্ষম হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। তৎকালে দশবৎসর দেওয়ানি কর্ম্ম করিয়া লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করা কিছুই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। অন্যান্য লোকে তাহার অর্দ্ধেক অথবা চতুর্থাংশ কাল কর্ম্ম করিয়া তাঁহার অপেক্ষা দশগুণ অধিক সম্পত্তি করিয়া গিয়াছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস জমি-দারী সকলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম করেন। উহার তিন বৎসর পরে কোর্ট অফ ডিরেক্টরদিগের দ্বারা উহা গ্রাহ্য হইলে বাঙ্গালা দেশের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি ভূমি জরিপ করিয়া

* আমাদিগের ভক্তিভাজন কোন প্রাচীন ব্যক্তি এক পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন; "সে কালে দেওয়ানদিগের যে যে বিষয়ে উপরি পাওনা ছিল. সেই সেই বিষয়ে নাজিরের মিরণের ন্যায় পাওনার হার নির্দ্ধারিত ছিল, এবং সেই হার গবর্ণমেণ্টের জানত ছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এরূপ উপার্জ্জনে আপত্তি করিতেন না।"

তাহার চিরস্থায়ী রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার ভার দেওয়া হয়। কোন কোন কালেক্টরের প্রতি তুই তিন জিলার ভার পড়িয়াছিল; ডিগ্‌বি সাহেবের প্রতি রংপুর, দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া জিলার বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হয়। উক্ত কার্য্যে তাঁহাকে তিন বৎসর নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। এতদূর সুবিচার ও ন্যায়পরতার সহিত এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করা হয় যে, ডিগ্‌বি সাহেব ইহার জন্য লোকের নিকট চিরস্থায়ী যশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার দেওয়ান ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য উৎকোচগ্রাহী লোক হইতেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যে এ প্রকার সুফললাভের কখনই সম্ভাবনা ছিল না। ন্যায়পরায়ণ দেওয়ান না থাকিলে ডিগ্‌বি সাহেব কখনই সুবিচার ও অপক্ষপাতিতার জন্য প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায় জমিদারী হিসাবপত্র বুঝিতে এবং ভূমি জরিপ করিতে বিশেষ সক্ষম ছিলেন; সুতরাং তিনি ভূমির ন্যায্য রাজস্ব সুন্দররূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ তিনি ধূর্ত্ত ও অন্যায়পরায়ণ আমীন্ ও আম্‌লাদিগের মিথ্যা হিসাবপত্র সহজে ধরিয়া দিতে পারিতেন বলিয়া ডিগ্‌বি সাহেব অনেক ভ্রম হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভূমির গুণাগুণ ও তাহার প্রকৃত অধিকারী নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ডিগ্‌বি সাহেবের এতদূর প্রিয়পাত্র হন যে, যেখানে তিনি কর্ম্মোপলক্ষে চলিয়া গিয়াছেন, রামমোহন রায়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কেবল ইহা নহে। জিলার ভূম্যধিকারিগণ তাঁহার প্রতি এতদূর কৃতজ্ঞ ছিলেন যে,

তিনি কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তর গমন কালে তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।"

আর একটী কথা। কি কি উপায়ে রামমোহন রায় ধন-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাহা বিশেষ করিয়া কিছুই জানেন না, তাঁহারাই তাঁহার সংসারিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহাকে উৎকোচগ্রাহী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। রামমোহন রায় যে সময়ে দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন, তখন ওকালতী, ব্যারিষ্টরি প্রভৃতি ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয় নাই। রামমোহন রায় আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সুতরাং তৎকালীন লোকে প্রয়োজন হইলে তাঁহার নিকটে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আসিতেন। ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইত; এবং রামমোহন রায়ের নিকট যে উপকার পাইতেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। যদি এ প্রকারে অর্থ গ্রহণ করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উকীল, ব্যারিষ্টর প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা আইন সম্বন্ধে পরামর্শ বা ব্যবস্থা দিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা ও কদাচারনিচয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হওয়ার জন্য বহু সংখ্যক লোক (দেশশুদ্ধ লোক বলিলেও হয়) তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। এরূপ স্থলে তাঁহার কোন অখ্যাতি রটনা হইলে অখণ্ডনীয় প্রমাণ ব্যতীত তাহা কখনই বিশ্বাস করা উচিত নহে। উৎকোচ গ্রহণ ব্যতীত রামমোহন রায়ের নামে আর একটি দুর্ণাম আছে। আমরা উপযুক্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিব।

পুত্রের বিবাহ ও দলাদলি।

রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনকারিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হুগলি জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামে জনৈক সম্ভ্রান্তব্যক্তি রাধাপ্রসাদকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ্রামে উৎপাত।

কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত; এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। এই প্রকার অত্যাচারদ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতেই পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাবদ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সদুপদেশে তাহারা ভুলিবার লোক ছিল না; বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্য্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরও

বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা আপনি সকল থামিয়া গেল।

মাতাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রঘুনাথপুরে গৃহনির্ম্মাণ।

বাহিরের লোকের উৎপাত থামিলে কি হয়? এদিকে মাতা ফুলঠাকুরাণী পুত্রের প্রতি দিন দিন বিরক্ত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় লোককে প্রচলিত পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যতই বুঝাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মাতার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি রামমোহন রায়ের পত্নীদ্বয় ও তাঁহার নব পুত্রবধূকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। রামমোহন রায় ভাবিলেন যে, মাতার বাটীর নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামেই সপরিবারে বাস করিবেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার জমিদারী, সেখানে তিনি বিধর্ম্মী সন্তানকে স্থান দিবেন কেন? ফুলঠাকুরাণী মনে করিয়াছিলেন, পুত্রকে সপরিবারে কৃষ্ণনগর হইতে বিদূরিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। রামমোহন রায় লাঙ্গুড় পাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে এক শ্মশান ভূমির উপর বাটী প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রদৌহিত্র আর্য্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বাটীর সম্মুখে এক মঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার চতুঃপার্শ্বে 'ওঁ তৎসৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কয়েকটী বাক্য খোদিত করিয়াছিলেন। ঐ মঞ্চটী তাঁহার উপসনাস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি কলিকাতা হইতে

বাটী গিয়া এবং বাটী হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় সর্ব্ব প্রথমে ঐ মঞ্চটী প্রদক্ষিণ করিতেন।

মুরসিদাবাদে বাস ও পারস্য ভাষায় পুস্তকরচনা।

রামমোহন রায় কর্ম্মত্যাগের পর অল্প দিন কলিকাতায় থাকিয়া মুরসিদাবাদে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তথায় পারস্য ভাষায় তোহাফ্‌তুল মোহদিন্‌ (অর্থাৎ সকল জাতীয় লোকের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ) নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। উক্ত পুস্তকের মত সকল খণ্ডন করিয়া কেহ কোন উত্তর প্রকাশ করে নাই। কিন্তু উহার জন্য বহু সংখ্যক লোক তাঁহার শত্রু হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতা বাস।

কলিকাতা আগমন ও সংস্কারকার্য্যে জীবনসমর্পণ।

রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) চল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না।

ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দিবারাত্র পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না।

হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা।

রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতা আসিয়া বাস করেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজের অবস্থাবিষয়ে "রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" স্বাক্ষরকারী, ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার ব্যাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্টস্বীকার

করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহা দের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহার প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহব অখ্যাতির ভয়ে কেহবা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্য বিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয় কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিন বার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ। বিষয়ী

ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক্, কাহারও বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্ম্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের পক্ষে যিনি ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহার বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ; এ সকলই পদ্যের; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। * বুল্‌বুলি ও ঘুঁড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই

* বোধ হয় লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১; লিপিমালা ১৮০২; রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত পুস্তক সকলের রচনা অতি কদর্য্য।

আহারে তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। পৌত্ত-লিকতা ছাড়িতে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে তখনকার লোকেরা বাধিত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি।

আন্দোলন।

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় লোয়ার সারকিউলার রোডে একটী বাটী ক্রয় করিয়া ও উহা ইংরেজী প্রণালীতে সজ্জিত করিয়া তথায় বাস করেন। বহুকাল হইতে তাঁহার আশা ছিল যে, বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারে জীবন সমর্পণ করিবেন। এতদিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। পৌত্তলিকতা ও সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে রাম-মোহন রায়ের রণভেরী এই স্থান হইতে বাজিয়া উঠিল। কলি-কাতায় হুল স্থুল পড়িয়া গেল। কেবল কলিকাতায় কেন? সমুদায় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে সেখানে রামমোহন রায়ের কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না।

রামমোহন রায়ের সদ্‌গুণ।

রামমোহন রায় অনেকগুলি লোককে বশীভূত করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে সে সময়ে কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তবিক তিনি যে প্রকার সদ্‌গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে এপ্রকার হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। রামমোহনরায়ের

একজন অনুগত শিষ্য” তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন ;—“তাঁহার রীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্য্য ছিল। তাঁহার উজ্জ্বল-ানে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা াহা তন্ন তন্ন করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার াম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্যবলে লোকে যেমন তাঁহাকে সম্মান করিতে াধ্য হইত, তিনি তেমনি আপনার সুশীলতা, নম্রতা ও িনয়গুণে তাহাদের মনের প্রণয়-ভাব আকর্ষণ করিতেন। তিনি লবিক্রমে, বিদ্যা বিনয়ে, জ্ঞানবুদ্ধিতে, একজন অসামান্য পুরুষ িলেন। শাস্ত্রবিচারে তাঁহার ভ্রান্তিমাত্র ছিল না। সত্যেতে ৈকান্তিক নিষ্ঠা, ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, পরকালে দৃঢ়বিশ্বাস, লাকের প্রতি অসামান্য দয়া, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে উৎসাহী ছিলেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, আর এক দিকে তেমনি সহমরণ নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু হিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেব ছিলেন, তাঁহার আর এক বন্ধু ঈশ্বরপরায়ণ পাদরী আদম সাহেব। তিনি অতি সৎপুরুষ মহাপুরুষ ছিলেন।” (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শক)

রামমোহন রায়ের সঙ্গী ও শিষ্যগণ।

তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা,গভীরবিদ্যা ও মধুর ব্যবহারে কতক্ গুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীযুক্ত গোপী মোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ

সিংহ, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন মিত্র, * শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মুন্সী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরোমণি, শ্রীযুক্ত হরনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুন্সী, প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন।

তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বসু শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ সেন শ্রীযুক্ত রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হলধর বসু, শ্রীযুক্ত মদন মোহন মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন দুই তিন জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। "রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" বলেন "রামমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রংপুরের বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তীর্থস্বামী দেশপর্য্যটন করতঃ রংপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তিনি তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা ও উদারভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন; এবং তীর্থস্বামীও তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবৎ তাঁহার সংসর্গে থাকেন। তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানু-

* ইনি রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ।

স্বামী ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম নন্দকুমার ছিল। তাঁহারই কণিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রথম আচার্য্য ছিলেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবাগীশ তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন। * রামমোহন রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থাকিতেন, তাঁহার সহিত তিনি উপনিষদের আলোচনা করিতেন।"

যে সকল ব্যক্তির নাম করা হইল, ইঁহারা সকলেই যে ধর্ম্মানুসন্ধানে তাঁহার নিকট আসিতেন, এরূপ নহে। বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্যও কেহ কেহ আসিতেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা কেহ কেহ আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মুন্সী তাঁহাকে কখন ত্যাগ করেন নাই।

শত্রুবৃদ্ধি।

দেশ শুদ্ধ লোক তাঁহার শত্রু হইল। অনেকেই নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, যাঁহারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে আত্মীয়তা

---

* ইঁহার নিবাস মালপাড়া গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

প্রকাশ করিতেন, অথচ গোপনে গোপনে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। এই শ্রেণীর জীব বর্ত্তমান সময়েও সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায়।

ধর্ম্মপ্রচার জন্য রামমোহন রায় চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম, কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক; দ্বিতীয়, বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্য প্রকারে শিক্ষাদান; তৃতীয়, পুস্তকপ্রচার; চতুর্থ, সভাসংস্থাপন।

বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রকাশ।

রামমোহন রায় দেখিলেন যে, পুস্তকপ্রচার, সত্যপ্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থ সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে, ১৭৩৭ শকে, বেদান্ত-সূত্র বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিলেন।

রাজা রামমোহনরায়ের গ্রন্থ প্রকাশক উক্ত গ্রন্থের বিষয়ে বলিয়াছেন;—"ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরিক মীমাংসা বা শারীরিক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্য্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞানসম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি

ঐ সকল বিচারোদ্বোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহুকালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার ব্যাখানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্ব্বলোকমান্য শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে, তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি ৫৫৮ সূত্রসমন্বিত সমগ্র বেদান্তসূত্রের উক্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার করিলেন, এবং তৎসম্পর্কে আপনার যাহা বক্তব্য তাহা ঐ গ্রন্থের ভূমিকা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন। বেদব্যাস কৃত বেদান্ত ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার চলিল। পরে তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদান্তসূত্রের প্রমাণ সকল তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে, রামমোহন রায়ের

সকল বিচারের ভিত্তিস্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ হয়।" * * *

"এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এদেশীয়দিগের যে সকল সাধারণ আপত্তি আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাতে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (১) সদ্রূপ পরব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য। (২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নয়। (৩) পরমার্থসাধনের পূর্ব্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচার পূর্ব্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়। (৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র, সুগন্ধি দুর্গন্ধি আদি লৌকিক জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে। (৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে, তাহা দুর্ব্বল অধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ।"

"গ্রন্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে চলিত; আর বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ প্রচলিত ভাষায় বিবৃত করাতে দোষ নাই। পরন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেতে কোন প্রগাঢ় রচনা হয় নাই; এ জন্য গ্রন্থকার এই অনুষ্ঠানপত্রে গদ্য রচনা পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটী নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন।"*

---

* রামমোহন রায় গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, যদিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল পুস্তকের রচনা অতি কদর্য্য ও অস্পষ্ট। উহা সিবিলিয়ান সাহেবেরা পড়িতেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। তখন লোকে রীতিমত গদ্য পাঠ করিতে জানিত

বেদান্তসূত্রের হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ।

রামমোহন রায়ের সুপ্রশস্ত হৃদয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে বদ্ধ ছিল না। উহা সমগ্র ভারতের জন্য ক্রন্দন করিত। সুতরাং বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ ভারতের সকল প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না বলিয়া শীঘ্রই একখানি হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, বেদান্তসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন।

এই শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন ;—"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের (যাঁহাদের সাংসারিক সুখ বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালীর উপর নির্ভর করে) তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন অধিক হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবে, হয় ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবে। লোকে যাহাই কেন বলুক না, অন্ততঃ এই সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না যে, আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে

না। তিনি সেই জন্য গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া গদ্য পাঠের কতকগুলি বৈয়াকরণিক নিয়ম লিখিয়া দিয়াছিলেন।

পুরস্কৃত করেন।” মহাত্মন্! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। যাহারা তোমার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদেরই সন্তান সন্ততিরা তোমাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছে!

উপরিউক্ত পুস্তকের ভূমিকাতে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বেদান্তসূত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতির পরমেশ্বরের একত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব চিন্তা করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন আরও অভিপ্রায় এই যে, ইয়োরোপীয়েরা বুঝিতে পারেন যে, যে সকল কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মকে বিকৃত করিয়াছে, তাহার সহিত উহার বিশুদ্ধ আদেশনিচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপন্ন করিতেছে, সকল বিচারগ্রন্থে ইহাই প্রদর্শন করা রামমোহন রায়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখিয়াছেন;—“উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, সর্ব্বব্যাপী, আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি প্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহে? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ

কহিয়াছেন। তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে; কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনাদ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বেদান্ত গ্রন্থে এই কয়েকটী বিষয় আছে। বেদান্ত গ্রন্থে চারিটী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই চারিটী বিষয় আছে (১) ব্রহ্মবোধক শ্রুতির সমন্বয় (২) উপাস্য ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয় (৩) জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির সমন্বয় (৪) অব্যক্তাদি পদ সকলের সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারিটী বিষয় আছে। (১) সাংখ্য ইত্যাদির সহিত বেদান্ত মতের বিরোধ পরিহার (২) সৃষ্টি ও ব্রহ্মবিষয়ক নানা মতের বিচার (৩) মহাভূত ও জীববিষয়ক শ্রুতিবিরোধ ভঞ্জন (৪) ইন্দ্রিয় প্রাণ ও জীবের সম্বন্ধবিচার। তৃতীয় অধ্যায়ে এই চারিটী বিষয় আছে। (১) জীবের জন্মাদি প্রকরণ (২) জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আদি অবস্থা এবং শুভাশুভ ভোগ (৩) নানা প্রকার উপাসনা (৪) জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটী বিষয় আছে। (১) ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ (২) মৃত্যু (৩) মরণোত্তর জীবের গতি (৪) মুক্তির অবস্থা।

বেদান্ত সার ও উহার ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ।

ইহার পরে তিনি "বেদান্ত সার" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে যে বেদান্তসূত্র ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রন্থ। উহা সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। যদিও তিনি অতি পরিষ্কার-রূপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথাচ পাছে সকলে তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে এই জন্য তিনি উহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক "বেদান্তসার" নামে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। কোন্ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক্ জানিতে পারি নাই, কিন্তু বোধ হয় যে, বেদান্তসূত্রের সঙ্গেই, অথবা অল্পকাল পরেই উহা প্রকাশ হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সাহেবেরা উহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন,এবং রচয়িতার পরিচয় ইয়োরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।

বেদান্তসার গ্রন্থে এই কয়েকটী বিষয় আছে। "ব্রহ্ম কি, কেমন, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্ম নির্দ্দেশ হয়। বেদ নিত্য নহে। আকাশ হইতে, প্রাণ বায়ু হইতে, জ্যোতি হইতে, প্রকৃতি হইতে, অণু হইতে, জীব হইতে, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে, সূর্য্য হইতে, জগতের উৎপত্তি হয় নাই। নানা দেবতার জগৎকর্ত্তৃত্ব কথন আছে, কিন্তু জগৎকর্ত্তা এক। বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম শব্দে বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম অপরি-

ছেদ্য ও সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও চৈতন্যময়। ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ নহেন। ব্রহ্ম অরূপী নিরাকার। ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্র শক্তি। দেবতারা আপনাদিগকে জগতের কারণ ও উপাস্য কহিয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যও আপনাকে বলিতে পারে; কিন্তু উহারা কেহই জগতের কারণ ও উপাস্য নহে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম আপনি নাম রূপাদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্ম-সঙ্কল্পই কারণ। নশ্বর নাম রূপের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মোপাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা উপাসনাতে অধিকার, কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই করিতে পারে না; তাহারা সেই সকল উপাসিত দেবতার পুষ্টিসাধক ভোজ্য অন্নস্বরূপ হয়। বেদ এককেই উপাসনা করিতে বলে। ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কর্ত্তব্য নয়। ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার। ব্রহ্মোপা-সক মনুষ্য, দেবতার পূজ্য। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবে। সমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার। ব্রহ্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, না করিলে পাপ নাই। জ্ঞানের পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিতে হয়, সে কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য। বর্ণাশ্রমাচার না করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদয়ের

বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন, কাহার অন্ন এমত বিচার করিবেন না। সর্ব্বপ্রকার অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎকালে আছে। ইত্যাদি। যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেইখানে উপাসনা করিতে পারিবে। মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী জন্ম মৃত্যু ও হ্রাস বৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন।"

উপনিষদ্ প্রকাশ।

"বেদান্তসূত্র" ও "বেদান্তসার" প্রকাশ করিয়া তিনি পাঁচখানি উপনিষদ্ বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন, তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার উপনিষৎ প্রথম প্রকাশ করেন। তলবকারের অপর নাম কেনোপনিষৎ; ১৭৩৮ শকের ১৭ই আষাঢ় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

তৎপরে ১৭৩৮ শকের ৩১এ আষাঢ় যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ প্রকাশ করিলেন; ইহার অপর নাম বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। বেদান্তসূত্রের ন্যায় তিনি ইহারও একটী ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। তাঁহার বিপক্ষগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে; এবং শাস্ত্রসিদ্ধ মতকে ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়া অগ্রাহ্য করাও অত্যন্ত অন্যায়।

১২২৪ সালের ১৬ই ভাদ্র, যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ বাঙ্গালা

অনুবাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে।

তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও ভাষা পৃথক্ দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল।

১২২৪ সালের ২১এ আশ্বিন বাঙ্গালা অর্থ সহিত মাণ্ডুক্যো-পনিষৎ প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে একটী সুদীর্ঘ ভূমিকায় ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত বিচার রহিয়াছে। তৎপরে অর্থ সহিত মূল উপনিষৎ এবং শেষভাগে ভাষ্যোক্ত সমাধান বা সিদ্ধান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে।

হিন্দুসমাজে আন্দোলনের প্রবলতা।

এই সকল এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে হিন্দু-সমাজে আন্দোলন যার পর নাই প্রবল হইয়া উঠিল। যে বেদশাস্ত্র ভূদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যের স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহা মুদ্রিত করিয়া ম্লেচ্ছের হস্তে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। যে ওঁ শব্দ কোন শূদ্রে উচ্চারণ করিলে তাহার রসনা ছেদন করিয়া দেওয়া উচিত, রামমোহন রায় তাহাই আচণ্ডাল সকলের মুখে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। এতদূর যে করিতে পারে সে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে কে জানে? আস্থাবান্ পৌত্তলিকেরা যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন। ঘোর কলি উপস্থিত! ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ক্রোধের পরিসীমা থাকিল না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সভায়, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, স্মার্ত্ত সকলেই নাসারন্ধ্রে নস্য

সংযোগ সহকারে রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই যে, খ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণ বা দেশীয় অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন আন্দোলন উপস্থিত করিলে উহা হিন্দুসমাজের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে না। রামমোহন রায় জাতীয়ভাবে দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক স্বমতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উহা হিন্দুসমাজকে বিচলিত করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক লইয়া যে সর্ব্বত্রব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও মূল কারণ এই। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্ম্মপ্রচার প্রাচীনতন্ত্রের পৌত্তলিকদিগকেও কম্পিত করিয়াছে; দেশীয়ভাবে দেশীয় শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াই উহার প্রকৃত কারণ।

শঙ্করশাস্ত্রীর সহিত বিচার।

আমরা বলিয়াছি যে, আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পুস্তক সকল প্রকাশ হইতে লাগিল। নিদ্রিত হিন্দু-সমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই সময়ে "ইণ্ডিয়া গেজেট" রামমোহন রায়কে 'ধর্ম্মসংস্কারক' বলাতে শঙ্করশাস্ত্রী নামে মান্দ্রাজবাসী এক পণ্ডিত লেখেন যে, বেদ-বেদান্তে যে একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু রামমোহন রায় যে উহা প্রথম প্রকাশ করিয়া একটী নূতন মতের সংস্থাপক হইলেন, ইহা সত্য নহে। তিনি আরও লিখিলেন যে, একমাত্র, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা

বেদসম্মত হইলেও দেবদেবীর উপাসনা মিথ্যা নহে। যেমন কোন রাজার নিকট গমন করিতে হইলে রাজকর্ম্মচারিদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, অথবা কোন উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করিতে হইলে সোপান পরম্পরায় পদবিক্ষেপ করিয়া উঠিতে হয়, সেই প্রকার পরব্রহ্মের উপাসনায় অধিকারী হইবার পূর্ব্বে দেবদেবীগণের উপাসনা একান্ত আবশ্যক।

শঙ্করশাস্ত্রীর উত্তরে রামমোহন রায় লিখিলেন যে, তিনি কখনই এমন কথা বলেন না যে, তিনি একটী নূতন মতের সংস্থাপন কর্ত্তা। অন্যে এ কথা বলিলে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁহার বিরোধীরাই তাঁহার মত নূতন বলিয়া নিন্দা করিতেছে। শঙ্করশাস্ত্রী পৌত্তলিক পূজাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রামমোহন রায় তদুত্তরে বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, উক্ত মত সম্পূর্ণ অমূলক। শঙ্কর শাস্ত্রী তাঁহার প্রতিবাদ পুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাহার উত্তরও ইংরেজী ভাষায় দিয়াছিলেন। শঙ্করশাস্ত্রী আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার।

ইহার পর কলিকাতার একজন ভট্টাচার্য্য রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিবার জন্য "বেদান্ত চন্দ্রিকা" নামে পুস্তক প্রচার করিলেন। রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকের ১৩ জ্যৈষ্ঠ উহার উত্তর প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের উত্তর প্রত্যুত্তর বাঙ্গালা

ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই হইয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত বিচারগ্রন্থে প্রতিপন্ন করেন যে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রামমোহন রায় প্রাচীন শাস্ত্র সকল হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শাস্ত্রসম্মত অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন। অনন্ত পদার্থ কখন মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। পরমেশ্বর অনন্ত ; সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি থাকিতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—"যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত এবং কাহার ব্যাপ্য নহেন।" অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহার আপনার স্বরূপনাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমন স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ করিতে পারেন, সেইরূপ তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, এরূপ কথা বলিলে ব্রহ্মের নাশের সম্ভাবনা রহিল।

কিন্তু যাহার নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। রামমোহন রায় এবিষয়ে বলিয়াছেন,—"জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে, জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না। যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক।"

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, যদি পরমেশ্বর রূপ ধারণ করিতে না পারেন, তবে তিনি এই জগৎরূপে কেমন করিয়া প্রকাশ হইলেন? তিনি বিশ্বরূপ; সমুদয় বিশ্ব তাঁহার রূপ প্রকাশ করিতেছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি রূপ ধারণ করিতে পারেন না? বেদান্ত দর্শনের অনুগমন করিয়া রামমোহন রায় এই তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্যময়, জগৎরূপবিশিষ্ট। যাহা রূপবিশিষ্ট তাহা ভ্রান্তি, মায়ামাত্র, মানুষের মনের অজ্ঞানতা মাত্র। রূপ, রস,

গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের বাস্তব সত্তা নাই, সুতরাং রূপ ইত্যাদি জীবের মনেতেই রহিয়াছে, উহা ব্রহ্ম স্বরূপ নহে।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন,—"যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেই রূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়াদ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন?"

অন্য এক স্থলে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছেন, "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয়। আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না; যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যাব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ

কি না হয় ?" ইহার উত্তর। "ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন, যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয়। কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন, তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয়, সেইরূপ ফলসিদ্ধি, এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশদ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয়, আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই, তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।"

পরমেশ্বর যে রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপ ধারণ করেন, তদ্‌বিষয়ে ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন,—"যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে সব প্রজাবর্গের রক্ষাণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্ন-স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন।" ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;—কি রাম কৃষ্ণবিগ্রহে কি অব্রাহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রামকৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্ম-স্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই, কেবল উপাধিভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতি

বাহ্যে প্রকাশ পায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন; আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহ্যে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না; অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সত্তার তারতম্য নাই।

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥ ভাগবতং ॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে; কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদয় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ গীতা ॥

হে অর্জ্জুন! হে শত্রুতাপজনক! আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি; আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধঃ ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে প্রকাশমান দেখি-

তেছ, সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্মমাত্র হয়েন, অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য; ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন;—"শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎ-পূজাদি কেন না কর, ইহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না।" ইহার উত্তর, কাষ্ঠলোষ্ট্রেষুমূর্খানাং। অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং। ইত্যাদি বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি; কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে, তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানসদ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

* * * * * *

"ভট্টাচার্য্য লেখেন,তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এবং মৃৎসুবর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এমত যে কহে,সে প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয়। ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা

কহেন, আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি এক বাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন” ইত্যাদি।

* * * * *

আর লেখেন যে “ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না,” উত্তর; জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই, অত-এব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে এযুক্তিক্রমে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী সকলেরি উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল। তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব। অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতা-বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবরজঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেববিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর; যদি শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পর-মাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন

যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিকরূপে উপাসনা করিবেক; আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মননরূপ উপাসনা করিবেন। শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।”

গোস্বামীর সহিত বিচার।

ভট্টাচার্য্যের পর এক চৈতন্যভক্ত গোস্বামী রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন। রামমোহন রায়, ১২২৫ সালের ২রা আষাঢ়, উহার উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিলেন; উক্ত গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বেদার্থনির্ণয়পক্ষে শ্রুতি স্মৃতিরই প্রাধান্য; ভাগবতশাস্ত্র যথার্থ বেদার্থনির্ণায়ক নহে।

গোস্বামীর সহিত বিচারে রামমোহন রায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই রূপ বলিতেছেন,—অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্যরূপে কহিয়াছেন, এমত নহে; যেহেতু দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছন্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়া মেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥ অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি, তেঁহ দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে জানেম তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের যপ করিবেন। পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে

লিখিয়াছেন। ১০ম স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়ে নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্‌যতং। তথা। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥ ১৯॥ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন।"

কবিতাকারের সহিত বিচার।

তৎপরে কবিতাকারের সহিত বিচার। "এই বিচার গ্রন্থে প্রতিবাদীর আপত্তি এই ছিল যে, রামমোহন রায় বেদার্থের গোপন করিয়াছেন; তিনি শিব, বিষ্ণু ও ব্যাসাদি ঋষির অবমাননা করেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী হয়েন; গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পূর্ব্বের উক্তি প্রদর্শনদ্বারা ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। শকাব্দ ১৭৪২, উক্ত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়।"

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার। "ইহা দেবনাগর অক্ষরে, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং বাঙ্গালা অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই চতুর্বিধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি কর্ম্মহীন হইলেও লোকের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার ও পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে।"

চারি প্রশ্নের উত্তরপ্রকাশ।

চারি প্রশ্নের উত্তর। কলিকাতানিবাসী কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চানন, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণপূর্ব্বক, রাজা রামমোহন রায়কে নিম্নলিখিত চারিটী প্রশ্ন করেন। "(১) ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাহাদের সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন? এবং তাহাদের সহিত সংসর্গ অকর্ত্তব্য কি না? (২) সদাচার সদ্ব্যব-হারহীন ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ, নিরর্থক কিম্বা? (৩) ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসাদ্বারা আত্মোদরভরণ অনুচিত কি না? (৪) লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী কি না?" এই সকল প্রশ্নে, রামমোহন রায়ের কোন কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তিনি ইহার উত্তরে বেদাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার বন্ধুজন বেদাদি শাস্ত্রানুসারেই ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন, ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী এবং ভাক্ত কর্ম্মী উভয়েই সমান অপরাধী; আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীর উপবীত ধারণ নিরর্থক নহে; বৈধমাংস ও সুরাপান শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে; ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহে দোষ নাই।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে, রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল;—"মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্য পান করিবেক;

লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়; যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়, এমত পান করিলে সিদ্ধি হয় না। কুলধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশধারণ এবং পশুর অন্নভোজন, প্রাণ সঙ্কটে জানিবে। অত-এব আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্যপান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন, তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী স্বীয় মৎসর-তার জ্বালাতে যবন শাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্যমঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মদিরাপানের বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্যপানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দু মাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয়, তাঁহারা যদি লোক-লজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সুম্বিদ্রা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন। যবনী কি অন্যজাতি পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম; কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈববিবা-হের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে

উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র প্রমাণে হয়। গো শরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে; অতএব খাদ্য হইল। আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধ প্রযুক্ত স্মার্ত্ত মতাবলম্বীদের তাহা ভোজনে পাপ হয়। সেইরূপ স্মৃতির বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণে চতুবর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়া ও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না। সেইরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বরপ্রোক্ত আগম প্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। "যথা বয়োজাতিবিচারোত্র শৈবোদ্বাহেন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ"। 'মহানির্ব্বাণ'। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই; কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয়; তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে; কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্ত মতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈব শক্তি গ্রহণ হইতে পারে না, অথচ যবনী কিম্বা অন্ত্যজ স্ত্রীতে গমন করেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সেই সেই জাতিপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ৩২২ পৃষ্ঠায় পথ্যপ্রদান গ্রন্থে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিতেছেন;—"১৪৫ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে, "কখন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কখন বা ভাক্ত বামাচারী" এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃ পুনঃ কথন আছে, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের

এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য্য কি, যেহেতু তাঁহার এ বোধও নাই যে কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় (একমেব পরংব্রহ্ম স্থূল স্থক্ষ্মময়ং ধ্রুবং) এবং দ্রব্যশোধনে সর্ব্বত্র বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুল ধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে। ইত্যাদি

• উক্ত গ্রন্থাবলীর ৩৩১ পৃষ্ঠায় রামমোহন রায় বলিতেছেন ;— ১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "সুশীল সুজনদিগের বৃথা কেশ-চ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদা ভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্যাসেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব"। উত্তর। এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, তবে দুর্জ্জন পদ প্রয়োগ তাঁহার প্রতি সঙ্গত হয় কি না? শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে, বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতি শাস্ত্র প্রমাণে বৈদিক বিবা-হিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়, শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভ-য়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্যতা অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই।"

পথ্যপ্রদান গ্রন্থের শেষে তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান অর্থাৎ সুরাপান ও শৈববিবাহ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত করিয়া এইরূপে উপসংহার করিতেছেন,—"এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই

যে, পরমেষ্ঠি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থসাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে।”

পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্যপ্রদান।

নন্দলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের এক জন ঘোর বিপক্ষ ছিলেন। উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হইলে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন* পূর্ব্বোক্ত “পাষণ্ডপীড়ন” নামে ২২৫ পৃষ্ঠা পরিমিত এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল; “পাষণ্ড” “নগরান্তবাসী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী” ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। “নগরান্তবাসী”র দুই অর্থ, নগরের অন্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল।

তর্কে শান্ত-ভাব।

পাষণ্ডপীড়নের উত্তর “পথ্যপ্রদান” বাহির † হইল। পথ্যপ্রদানে রামমোহন রায় অতি সুন্দররূপে প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি সকলের অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন; অথচ আদ্যোপান্ত সমস্ত

---

* ইনি পরে সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

† রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক বাবু রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন;—“এই সকল বিচারগ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্র ও উপনিষৎ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারীগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার

পুস্তকে একটিও কর্কশ বাক্য নাই।* ইংরেজী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার প্রণীত রাশি রাশি বিচারগ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ তন্মধ্য হইতে বিপক্ষের প্রতি একটুও অভদ্রবাক্য বাহির করিয়া দিতে পারে না। প্রতিবাদীর সহস্র কটুকাটব্যেও তাঁহার গভীর চিত্ত বিচলিত হইত না। ঘোরতর বিচারের সময়েও তাঁহার প্রকৃতি লেশমাত্র উষ্ণ হইত না। তাঁহার নিকট অনেক তর্কালঙ্কার, তর্কবাচস্পতি, বিচারার্থী হইয়া আসিতেন। আমরা শুনিয়াছি যে, ঘোরতর তর্কযুদ্ধের সময়েও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের লাঘব হইত না। বিপক্ষ হয় ত ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কতই অন্যায় কথা উচ্চারণ করিতেছে, অথচ রামমোহন রায়ের কোমল ধীরভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে না। তিনি ক্রমে পরিশেষে বিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপ নিরুত্তর ও পরাস্ত করিয়া দিতেছেন। কি মৌখিক, কি লিখিত বিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক, তিনি তাহার অধিক কিছুই বলিতেন না। বাস্তবিক, তর্কের সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে অতি অল্প লোকেই শিক্ষা করেন। "আমার নিজের জয় চাই না,

---

উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য এবং রামমোহন রায়ের ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা ও বিবিধ ব্যবহারদোষ প্রদর্শন করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় ঐ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উত্তর-গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে এই পথ্যপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মর্ম্ম পাওয়া যায়।"

* স্থানে স্থানে দুই একটী মিষ্ট বিদ্রূপ আছে; পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে;—"আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম "পাষণ্ডপীড়ন" রাখেন; তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।"

সত্যের জয় হউক," এই ভাবটী মনে বদ্ধমূল থাকিলে অসহিষ্ণু হইবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। রামমোহন রায়, তাঁহার শিষ্য পরলোকগত চন্দ্রশেখর দেবকে বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্কের সময়, প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।*

শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায় ক্রমে অনেক গুলি পুস্তক প্রকাশ করেন। আমরা পূর্ব্বে কয়েকখানির বিষয় বলিয়াছি; এস্থলে আরও কয়েকখানির বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

"ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ"।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কি প্রকার আচরণ হওয়া উচিত, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ইহা ১৭৪৮ শকে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

"গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং"।

এই গ্রন্থের মর্ম্ম এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রী-জপদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে; ইহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার একটী ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল।

"গায়ত্রীর অর্থ"।

এই পুস্তকখানি ভূমিকা ও গ্রন্থ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

---

* ১৭৯৪ শক, অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী দেখ।

ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন যে গায়ত্রী জপ করেন, তাহাতে অজ্ঞাতরূপে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়, গায়ত্রীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত পুস্তকে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

"অনুষ্ঠান"।

এই পুস্তকে "অবতরণিকা" নামে একটী ভূমিকা আছে। ইহাতে বারটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। কিরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, অন্যান্য নিকৃষ্ট উপাসনাকে দ্বেষ করা উচিত নয়, শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহার করা উচিত, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে ইহাতে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৭৫১ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল।

"প্রার্থনা-পত্র"।

এই পুস্তকে স্বজাতীয় বিজাতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

"আত্মানাত্মবিবেক"।

এই গ্রন্থখানি শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রণীত। রামমোহন রায় বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত মূলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বৈদান্তিক মত সকল জানিতে পারা যায়।

"ব্রহ্মোপাসনা"।

এই পুস্তকে ব্রহ্মোপাসনার একটী পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাস্তবিক

তাহা নহে। তখন সমাজে কেবল উপনিষৎ ব্যাখ্যা, পাঠ ও সংগীত হইত।

উপরি উক্ত গ্রন্থ সকল ব্যতীত রামমোহন রায় আরও কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি অনুবাদিত প্রাচীন শাস্ত্র এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রন্থ। শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ; গুরুপাদুকা, পৌত্তলিকতা চপেটিকাঘাত ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে উক্ত গ্রন্থ গুলি পাওয়া যায় না। স্বরচিত অথবা অনুবাদিত গ্রন্থ ভিন্ন রামমোহন রায় কোন কোন জ্ঞানগর্ভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশক বলেন,—"রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্করভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষৎ ও তাহার সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বেদান্ত সূত্র ভাষ্যখানি চতুস্পত্রাকারের (Quarto size) ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহাতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছু নাই। উপনিষদের বৃত্তি গুলি ভিন্ন লোকের রচিত" ইত্যাদি।

বেদচর্চ্চার পুনরুদ্দীপন।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে রামমোহন রায়ের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গ দেশে বহুকাল হইতে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বংশবাটী প্রভৃতি স্থানে পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধীত হইত বটে, কিন্তু বেদ বেদান্তের কিছুমাত্র অনুশীলন ছিল না। বেদ মূলশাস্ত্র, সর্ব্বোপরি মান্য, ইহা অবশ্যই হিন্দুমাত্রই স্বীকার করিতেন, কিন্তু বেদে কি আছে, তদ্বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই প্রকৃত জ্ঞান ছিল।

"রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" এবিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন;—"বহুদিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্লোক, সূত্র ও ভাষ্য শুনিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভূরি ভূরি স্বমত-পোষক ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য সকল উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, ভট্টাচার্য্যেরা ও গোস্বামীরা তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।" সাধারণতঃ সকলেই ভাবিতেন যে, বেদে দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব দেবীর পূজাই সমর্থিত হইয়াছে। "বেদে বলে তুমি ত্রিনয়না।" রামমোহন রায় ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ বেদান্তে কি আছে, তদ্বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি।

এই সকল বিচারে আর একটী উপকার হইয়াছিল;—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে যে, রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিতরূপ গ্রন্থ সকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিক মতাবলম্বী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধ ভাবে বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।”

অসাধারণ পরিশ্রম।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। উহাতে তাঁহার যে প্রকার পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার পুস্তক সকলের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব। কিন্তু তাহাতে প্রমাণস্বরূপ যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সংকলন করিবার জন্য যার পর নাই পরিশ্রম সহকারে রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক হইয়াছিল। অসাধারণ মেধাবশতঃ তিনি এই গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন।

মেধাশক্তি বিষয়ে একটি গল্প।

আমরা এস্থলে তাঁহার আশ্চর্য্য মেধাশক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি। একদা এক পণ্ডিত আসিয়া কোন একখানি তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায় দেখিলেন যে, তিনি কখনও উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। পণ্ডিতকে বলিলেন যে, আপনি আগামী কল্য ঠিক্ এই সময়ে আসিবেন, বিচার হইবে। পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল না। সুতরাং

তৎক্ষণাৎ শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পুস্তক লইয়া আসিলেন, এবং মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলেন। একবার অধ্যয়নমাত্র তাঁহার অসাধারণ মেধা উহা আয়ত্তাধীন করিয়া লইল। তৎপরদিবস ঠিক্ সময়ে বিচারার্থী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। ঘোরতর বিচার হইল। পরিশেষে তিনি রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া গৃহপ্রস্থান করিলেন।

তর্কপ্রণালী বিষয়ে একটী গল্প।

তাঁহার তর্কের প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। অতি সহজে বিপক্ষকে তাহার আপনার কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন। রামমোহন রায়ের বাটীর প্রাঙ্গনে এক উদ্যান ছিল। এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া যাইত। এক দিবস ব্রাহ্মণ আসিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় উত্তরীয় রক্ষা করিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে বাটীর কোন ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্য সেখানি তথা হইতে অন্তরিত করিল। ব্রাহ্মণ কার্য্যশেষ করিয়া আসিয়া দেখেন যে, যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় তখন বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া সকল বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "দেবতা! (তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দেবতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন) আপনি স্থির হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, একখানা উত্তরীয় অবশ্যই প্রাপ্ত

হইবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রাজার ইঙ্গিতে উত্তরীয় আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তরীয়খানি ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন, "এই গ্রহণ করুন, কেমন সন্তুষ্ট হইলেন তো ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার দ্রব্য আমি পাইলাম, তাহাতে আর সন্তুষ্ট কি ?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পুষ্পগুলি কাহার ?" "কেন ? দেবতার পুষ্প।" "দিবেন কাহাকে ?" "দেবতাকে দিব।" তখন রাজা বলিলেন "তবে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন কেন ?" ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা সরিল না।

পুরুষানুক্রমিক প্রথাবিষয়ে রামমোহন রায়ের বাক্য।

রামমোহন রায়ের মত শাস্ত্রীয় বিচারে খণ্ডন করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত অনেকে প্রচলিতপ্রথার দোহাই দিতেন। যাহা পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিতেছে তাহাই ভাল, এই বলিয়া অনেকেই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতেন। তিনি তজ্জন্য তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—"বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসম্মত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরাসিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটী জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে, পরম্পরাসিদ্ধ নহে, কিরূপে ইহা করি। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্বশিষ্ট-পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত, এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকার অন্যথা,

সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামও করেন না; যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম; যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ইংরাজ—যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বদ্ধ করা পত্র, যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা, কোন্ পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতার সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয়?”

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার।

রামমোহন রায়ের উদার হৃদয় কেবল হিন্দুসমাজে স্বমত-প্রচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই। হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টীয়ান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ একেশ্বর-বাদ প্রচলিত হয়, এবং সেই একমাত্র, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহারও উপাসনা স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার প্রাণগত যত্ন ছিল। “তোহফ্তুল মোহদীন” নামক গ্রন্থ প্রচারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সত্য প্রচারই উক্ত পুস্তকের বিশেষ উদ্দেশ্য।

খ্রীষ্টধর্ম্মের চর্চ্চা ; গ্রীক ও হিব্রুশিক্ষা ; খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের অনুবাদ।

এক্ষণে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একান্ত যত্ন সহকারে বাইবেল পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া নূতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ এবং হিব্রু শিক্ষা করিয়া পুরাতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেন। তিনি এক জন য়িহুদি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছয় মাসের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন।* ইহাতে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সত্য বটে, কিন্তু এত অল্প কালের মধ্যে হিব্রু শিখিতে পারিবার আর একটি কারণ ছিল। তিনি আরবি ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেই জন্য মুসলমানেরা তাঁহাকে মৌলবি রামমোহন রায়, "জবরদস্ত" মৌলবি বলিতেন। আরবির সহিত হিব্রুর অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং হিব্রু শিক্ষা রামমোহন রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল। রামমোহন রায় এই সময়ে পাদরি আডাম্ ও ইয়েট্স্ সাহেবের সহিত একত্রে খৃষ্টীয় সুসমাচার পুস্তক চতুষ্টয় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইয়েট্স্ সাহেব বিরক্ত হইয়া উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত মতভেদ্ তাঁহার বিরক্তির কারণ।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট এ কথা শুনিয়াছিলেন।

খৃষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ।

এই সময়ে তিনি বাইবেল হইতে খৃষ্টের উপদেশ সংকলন পূর্ব্বক (Precepts of Jesus, Guide to peace and happiness) অর্থাৎ খৃষ্টের উপদেশ, সুখ ও শান্তি পথের নেতা, এই নাম দিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট, সত্যশিক্ষা সম্বন্ধে, স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, স্বজাতীয় কি বিজাতীয়ের বিচার ছিল না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় যেখানে সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত। তিনি হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক যেরূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমানশাস্ত্র বিলোড়ন করিয়া সত্যসংগ্রহেও ত্রুটি করেন নাই; আবার সেই উদার ভাব-প্রণোদিত হইয়াই তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের হিতের জন্য খৃষ্টের উপদেশ প্রকাশ করিলেন। আমরা শুনিয়াছি উহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকাতে রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, "যে পরমেশ্বর জাতি, পদমর্য্যাদা ও অবস্থানির্ব্বিশেষে সমুদায় জীবকে সমভাবে পরিবর্ত্তন, হতাশ্বাস, দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন; এবং যিনি প্রকৃতির উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করিয়া তাহাতে সকলকে সমভাগী করিয়াছেন; ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় এই সকল উপদেশ লোকের মনকে সেই পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় উচ্চ ও উদার ভাবে পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা; এবং পরমেশ্বরের প্রতি, জনসমাজের প্রতি এবং আপনার প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য সকল প্রতিপালন পক্ষে উহা এ প্রকার

উপযোগী যে আমি ইহা বর্ত্তমান আকারে প্রচারদ্বারা সর্ব্বোত্তম ফললাভের আশা করি।”

মার্সম্যান্ সাহেবের সহিত বিচার।

খৃষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদার ভাব প্রায় কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীগণের ত কথাই নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অনেকে বিরক্ত হইলেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক, শ্রীরামপুরের সুপণ্ডিত মার্সম্যান সাহেব তাঁহার পত্রে উক্ত গ্রন্থের নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। তাঁহার প্রতিবাদের কারণ এই যে, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মতপ্রতিপোষক বাইবেলের বাক্য সকল উহাতে স্থান পায় নাই।

উপদেশসংগ্রহ পুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না; কিন্তু সাধারণতঃ লোকের নিকট নাম অবিদিত ছিল না। মার্সম্যান্ সাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন রায় সত্যের বন্ধু (A friend to truth) নাম লইয়া (An appeal to the Christian Public) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। উহাতে প্রদর্শন করিলেন যে, ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও খৃষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি মত বাইবেল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিসনরীগণ বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়াই ঐ প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন।

নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও মার্সম্যান সাহেবের পরাভব।

মার্সম্যান সাহেব পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। রামমোহন রায় দ্বিতীয়বার আপনার নাম দিয়া (Appeal to the Christian Public) প্রকাশ করিলেন। মার্সম্যান্ সাহেব সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি আবার উত্তর প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায়ও তাঁহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু একটী ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাপ্‌টিষ্ট মিসন-প্রেসে মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহার পুস্তক খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী জ্ঞানে মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রতিবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষরাদি ক্রয় করিয়া ধর্ম্মতলায় ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস নামে একটী মুদ্রা যন্ত্রালয় স্থাপন করিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, এখান হইতে Final Appeal নাম দিয়া তাঁহার নিজের নামে তৃতীয় উত্তরপুস্তক বাহির হইল। এই পুস্তকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি এতদূর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। মার্স ম্যান সাহেব স্বমতসমর্থন জন্য ইংরেজী বাইবেল্ হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রামমোহন রায় ইংরাজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীক্ ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা স্বয়ং ইংরেজীতে অনুবাদ পূর্ব্বক দেখাইলেন যে, মার্সম্যান সাহেবের কথা তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত নহে। মার্সম্যান সাহেব পরাস্ত হইলেন

ইণ্ডিয়া গেজেটের ইংরেজ সম্পাদক লিখিলেন যে, এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রামমোহন রায় এ দেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই। রামমোহন রায়ের খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক এই সকল বিচারপুস্তক অতি শীঘ্রই লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হইল। তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর অল্প দিনের মধ্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উক্ত গ্রন্থ সকলের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসীগণ উক্ত পুস্তক পাঠে একজন বাঙ্গালীর বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

পৌত্তলিকপ্রবোধ প্রকাশ।

রামমোহন রায় ও মার্সম্যান সাহেবের কথা লইয়া যখন ইয়োরোপীয় ও দেশীয়সমাজে আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে রামমোহন রায়ের এক জন শিষ্য বাবু ব্রজমোহনমজুমদার ধর্ম্মতলার ইউনিটেরিয়ান্ মুদ্রাযন্ত্র হইতে "পৌত্তলিক প্রবোধ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এমন সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ আমরা কখন দেখি নাই। ইহাতে যেরূপ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও প্রখর তর্কশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন যে, উহা রাজা রামমোহন রায়েরই লিখিত। বেনামি পুস্তক প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; সুতরাং এ অনুমান অমূলক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। যাহা হউক, উহা যে অন্ততঃ তাঁহার বিশেষ সাহায্যে লিখিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই

হইতে পারে না। সে সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তির নামে উক্ত পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার—ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন প্রকাশ।

শ্রীরামপুরের জনৈক খৃষ্টিয়ান পাদ্‌রি, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাঙ্খ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র এবং যোনিভ্রমণ, জন্মান্তরীনফলভোগ প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই, একখানি পত্র প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মণসেবধি নামক পত্রিকায় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। উহাতে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তি ছিল। উহাতে রচয়িতার জাতীয় ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। "শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা" এই কল্পিত নামে পত্রিকা প্রচারিত হইত; বাস্তবিক রামমোহন রায়ই উহার প্রকৃত লেখক। উহা ব্রাহ্মনিক্যাল্ ম্যাগাজিন্ (Brahmanical Magazine) নামে, এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইত। সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রামমোহন রায়ের বর্ত্তমান পুস্তকপ্রকাশক তিনখানির অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

পাদ্‌রি ও শিষ্যসংবাদ।

আমরা রামমোহন রায়ের খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক আর একখানি

পুস্তকের কথা বলিব; ইহার নাম "পাদ্রি ও শিষ্যসংবাদ।" উক্ত পুস্তকে এক পাদ্রির সহিত তাঁহার চীন দেশীয় তিন জন শিষ্যের কথোপকথন কল্পিত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত যে, যার পর নাই অযুক্ত ও অসঙ্গত, উক্ত পুস্তকে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আত্মীয়সভা সংস্থাপন;—লোকনিন্দা।

তাঁহার কলিকাতা বাসের পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খৃঃ অঃ) তিনি তাঁহার মাণিকতলার ভবনে "আত্মীয় সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন। পর বৎসরেই সিম্‌লা ষষ্ঠিতলায় রামমোহন রায়ের বাটীতে সভা উঠিয়া যায়। কিন্তু আবার তৎপর বৎসরেই মাণিকতলার বাটীতে উঠিয়া আসে। সভা সপ্তাহে এক দিন করিয়া হইত। শিব-প্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন, এবং গোবিন্দ মালা ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিতেন; কিন্তু শ্লোক ব্যাখ্যা হইত না। এই সময়ে লোকের বিরাগ ও নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কয়েক জন অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ পৌত্তলিকদিগের সহিত যোগ দিলেন; এবং সর্ব্বত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, আত্মীয়সভায় গোবৎস হত্যা করা হয়। এই সকল প্রতি-কূল অবস্থা রামমোহন রায়কে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি সর্ব্বদা আপনার উদ্দেশ্যসাধনে যত্নশীল থাকিতেন, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের

উপাসনা করিতেন। কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু সকলে ছাড়িলেন না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে এবং বাবু ব্রজমোহন মজুমদার ও অপর কয়েক জন নিয়মিতরূপে আত্মীয়সভায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্যরূপে রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ করাতে লোকে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া গালি দিত।

তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

আত্মীয়সভা রামমোহন রায়ের বাটীতেই হইতে লাগিল। পরিশেষে, তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। সেই জন্য সভা কখন বৃন্দাবন মিত্রের বাটীতে, কখন উপনগরে রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে, এবং কখন তুলাবাজারে বিহারীলাল চৌবের বাটীতে হইত।

এক মহা বিচারসভা ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর পরাভব।

আত্মীয় সভা কিছুকাল পর্য্যন্ত এইরূপে চলিল। পরিশেষে ১৮১৯ খৃঃ অঃ উপরিউক্ত বিহারীলাল চৌবের ভবনে এক মহা সভা হইল। কলিকাতা ও উপনগরের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভামণ্ডপে আসীন হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য, কলিকাতার প্রধান সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বড় বড় ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন

রামমোহন রায়কে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভার নিকট সকলই বিফল হইয়া গেল। সভাস্থলে যে যে তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর তর্কই প্রধান। তিনি বলিলেন যে, বঙ্গদেশে প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং এখানে বেদ পাঠ হওয়া উচিত নহে। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী এই কথা বলিলে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই প্রতিবাদ করিলেন না। অবশেষে রামমোহন রায় গম্ভীর ভাবে তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধের পর, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে নিরস্ত হইতে হইল। রামমোহন রায়ের অসামান্য ক্ষমতার কথা তাড়িতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পৌত্তলিকগণ ক্রোধ ও বিদ্বেষবশতঃ বিবিধ প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা।

রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, তাঁহার নামে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় উহাতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এই সময়ে দুই বৎসর কাল আত্মীয়সভা বন্ধ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই সময়েই বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর পিতৃঋণের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতা প্রভিন্স্যাল কোর্টে নালিস করেন। শুনা

যায়, রামমোহন রায় প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হওয়াতেই মহারাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় যেরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। *

অনেক দিন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য বিধিপূর্ব্বক একটি সমাজ সংস্থাপন করেন ; কিন্তু উপরিউক্ত মোকদ্দমা সকল এবং তজ্জনিত অন্যান্য কষ্টে পড়িয়া তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শিষ্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই।

টাইটলর সাহেবের সহিত তর্কযুদ্ধ।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি অতি আমোদজনক তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের একদিকে হিন্দু কালেজ ও মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার টাইটলর সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দু কালেজের জনৈক শিক্ষক) ও শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ, এবং অপরদিকে রামমোহন রায়। সুপ্রসিদ্ধ "হরকরা" ও "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" পত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছিল। উভয় পক্ষই উক্ত দুই পত্রে পরস্পরের প্রতি তর্ক-অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতেন।

হরকরা-পত্রে টাইটলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে

---

* ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আক্রমণ করেন। তাহাতে "রামদাস" এই কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া হিন্দুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক রামমোহন রায় তাঁহার এই-রূপ উত্তর দিলেন যে, "রামমোহন রায় পৌত্তলিকহিন্দু ও ত্রিত্ব-বাদী খৃষ্টিয়ান উভয়েরই পরম শত্রু। রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতারবাদ উভয়েরই প্রতিবাদী। ঐ দুটী মতই হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টিয়ান উভয়েরই মূল মত। সুতরাং এস, আমরা (হিন্দু ও খ্রিষ্টিয়ান) একত্র মিলিত হইয়া আমাদের সাধা-রণ শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি।" এই উত্তর পত্র খানি কোথা হইতে আসিল, কেহ জানিতে পারিল না। এক-জন ঘৃণিত পৌত্তলিক, খৃষ্টিয়ানের সহিত সাধারণভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চায়, ইহা টাইটলর সাহেব বা অপর খৃষ্টিয়ান-দিগের সহ্য হইবে কেন? তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রামদাসের পত্রের উত্তর দিলেন। বলিলেন যে, "খ্রীষ্টধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে তুলনা করা অতি অন্যায় কর্ম্ম; উহাদের সাধারণ ভূমি এক হইতে পারে না। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। "রামদাস" অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ম্মের ভিত্তিমূল এক;—অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহুত্ব। খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য টাই-টলর সাহেব ও তাঁহার পক্ষ-সমর্থনকারী খ্রীষ্টিয়ানগণ খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মে ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি অনেক দেখাইলেন। "রামদাস"ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে সে সকল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিলেন। উভয় পক্ষ হইতে অনেক উত্তর প্রত্যুত্তরের পর "রামদাসের"ই জয় হইল। সংবাদপত্রে

প্রকাশিত রামদাসের ও অপর পক্ষের পত্র সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিতে অতিশয় আমোদ বোধ হয়।

রামমোহন রায়ের দ্বারা পাদ্রি আড্যাম সাহেবের মতপরিবর্ত্তন।

এই সময়ে উইলিয়ম আড্যাম নামক একজন ত্রিত্ববাদী ব্যাপ্‌টিষ্ট খ্রীষ্টিয়ান মিসনরি ভারতবর্ষে আগমন করেন। রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ হইলে, তিনি তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। রামমোহন রায় খৃষ্টিয়ান না হইয়া, আড্যাম সাহেব তাঁহার মতে আসিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বরের ত্রিত্ব, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত বাইবেলবিরুদ্ধ। আড্যাম সাহেব রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউনিটেরিয়ান হইলেন। চতুর্দ্দিকে হুল স্থূল পড়িয়া গেল। আড্যাম সাহেবকে গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা "Second fallen Adam" বলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সয়তানের প্ররোচনায় আড্যামের (প্রথম মনুষ্যের) যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া দ্বিতীয় বার পতন হইল।

উপাসনা সভাসংস্থাপনের প্রস্তাব; ও কমলবসুর বাটীতে সভা প্রতিষ্ঠা।

আড্যাম সাহেব বুদ্ধিমান ও সরল লোক ছিলেন। মত পরি

বর্ত্তনের পর তিনি বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হরকরা নামক সংবাদপত্রের আপিস-বাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' (Unitarian Society) নামক এক সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভাতে ইউনিটে-রিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পুত্রগণ, কয়েকজন দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি, এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। এক দিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয়-দিগের উপাসনাস্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? 'আমা-দের নিজের একটি উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকি নিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সির সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে এই বিষয় স্থির করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে এক সভা হইল। সভাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় কালীনাথ মুন্সি, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং হাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক বলিলেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। চন্দ্র-শেখর দেবের প্রতি ভার দেওয়া হইল যে, তিনি সিমূলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাটীর দক্ষিণে এক খণ্ড ভূমির মূল্য স্থির করেন। কিন্তু উক্ত স্থান উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে অনুকূল বলিয়া বোধ না হওয়াতে, যোড়াসাঁকো, চিৎপুর রোডের উপর

কমললোচন বসুর * একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উপাসনা সভা সংস্থাপিত হইল।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইত। দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ, এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ মহাশয় বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সংগীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত; তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। কলিকাতাস্থ হিন্দুগণ অনেকে সভায় উপস্থিত হইতেন।

বর্ত্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা।

এই সভা সংস্থাপনের অল্প দিন পরেই, যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে, চিৎপুর রোডের পার্শ্বে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর বর্ত্তমান সমাজ গৃহ নির্ম্মিত হইল। ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ হইতে সেখানে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উক্ত দিবসই সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমে কিছু দিন ভাদ্র মাসে সাম্বৎসরিক উৎসব হইত; এবং তদুপ-লক্ষে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ মুন্সি, ও বাবু মথুরানাথ মল্লিক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বহু অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিতেন।

---

* পর্টুগিজ বণিকদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া লোকে কমললোচন বসুকে ফিরিঙ্গি কমল বসু বলিত। এক্ষণে হরনাথ মল্লিক উক্ত বাটীর সত্বাধিকারী।

সমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অত্যন্ত মত-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এরূপ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে উহার সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব কি ছিল? সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তিনটি কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। প্রথম, তিনি যে উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার উপাস্য দেবতা কে? দ্বিতীয়, উপাসক কে? এবং তৃতীয়, উপাসনার প্রণালী কি? আমরা ক্রমে এই তিনটি কথারই উত্তর দিতেছি তাহা হইলেই মূল প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে।

প্রথম কথা, উপাস্য দেবতা কে? ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই উপাস্য। কিন্তু কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। রামমোহন রায় সমাজগৃহের যে ট্রষ্টডীড পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

* * * "For the worship and adoration of the eternal, unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but not under or by any other name, designation or title, used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever." * *

দ্বিতীয় কথা, উপাসক কে? যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন তাঁহারই জন্য রাম-মোহন রায়ের উপাসনা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, সামাজিক পদ, এ সকলের কিছুই বিচার নাই। যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন ধর্ম্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সকলেরই সমান অধিকার। এ সম্বন্ধে ট্রষ্টডীড পত্রে লিখিত হইয়াছে।

* * * "For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people, without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner."

তৃতীয় কথা, উপাসনাপ্রণালী কি? কোন প্রকার ছবি, প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বলি-দান প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণীহিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার পান হইবে না। উপাসনা-গৃহের মধ্যে এ সকল কিছুই হইতে পারিবে না; সুতরাং উপাসনা প্রণালীতেও সে সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বক্তৃতা, বা সংগীতে বিদ্রুপ, তাচ্ছীল্য বা ঘৃণার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অভাব পক্ষে। ভাব পক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভুক্ত

লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা, ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোন রূপ হইতে পারিবে না। ট্রষ্টডীড-পত্র হইতে এ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

* * * That no graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage, building, land, tenements, hereditaments, and premises, and that no sacrifice, offerino, or oblation of any kind, or of anything shall ever be permitted therein, and that no animal or living creature shall within or on the said messuage, &c be deprived of life, either for religious purposes or for food, and that no eating or drinking (except as shall be necessary by any accident for the preservation of life,) feasting or rioting be permitted therein or thereon ; and that in conducting the said worship and adoration, no object, animate or inanimate, that has been, or is, or shall hereafter, become, or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying, in the hymns or other mode of worship that may be used or delivered in the said messuage or building : and that no sermon, preaching, discourse, prayer or hymns, be delivered,

made, or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and strengthening of the bonds of union between men of all religious persuasions, and creeds, * * *

ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় কি, ট্রষ্টডীড-পত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তথাচ আমরা তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিব।

রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব।

রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কি নূতন? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ নিরাকার ব্রহ্মকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" অনুভব করিয়াছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশে উপনিষদ্ পূর্ণ। তবে রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের সার্ব্বভৌমিক উপাসনাপ্রচার, এইটিই তাঁহার নূতন। রামমোহন রায় বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস, সার্ব্বভৌমিকভাবে এক মাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মের পূজা কর।"

মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎ ভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবন পথের নেতা স্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্য-বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। "আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন" উপনিষদ্‌কারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। "বিশ্বব্যাপী মৈত্রী," বুদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। "আপনাকে আপনি জান," সক্রেটিসের ইহাই প্রধান ভাব। "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য" ইসার ইহাই প্রধান ভাব। "একমাত্র ঈশ্বরের পূজা, অপর সকল দেব-পূজার প্রতিবাদ" মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব, "ধর্ম্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। "ভক্তিতেই মুক্তি" চৈতন্যের ইহাই প্রধান ভাব। "মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি" থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব "সার্ব্বভৌমিক উপাসনা।" কেবল তাহাই নহে; সেই সার্ব্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা; এটিও জগতের পক্ষে নূতন। দ্বিতীয় ভাবটি প্রথম ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব (Originality) কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

সার্ব্বভৌমিকতা ও জাতীয়ভাব।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা হইতেছে। রামমোহন রায় যদি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে সমাজসংস্থাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত

করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এ সকল সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। ট্রষ্টডীড-পত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং ঐরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি আছে কি না, ইহাই বিবেচনার বিষয়।

কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী করিয়াছেন। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না। সত্যমাত্রই অসাম্প্রদায়িক ও উদার। সত্য ভারতবর্ষীয় কি ইয়োরোপীয়, হিন্দু কি যাবনিক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে, তোমারও নহে। উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সত্যকে কার্য্যে পরিণত করা ও সত্যপ্রচার সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতি তাঁহাদিগের জাতীয় ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বসিয়া প্রার্থনা করেন, এবং কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীয় ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই এরূপ নহে, ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য। নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস এ কথার যাথার্থ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। ভক্তিভাজন সেণ্টপল পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন যে,

যে লোকের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তাহাদিগের জাতীয় ভাব ও রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়। "Be all unto all men" ইহাই তাঁহার উপদেশ। অবশ্য কপটতাচরণ যে মহাপাতক, তাহা বলা বাহুল্য।

তবে রামমোহন রায়ের দোষ কেথায়? সমাজে যে হিন্দু-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্ট-ডীড-পত্রের কোন্ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজে যে ঘরে বেদ পাঠ হইত, সেখানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। সত্য হইলে, এপ্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই অসাম্প্রদায়িক-ভাবের বিরোধী। কিন্তু রামমোহন রায়ের এক জন প্রধান শিষ্য বাবু চন্দ্রশেখর দেব আমাদের কোন বন্ধুর নিকট এ কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরা" এ বাক্যটি রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে বেদবিরুদ্ধ বলিয়াছেন। সুতরাং তজ্জন্যও উক্ত কথাটি অমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

সমাজকে যদিও হিন্দু আকার দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু উহা মূলে বিদেশীয় দিগের অনুকরণ। প্রকাশ্য সভা করিয়া সামাজিক উপাসনা দেশীয় ভাব নহে। সমাজের ইতিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে, আড্যাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসা-টি দেখিয়া তদনুকরণে আর একটি উপাসনা সভা করা হইয়াছিল। তবে সেই অনুকরণকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আকার দেওয়া হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক অশান্তি।

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের যত্নে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হইতে লাগিল। অনেক সরলচিত্ত লোক রাজার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধেরা স্বভাবতঃই রক্ষণশীল; সুতরাং নব্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে অনেকে সত্যগ্রহণে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারে প্রাচীন ও নব্যতন্ত্রে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অনেক পরিবারে পিতা-পুত্রের মধ্যে অশান্তি উপস্থিত হইল। সে ভয়ানক সময়! এখন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলে বা বর্ণশঙ্কর বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়, তখন কেবল সমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল।

ধর্ম্মসভা; বাঙ্গালা ও পারস্যভাষায় সংবাদ পত্র।

কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা লইয়াই বিবাদ নহে। সতীদাহ বিবাদের একটি প্রধান বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের প্রাণগত যত্ন দেখিয়া পৌত্তলিকগণ শঙ্কিত হইলেন; এবং রামমোহন রায়ের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মসভা নামে একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও সতীদাহ নিবারণের পক্ষসমর্থন করিবার জন্য এবং সাধারণতঃ সকল হিতকর বিষয়ে লিখিবার জন্য এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ

করেন। ধর্ম্মসভা কৌমুদীর প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ "চন্দ্রিকা" নামক একখানি পত্র প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালা পত্রিকা ভারতবাসী সকল প্রকার লোকের বোধগম্য হইবে না বলিয়া রামমোহন রায় পারস্য ভাষাতেও একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিলেন। দুঃখের বিষয় আমরা এই শেষোক্ত পত্রের নাম জানিতে পারি নাই।

ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার আন্দোলন।

ধর্ম্মসভার সভ্যগণ বিবিধ উপায়ে ব্রহ্মসভার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মসভার অপরাধ এই যে, যাহাতে অনাথা বিধবাগণকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা না হয়, উহার সভ্যগণ তজ্জন্য যত্ন করিতেছিলেন। যাহা হউক, ধর্ম্ম-সভা বিলক্ষণ আড়ম্বের সহিত চলিতে লাগিল। রাজা রাধাকান্ত দেব, সভাপতি। মতিলাল শীল প্রভৃতি নগরের প্রধান প্রধান ধনীগণ উৎসাহী সভ্য। লক্ষটাকা সভার মূলধন। এরূপ শুনা যায় যে, সভার দিনে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে সভা হইত, তাহার প্রায় এক পোয়া পথপর্য্যন্ত গাড়ী দাঁড়াইত।

এক দিকে এই। অপর দিকে রামমোহন রায়, কয়েকজন অনুগত বন্ধুমাত্র লইয়া ব্রহ্মসভার গৃহে সত্যের ভাবী উন্নতির প্রতি নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। যাঁহারা তাঁহার অনুগত হইয়াছেন, তাঁহারা তজ্জন্য সাধারণের নিকট নিন্দিত, তিরস্কৃত ও ঘৃণিত। "নাস্তিক", "পাষণ্ড" প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ। সত্যের গূঢ় আকর্ষণে তাঁহারা তাঁহাদের উপদেষ্টা

ও নেতা মহাপুরুষের মুখপানে তাকাইয়া সমুদয় সহ্য করিতে-ছিলেন। লোকবল, অর্থবল, আড়ম্বর, এ সকলের কিছুই নাই। ধর্ম্মসভার উন্নতি ও আড়ম্বর দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিল যে, ব্রহ্মসভা আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। বাস্তবিক সে সময়ের অবস্থা দেখিয়া কে মনে করিতে পারিত যে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ, উন্নতি পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে;—বালুকাকণা-সন্নিভ বীজকণা হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

সাংসারিক ভাবে দেখিলে ব্রহ্মসভারদল সকল বিষয়ে ধর্ম্ম-সভারদলের অপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট। কিন্তু একা রামমোহন রায়ের প্রতিভা সমগ্র বঙ্গভূমিকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতায় ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার কথা লইয়া যথা তথা আন্দো-লন। এক এক দিন জনরব উঠিত যে ব্রহ্মসভা ধর্ম্মসভার নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। আবার কোন দিন বা ঠিক্ তাহার বিপরীত প্রকার জনরব উঠিত যে, রামমোহন রায়ের নিকট ধর্ম্মসভা পরাভব স্বীকার করিয়াছে, আর উহা মস্তক তুলিতে পারিবে না।

রামমোহন রায়ের এক জন অনুগত শিষ্য ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্ম-সভার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন;—"তাঁহার (রাজা রাধাকান্ত দেবের) একজন অনুচর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্ম-সভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে রামমোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমা-জের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার

নিষেধ না মানিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট হইতেন। তথাপি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বংশীয়েরা ও তথাকার সিংহ মহোদয়েরা, গঙ্গার পশ্চিম পারের মল্লিক বাবুরা, টাকী নিবাসী কালীনাথ মুন্সী, ও তেলিনীপাড়া নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা ায় প্রভাবে ধর্ম্মসভার ধর্ম্মবিরুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর শাসন তুচ্ছ করিয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মসমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই প্রকারে দুই দল তৎকালে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রহ্মসভারদল ও ধর্ম্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমুদয় বঙ্গভূমিতে মহা দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসভারদলের প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা ইঁহাদের নিকট হইতে দুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা ধর্ম্মসভাভুক্ত ব্যক্তিদের কর্ম্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না— তাঁহারা ধর্ম্মসভার দলের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইয়া থাকিতেন। এ নিমিত্তে ব্রহ্মসভার দলপতিরা স্বপক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্তে অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘে সাম্বৎসরিক সমাজের উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত দলপতিরা ধনদানদ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন।”

রামমোহন রায়ের কার্য্য ও হিন্দু সমাজের তৎকালীন অবস্থাসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার একটী বক্তৃতায় হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা ও রামমোহন রায়ের কার্য্যসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল। শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গাস্রোতের উপর এই সমাজরূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন। * * * তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে

পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গাহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যভূমি ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রুদ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যারণ্য সমভূম করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তো দিনে দিনে জ্ঞানপ্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এ সংসারে আনিতে পারিত না। তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। * * * * ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভবিষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্ব্বরা করিব। অতএব রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শত গুণ এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থা-

পনের জন্য করিতে হইয়াছিল। একদিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষষ্ঠিবৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন ছিল। তাঁহার সেই যত্নের ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হইতেছে না? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করি। * * * * যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে পারে? তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্ম্মের অনুরাগে বিষয়ী লোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যখন প্রথম তিনি কলিকাতা নগরে আইলেন, তখন লোকের তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত,ধর্ম্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত; তাঁহার মুখ দর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই, এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড়মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়ীদিগের কিসের সম্বন্ধ ছিল? আপনার ধর্ম্মমূর্ত্তিদ্বারা তিনি তো সকলকে বশীভূত করিতেনই, তদ্ব্যতীত তিনি নানা প্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন। ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু

তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহারা বশীভূত হইতেন এবং প্রত্যু-পকার বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিতেন। * * * একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সংগীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন 'ও সব কেন? "অলখনিরঞ্জন" গাও'। তখন ব্রহ্মসংগীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে সংগীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সংগীত গাইতে হইবে।

১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতী দগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্য, গীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায় ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্ম্মসভা সতীদগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী আর কে পরাজিত তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে অতি সঙ্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্ম-সমাজ জ্বালাইয়া দিবেন; কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে

মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটি তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনও যে বিষ্ণু গান করিত, এখনও সেই বিষ্ণু আছে।"

চতুর্থ অধ্যায়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন।

সতীদাহ; তদ্বিষয়ে পুলিসরিপোর্ট।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মসভার সহিত ধর্ম্মসভার বিবাদের একটী প্রধান কারণ সতীদাহ। সতীদাহরূপ ভয়ঙ্কর প্রথা বঙ্গদেশে যে কি প্রকার প্রবল ছিল, তাহা এখনকার লোকের জ্ঞান নাই। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট পুলিস কর্ত্তৃক যে বিজ্ঞাপনী উপস্থিত করা হয়, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে উক্ত বৎসরে, ব্রাহ্মণজাতিতে ২৩৪, ক্ষত্রীয় জাতিতে ৩৫, বৈশ্যজাতিতে ১৪,

শূদ্রজাতিতে ২৯২, এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা হইয়াছিল। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ৩৪০ জন কলিকাতা কোর্ট অব সরকিটের সীমার মধ্যে সহমৃতা হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, উক্ত সীমার মধ্যে সহমরণের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই অনেক পরিমাণে ঠিক্। দূরবর্ত্তী স্থানের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাস্তব সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। এতদ্ভিন্ন এই বিজ্ঞাপনীতে কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সহমৃতার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্য প্রেসিডেন্সির বিষয় নাই; থাকিলে জানা যাইত যে, সমুদয় দেশে এক বর্ষকাল মধ্যে কত অধিক সংখ্যক বিধবা নারী পত্যনুগমন করিত।

উক্ত বিজ্ঞাপনীতে সহমৃতাদিগের বয়ঃক্রম দেওয়া হইয়াছে। ১৮২৩ সালে ৫৭৫ জনের মধ্যে ১০৯ জন ষাট বৎসরের অধিক বয়স্কা। ২২৬ জন চল্লিশ হইতে ষাট পর্য্যন্ত। ২০৮ জন কুড়ি হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত এবং ৩২ জনের বিংশতি বৎসরেরও অল্প বয়স। দেখা যাইতেছে যে, যুবতী কি বৃদ্ধা এই দুরাচার রাক্ষসের গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেব তাঁহার বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি গবর্ণমেণ্ট ও তাহার কর্ম্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ এইরূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৫।৬ শত অনাথা রমণীকে এই রূপে নিহত করা হইত।"

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রধান নগরে সতীদাহের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	১৮১৯	১৮২০	১৮২১	১৮২২	১৮২৩	১৮২৪	১৮২৫	১৮২৬	১৮২৭	১৮২৮
কলিকাতা ...	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	৪২১	৩৭০	৩৭২	৩২৮	৩৪০	৩৭৩	৩৯৮	৩২৪	৩৩৭	৩০৯
ঢাকা ...	৩১	২৪	৫২	৫৮	৫৫	৫১	৫২	৪৫	৪০	৪০	১০১	৬৫	৪৯	৪৭
মুর্সিদাবাদ ...	১১	২২	৪২	৩০	২৫	২১	১২	২২	১৩	১৪	২১	৮	২	১০
পাটনা ...	২০	২৯	৪৯	৫৭	৪০	৬২	৬৯	৭০	৪৯	৪২	৪৭	৬৫	৫৫	৫৫
কাশী ...	৪৮	৬৫	১০৩	১৩৭	৯২	১০৩	১১৪	১০২	১২১	৯৩	৫৫	৪৮	৪৯	৩৩
বেরিলি ...	১৫	১৩	১৯	১৩	১৭	২০	১৫	১৬	১২	১০	১৭	৮	১৮	১০
সমষ্টি ...	৩৭৮	৪১২	৭০৭	৮৩৯	৬৫০	৫৯৭	৬৫৪	৫৮৩	৫৫৭	৫৭২	৬৩৯	৫১৮	৫১৭	৪৬৩

সতীদাহ নিবারণে রাজপুরুষদিগের নিশ্চেষ্টতা।

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় কি দেশীয় অনেকেই কিছু বলিতেন না। এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক অনেক পাদ্রি সাহেব উহার বিরুদ্ধে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলা হইবে। বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কার একটি কারণ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার জন্‌স্ নামক একজন সাহেব এইরূপ কোন কারণে এ দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ভাবিতেন যে, সতীদাহের প্রতিবাদ করিলে তাঁহারাও ঐ রূপে তাড়িত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদাধিষ্ঠিত, সুশিক্ষিত, ও ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উক্ত কুপ্রথা নিবারণে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য; এবং এরূপ আশা করিতেন যে, সুশিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি সহকারে উহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইবে।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, রামমোহন রায় যৌবন কালেই একজন আত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত না উক্ত প্রথা রহিত হয়, ততদিন তিনি তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কখনও বিস্মৃত হন নাই। উপদেশ, পুস্তক প্রচার, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শদান, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে তিনি

ভারতভূমি হইতে নারীহত্যারূপ মহাপাতক বিদূরিত করিবার জন্য নিরন্তর যত্নশীল ছিলেন।

সতীদাহ ও বলপ্রয়োগ।

অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও এপ্রকার সংস্কার আছে যে, যে সময়ে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পত্যনুগামিনী রমণীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিতারোহন করিতেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন্তদেহ ভষ্মাবশেষ করিতেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, দশ সহস্রের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সে প্রকার স্বাধীনভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিত কি না সন্দেহ। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া এবং ১৮২৯ সালের পূর্ব্বে উক্ত বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, চিতারূঢ়া সতীর প্রতি আত্মীয় স্বজনেরা বিলক্ষণ বল-প্রয়োগ করিতেন। জে পেগস্ নামক জনৈক ইংরেজ ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ্চ দিবসে 'The Suttee's cry to Britain." নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে বলপূর্ব্বক সতীদাহের অনেক হৃদয়ভেদী বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ফ্যানিপার্কস্ (Fanny Parks) নাম্নী জনৈক ইয়োরোপীয় মহিলা একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উহার নাম "Wanderings of a Pilgrim in seach of the Picturesque, during four and twenty years in the east with Revelations of life in the Zenana"। এই পুস্তক ১৮৫৩ সালের কলিকাতা রিভিউয়ে সমালোচিত ও বিশেষরূপে প্রশংসিত

হইয়াছিল। এই পুস্তকে বলপূর্ব্বক সতীদাহের কয়েকটী ভয়ঙ্কর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তকপ্রচার।

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থরচনা করিলেন এবং তাহা নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পুস্তক প্রচার করেন। প্রথম দুইখানি সহমরণপ্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। প্রথম পুস্তকের নাম "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকেয় প্রথম সংবাদ।" দ্বিতীয় পুস্তকের নাম "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।' * "বিপ্রনাম' এবং "মুগ্ধবোধচ্ছাত্র" নামধারী দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তিনি তৃতীয় পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তক প্রকাশের শক আমরা জানিতে পারি নাই। দ্বিতীয় পুস্তক ১৭৪১ শকে এবং তৃতীয় পুস্তক ১৭৫১ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তকত্রয়ের সারমর্ম্ম এই যে, সমস্ত শাস্ত্রেই কাম্যকর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে, সহমরণ কাম্য কর্ম্ম, সুতরাং শাস্ত্রের

---

* রামমোহন রায় এই দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ মার্‌কুইস্ অব হেষ্টিংসের সহধার্ম্মিনীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এবং সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারিদিগের মতপরিবর্ত্তনের জন্য, রামমোহন রায় তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুস্তকেরই অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তৎপরে সতীদাহ বিষয়ে তাঁহার সমুদয় যুক্তির সার মর্ম্ম লিখিয়া ইংরেজী ভাষার একখানি তৃতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন।

প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসারে উহা অকর্ত্তব্য। তিনি বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

সতীদাহ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আন্দোলন।

কুসংস্কারান্ধ প্রচীন তন্ত্রের লোকদিগের ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিল না। রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পত্যনুগমন অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। তাঁহার বিপক্ষগণ বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিরুত্তর হইলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, যে সকল স্ত্রীলোক সহমৃতা হইতেন, তাঁহারা যে উক্ত কার্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে করিতেন, ইহা সত্য নহে। এ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় কি বলেন, পাঠকবর্গ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তিনি সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইখানি, নিবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তক, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমরা তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

বলপ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তি।

"নিবর্ত্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ, সে অতি অন্যায্য। ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বচনেতে এবং বচনানুসারে রচিত সংকল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির

জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করি
েবক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে
পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কা
দাও, যাহাতে ঐ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার পর
অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ। এ সকল
বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া
থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রী হত্যা হয়।"

"অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ
যথার্থ বটে; কিন্তু বালককাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের
এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক
স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকে
কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে
এই নিমিত্ত, কি স্ত্রী কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে
তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ
মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধ
কালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত
দয়া হয়।"

বল প্রয়োগ বিষয়ে পেগস্ সাহেবের সাক্ষ্য।

জে পেগস্ সাহেবও বলপূর্ব্বক সতীদাহের বিষয় এইরূপ
বলিয়াছেন;—"The use of force by means of Bamboos
is we believe universal through Bengal. It is intende
to prevent the possibility of the widow's escape from th

flames, as such an act would be thought to reflect indelible disgrace on the family."

"In the burning of widows as practiced at present in some parts of Hindustan, however voluntary the widow may have been in her determination, force is employed in the act of emolation. After she has curcumambulated and ascended the pile, several natives leap on it, and pressing her down on the wood, bind her with two or three ropes to the corpse of her husband, and instantly throw over the two bodies, thus bound to each other. Several large bamboos, which being firmly fixed to the ground on both sides of the pile prevent the possibility of her extricating herself when the flames reach her, Logs of wood are also thrown on the pile, which is then inflamed in an instant."

পূর্ব্বোক্ত ফ্যানিপার্কাস্ তাঁহার গ্রন্থে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটি ঘটনা;—১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর কান্‌পুর নিবাসী এক ধনশালী বণিকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সতীদাহ দেখিবার জন্য কানপুরের গঙ্গাতীরে অতিশয় জনতা হইল। সতী উপযুক্তরূপ সজ্জিতা হইয়া স্বহস্তে চিতা প্রজ্জলিত করিল। সাহস ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া চিতার উপর বসিল। বসিয়া "রাম নাম সত্য হ্যায়" "রাম নাম সত্য হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ক্রমে যখন হুতাশন আপনার সহস্র দশন বিস্তার করিয় দংশন করিতে লাগিলেন, তখন আর যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদ্যত হইল। যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং খোলা তলবার হস্তে একজন সিপাহিকে চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। সতী যখন চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল নিকটস্থ সিপাহি তখন আপন প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া, চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবারদ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ব্বার চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সিপাহীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে তফাৎ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সতী আবার অল্পক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহ হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতারা, আত্মীয় স্বজন, ও অপরাপর সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বল পূর্ব্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা যাউক। সেই রূপ অবশ্য করা হইত। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার চিতায় আসিতে সম্মত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাকি করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ক্যানি পার্কস্ কলিকাতার সন্নিহিত স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে

সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকাতে অবলারমণীগণকে কুসংস্কারের ভীষণমন্দিরে বলিদান দেওয়া হইত। আমরা প্রাচীনদিগের সহিত সতীদাহ বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সংকল্পের পর আর ফিরিবার উপায় ছিল না; ফিরিলে পরিবারের দুরপনেয় কলঙ্ক; সুতরাং সংকল্পের পর মত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে অথবা মতপরিবর্ত্তন হইলে, বিলক্ষণরূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত।

সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি গল্প।

রাজা রামমোহন রায় স্বভাবতঃ অতিশয় সদয়হৃদয় লোক ছিলেন; সুতরাং অনাথা বিধবা নারীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে তিনি যার পর নাই ক্লেশানুভব করিতেন। কেবল কথোপকথন ও পুস্তক-প্রচারদ্বারা সহমরণ প্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোককে বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি কখন কখন কলিকাতার গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সহগামিনী রমণীর সহ-মরণ নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন। আমরা তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে একটি গল্প বলিব। বীর নৃসিংহ মল্লিকের পরিবারস্থ কোন একটী স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সহমরণ হইতে স্ত্রীলোকটিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়গণকে নানা প্রকারে

বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা দূরে থাকুক, যার পর নাই, বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এক জন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "হিন্দুর কার্য্যে মুসলমান কেন?" রামমোহন রায় এই অপমানবাক্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া শান্ত ভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইতেই প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, সে প্রভুর অপমান দেখিয়া বড়ই রাগিয়া উঠিল; তিনি তাহাকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিলেন।*

রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক উক্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন এডিকং প্রেরণ করেন। তিনি (রামমোহন রায়) এডিকংকে বলিলেন "আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র-চর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লাট সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন যে, আমার রাজদরবারে উপস্থিত হইতে বড় ইচ্ছা নাই।" এডিকং যে প্রকার শুনিলেন, বেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকট গিয়া অবিকল জানাইলেন। বেণ্টিঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন"?

* এই গল্পটি বাবু রাজনারায়ণ বসু, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন।

এডিকং উত্তর করিলেন "আমি বলিয়াছিলাম যে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন।" বেণ্টিঙ্ক শুনিয়া বলিলেন "আপনি পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট গমন করুন; গিয়া বলুন যে, মিষ্টার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন।" এডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট আসিয়া ঐরূপ বলিলেন। রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলের এতদূর আগ্রহ ও শিষ্টাচারকে আর কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেণ্টিঙ্ক ও রামমোহন রায়ের এই শুভযোগ হইতে যে সুমহৎ ফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জনৈক সুবক্তা ইহাকে "মণিকাঞ্চন যোগ" বলিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, যে, হিন্দু রমণীগণ যে, বুদ্ধি বিবেচনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে শরীর ভস্মাবশেষ করিতেন এরূপ নহে। বিধবার সম্পত্তি থাকিলে অনেক স্থলে তাহার স্বার্থপর আত্মীয়গণ উহা অধিকার করিবার আশায়, সহমরণে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণকে উৎকোচ দিয়া নিযুক্ত করিতেন। বিধবা যখন পতিবিরহে শোকোন্মত্তা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, সেই সময়েই সুবিধা বুঝিয়া সহমরণ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ করা হইত। শোকের সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে কিছুমাত্র আহার দেওয়া হইত না, এবং শোক ও অনাহারজনিত ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া

তাহার মত গ্রহণ করা হইত। পূর্ব্বে যে পেগ্‌স্‌ সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে ভাং পান করাইবার কথা বলিয়াছেন।

সতীদাহ নিবারণ।

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক নিচয় সতীদাহ নিবারণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন; কিন্তু দেশীয় ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাহাতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ এ বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রম দূর করিয়া দিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই কুরীতি রাক্ষসকে ভারতভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। রামমোহন রায়ের বহুদিনের প্রাণের আশা সফল হইল; তাঁহার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নাম অতীতসাক্ষী ইতিহাস চিরদিন কীর্ত্তন করিবে।

বিদ্বেষবুদ্ধি ও আন্দোলন।

ধর্ম্মসভার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ও ঘৃণার পরিসীমা থাকিল না। আর তাঁহারা পরমারাধ্যা জননী, স্নেহ-প্রতিম ভগিনী প্রভৃতিকে জ্বলন্ত চিতানলে জীবন্ত দগ্ধ করিতে পারিবেন না, ইহা কি সামান্য

পরিতাপের কথা? ধর্ম্মসভা কেন? সমুদয় বঙ্গভূমি,—ভারতবর্ষে হুল স্থূল পড়িয়া গেল। ঘোর কলি উপস্থিত! রামমোহন রায়ের প্রতি চতুর্দ্দিক হইতে গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত করা হইল। এই সময়ে কলিকাতার কোন কোন বড় মানুষ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন। বাস্তবিক রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষে অতি সংকট কাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার হিতৈষী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকিতে, বাহিরে যাইবার সময়ে সঙ্গে প্রহরী লইয়া যাইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অনেক সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভয়ভাবে একাকী নগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতেন। একেবারে সাবধান হন নাই, এরূপ নহে। বাহিরে যাইবার সময়ে বক্ষস্থলে পোষাকের ভিতর কিরীচ রক্ষা করিতেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদান।

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য রামমোহন রায় সবান্ধবে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। আমরা কোন ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তির * নিকট শুনিয়াছি যে, উক্ত অভিনন্দন পত্রে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তিন চারি জন ব্যতীত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করেন নাই।

* শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী।

রামমোহন রায় উক্ত অভিনন্দন পত্রের এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন ;—

"We are, my Lord reluctantly restrained by the consideration of the nature of your exhalted situation, from indicating our inward feelings by presenting any valuable offering as commonly adopted on such occasions; but we should consider ourselves highly guilty of insincerity and ingratitude, if we remained negligently silent when urgently called upon by our feelings and conscience to express publicly the gratitude we feel for the everlasting obligation you have graciously conferred on the Hindoo Community at large. We, however are at a loss to find language sufficiently indicative even of a small portion of the sentiments we are desirous of expressing on the occasion; we must therefore conclude this address with entreating that your Lordship will condescendingly accept our most grateful acknowlegment for this act of benevolence towards us, and will pardon the silence of those who, though equally partaking of the blessing bestowed by your Lordship have through ignorance or prejudice ommitted to join us in this common cause;"

সর্ব্বশেষে যে কথাটী রহিয়াছে, কেমন সুন্দর! "যাঁহারা আপনার প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছেন অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কার বশতঃ (এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপ)

সাধারণ কার্য্যে যোগ দেন নাই, আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।” লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই অভিনন্দন পত্রের একটী সুন্দর উত্তর প্রদান করিলেন। * †

কিন্তু ধর্ম্মসভা নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সতীদাহ নিবারণের আইন রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন।

নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারীজাতির প্রতি রাজা রাম-মোহন রায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বদেশীয় রমণীকুলের হিতের জন্য তিনি কোন পরিশ্রমকেই পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে

* শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৪৮৩-৪৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই অভিনন্দন পত্র সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আমরা একটি গল্প শুনিয়াছি। যে সময়ে গবর্ণর জেনারেলকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়, সেই সময়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা একদিবস কালেজের এক ঘরে বসিয়া অভি-নন্দন পত্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উক্ত পত্রের ইংরেজী রচনা রামমোহন রায়ের কি আড্যাম সাহেবের। এমন সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ডিরোজীও সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, তোমরা মানুষ না এই দেয়াল? ভয়ানক নারীহত্যা প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ করিবে, না অভিনন্দন পত্রের ইংরেজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি, জানিলে তোমরা উহা আড্যাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।

জাগরুক ছিল। সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাজনিত অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ নিরন্তর ক্রন্দন করিত। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অত্যাচারে তিনি যার পর নাই কাতর হইতেন। তাঁহার প্রণীত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের একস্থলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

এদেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্তি।

"নিবর্ত্তক।—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমাদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে; কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধপর্য্যন্ত করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা

নহে; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।”

“প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।”

“দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।”

“তৃতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক।

প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশ গুণ অধিক হইবেক; তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহারদ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহারদ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্য্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।"

"চতুর্থ, যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।"

"পঞ্চম, তাহাদের ধর্ম্ম-ভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্ম-ভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা জাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি

সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম-ভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃ-গৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য-বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থান-মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়-মিত কালে করে; যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন; এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইঁহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ,

কায়স্থ,যাঁহাদের ধনবত্তা নাই, তাঁহাদের স্ত্রীলোক সকল গো সেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘোষী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম,তাহাও করেন; মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাত-সারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচারদোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়। এ সকল দুঃখ ও মন স্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে। আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে,তাহারা দিবারাত্রি মন-স্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, একস্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎ সঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে। অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন

বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।”

রামমোহন রায় ও বহুবিবাহপ্রথা।

রাজা রামমোহনরায়ের হৃদয় বঙ্গবাসিনী দুঃখিনী অবলাকুলের দুঃখে কতদূর কাতর হইয়াছিল, তাঁহার লিখিত উদ্ধৃত অংশটির প্রতি পংক্তি তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে। উহাতে তৎকালীন সমাজের চিত্র যথাযথরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বহুবিবাহ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার সকল প্রকার কারণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত কদর্য্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। উহার বিষময় ফল স্বদেশবাসীগণকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিয়াছিলেন। আধুনিক কৌলিন্য ও অধিবেদনপ্রথা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকিলেই ঋষিগণ দারান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্যথা নহে।

মদ্যপাসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাহধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

পত্নী যদি সুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষিণী,

হিংস্রস্বভাবা, অর্থনাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়, তাহা হইলে দারান্তর গ্রহণ করিবেক।

বন্ধ্যাষ্টমে ধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী মদ্যস্ত্ব প্রিয়বাদিনী॥

পত্নী যদি বন্ধ্যা হয়, তবে অষ্টবৎসর; যদি মৃতবৎসা হয়, তবে দশবৎসর; যদি কেবল কন্যাসন্তান হইতে থাকে, তবে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়া পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে।

যা রোগিনী স্যাত্তু হিতাসম্পন্না চৈবশীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যাচ কর্হিচেৎ॥

সচ্চরিত্রা, হিতকারিনী স্ত্রী রুগ্না হইলেও সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে, তাহাকে কথন অবমাননা করিবে না।

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকার হয় যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শ মতে কার্য্য হইলে ভারতবাসিনী অবলাকুলের দুঃখ যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইত।

রামমোহন রায় ও হিন্দুনারীর দায়াধিকার।

রাজা রামমোহন রায় আর একটি অতি গুরুতর বিষয়ে

লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের দায়াধিকারসম্বন্ধে হিন্দুসমাজে এক্ষণে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা যে নিতান্ত অন্যায় ও প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে পত্নী মৃতপতির সম্পত্তিতে পুত্রদিগের ন্যায় সমানাধিকারিণী। একাধিক পত্নী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে স্বামীর সম্পত্তির অংশ ভাগিনী। যাহাতে সপত্নীপুত্রেরা পুত্রহীনা বিমাতাকে তাঁহার স্বামীর বিত্ত হইতে বঞ্চিত করিতে না পারেন, তজ্জন্য কোন কোন ঋষি ইহা বিশেষরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উক্ত অবস্থাপন্ন বিধবারা নিশ্চয়ই স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিনী হইবেন। রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আধুনিক দায়ভাগকারগণ প্রাচীন মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া পতিবিত্তসম্বন্ধে হিন্দুরমণীর অধিকার খর্ব্ব করিয়াছেন। তিনি বলেন, দায়তত্ব ও দায়ভাগ লেখকগণের মতে যদি স্বামী জীবদ্দশায় পুত্রহীনা পত্নীকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি তাহাতে অধিকারিণী হইবেন না; যে স্ত্রীলোকের কেবল একমাত্র পুত্র আছে, তাঁহারও স্বামীবিত্তেতে সত্ব জন্মিবে না, পুত্র বিষয়াধিকারী হইবে। পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূ বিষয়াধিকারিণী হইবে, তথাচ স্বামী-সম্পত্তিতে তাঁহার লেশমাত্র অধিকার জন্মিবে না। পুত্র জীবিত থাকিতে অন্ন বস্ত্রের জন্য তাহার মুখাপেক্ষা করিতে হইবে,—পুত্রের মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক স্থলে পুত্র-বধূর মুখাপেক্ষা।

পুত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পৌত্র বা পুত্রবধূর প্রতি নির্ভর করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় প্রদর্শন করেন যে, ইয়োরোপীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে দায়াধিকার সম্বন্ধে নারীজাতির প্রতি অনেক গুণে ন্যায় ও দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক টীকাকারদিগের দোষাবহ মীমাংসার জন্য তাঁহারা সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। কল্য যিনি গৃহের কর্ত্রী ছিলেন, অদ্য স্বামীর মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্র-বধূদিগের অনুগ্রহের পাত্রী; অনেক সময়ে তাচ্ছীল্য ও অনাদরের পাত্রী। তিনি তাহাদিগের অনুজ্ঞাব্যতীত একটি পয়সা কি একখানি বস্ত্রও কাহাকে দান করিতে পারেন না। পুত্রবধূ ও শাশুড়ির মধ্যে বিবাদ হইলে অনেক সময়ে পক্ষপাতী পুত্র, বধূর পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক জননীকে নির্যাতন করে। বহুবিবাহের প্রাবল্যবশতঃ এ দেশে বিধবা বিমাতার সংখ্যা অধিক; সুতরাং অনেক অনাথা পুত্রহীনা বিধবাকে সপত্নী-পুত্রের হস্তে যারপর নাই যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়।

রাজা রামমোহন রায় বিধবাদিগের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া তৎপরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বহুবিবাহের আধিক্যের একটী কারণ। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গ-ভূমিতে সহমরণের সংখ্যা অধিক। কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাল্য-সংস্কার এই আধিক্যের কারণ নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিধবাগণকে কি প্রকার

কষ্ট-ভোগ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগের জীবনের প্রতি মমতা হ্রাস হইয়া যায়; সুতরাং ইহকালের দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরকালে স্বর্গ-সুখ ভোগের আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সম্মতি প্রদান করে। দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থা বহু বিবাহের আধিক্যের কারণ কেন? যদি পুরুষ জানিত যে, তাহার প্রত্যেক বিবাহিত পত্নীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হইবে; তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইত। যতই কেন বিবাহ করি না, কোন স্ত্রীই বিত্তের অংশভাগিনী হইবে না, এমন কি, তাহার ভরণ পোষণের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে না, এরূপ জানিলে লোকের বহু-বিবাহপ্রবৃত্তি প্রবল হইবারই কথা।

জাতিভেদ—'বজ্রসূচি' গ্রন্থপ্রকাশ।

জাতিভেদ-প্রথা যে ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহা রাজা রামমোহন রায় সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে উক্ত প্রথার অসারত্ব বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যবিরচিত বজ্রসূচী নামে এক খানি গ্রন্থ আছে; উহাতে জাতিভেদের অযুক্ততা অখণ্ডনীয় যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় ১৭৪৯ শকে উহার প্রথমনির্ণয় নামক প্রথম অধ্যায়টী অনুবাদ করিয়া মূল এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ করেন।

বিধবাবিবাহ।

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, রাজারামমোহন রায় বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়াছি যে, বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হয়, রামমোহন রায় বন্ধুদিগের নিকটে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তিনি বিলাত গমন করিলে সর্ব্বত্র জনরব হইয়াছিল যে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবেন। এপ্রকার জনরবের কোন মূল থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার সহমরণবিষয়ক পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত স্থানটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তিনি অন্ততঃ উক্ত পুস্তক লিখিবার সময় পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন না। সহমরণবিষয়ক পুস্তকের সে স্থানটি এই ;—"শেষে লেখেন যে তন্ত্রবচনানুসারে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অনুচিত এবং মনুষ্যের গোমাংস ভোজন কর্ত্তব্য, এবং বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উচিত এ সকল বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাজদ্বারে আবেদন করা যায়। উত্তর; ঐ সকল তন্ত্র বচনের যদি বেদ ও মানবাদি স্মৃতির সহিত এক বাক্যতায় মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের বিশ্বাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের মীমাংসাসম্মত হয় এরূপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই একর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা ঐ বচন সকলের অনৈক্য জানেন

সংগ্রহকারের মীমাংসাসিদ্ধ নহে ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মুগ্ধবোধচ্ছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন সে ব্যর্থশ্রম।" *

ইংরেজীশিক্ষা।

ইংরেজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞানপ্রচারদ্বারা ভারতবর্ষের যে অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে, ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? ইহার জন্য ডেভিড হেয়ার, লর্ড মেকলে প্রভৃতির ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। তাঁহার সময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে একটি বিচার চলিতেছিল। একপক্ষের মত এই ছিল যে, এতদ্দেশীয় লোককে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এক পক্ষ হিন্দুদিগের জন্য সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত একটী কালেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই বিচারের সময়ে রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্টকে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে উক্ত বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষায় এদেশীয়লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই; ইংরেজীশিক্ষা ব্যতীত লোকের দৃঢ়নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নির্ম্মূল হইবে না; সুতরাং হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থাও কখন বিদূরিত হইবে

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

না। কুসংস্কারবিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান যারপর নাই আবশ্যক। উক্ত পত্রখানি এরূপ অকাট্য যুক্তি ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ যে, তৎকালীন সুবিজ্ঞ ইংরাজেরা উহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিসপ হিবার উহাকে একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যে সময়ের লোক, তাহা স্মরণ করিলে পত্রখানিকে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য পদার্থ বলিতে হয়। উহা পাঠ করিয়া অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

TO HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE LORD AMHERST GOVERNOR-GENERAL IN COUNCIL.

My Lord

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford

our rulers just grounds of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for improvement.

The establishment of a new Sanskrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must ever be greatful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts made to promote it, should be guided by the most enlightened principles, so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talent and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude, we already offered up thanks to

Providence for inspiring the most generous and enlightened nations of the West with the glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

We find that the government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pandits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since then produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

The Sanskrit language so difficult that almost a lifetime is necessary for its acquisition is well known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanscrit College, for there have been always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the

new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted, by holding out premiums and granting certain allowance to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in England for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed, since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanscrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following ; *khada* signifying to eat, *khadati* he or she or it eats ; query ; whether does *khadati* taken as a whole conveys the meaning he, she or it eats, or are seperate parts of this meaning conveyed by distinction of the words. As if in the English language it were asked, how much meaning is there in the *eat* and how much in the *s*? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly.

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta ;—in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to

the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the vedanta and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear &c.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterised, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanscrit system of education would be the best calculated to

keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments. and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land, actuated by a desire to improve the inhabitants, and therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have the honour &c.
RAM MOHUN ROY.

ইংরেজীপক্ষের জয় ; রামমোহন রায়ের হিন্দুকলেজের কমিটিত্যাগ।

ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে রামমোহন রায় একজন প্রধান ছিলেন। সর্ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, ডেভিড হেয়ার এবং রামমোহন রায় এই তিন জনের যত্নে হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষার পক্ষদল এবং দেশীয়

শিক্ষার পক্ষ দলের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষ অথবা তদধিক কাল তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যশিক্ষা পক্ষেরই জয় হইল। এই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতিদিগের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহু অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হন। রামমোহন রায় উহার প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্বপ্রকাশিত পত্রখানি গভর্ণরজেনারেলকে লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় এই আন্দোলনবশতঃই সংস্কৃত কলেজের বাটীর ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্দুকলেজের নামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ফেব্রুয়ারি মাসে নিখাত হইয়াছিল। সংস্কৃতকলেজ ও হিন্দুকলেজ উভয় বিদ্যালয়ই উক্ত গৃহে স্থাপিত হয়।

"ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষাসাধনার্থ একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন, এবং অত্রত্য রাজপুরুষেরা তদ্দ্বারা একটি সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপন করিতে উদ্যত হন। এই সম্বাদ অবগত হইয়া রামমোহন রায় সে সময়ের শাসন কর্ত্তা লার্ড এমহর্স্ট্‌কে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃত কালেজের পরিবর্ত্তে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন, সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যাপনা প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এদেশীয়চতুষ্পাঠী সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আনুকূল্য-প্রার্থনা লিখিয়া দেন।" *

যে দুই দলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী

---

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ ৩০ পৃঃ দেখ।

শিক্ষার পক্ষ ছিলেন, তাঁহাদেরই জয় হইল। হিন্দুকালেজ সংস্থাপন জন্য যে কমিটী হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার একজন সভ্য ছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করায়, তিনি উক্ত পদ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমি কমিটিতেথাকিলে যদি কালেজের লেশ মাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নহি।"

ডফ্ সাহেবকে সাহায্যদান।

ইংরেজীশিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের যে একান্ত যত্ন ছিল তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তথাচ আমরা আর দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা ডফ্ সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া যারপর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি তদ্বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য তিনি ডফ্ সাহেবকে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ ছাড়িয়া দেন। যত দিন বিদ্যালয়ের নিজের গৃহ না হইয়াছিল, ততদিন উক্ত স্থানেই উহার কার্য্য হইত। নূতননির্ম্মিত নিজ-গৃহে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রামমোহন রায় কমল বসুর

বাটী চল্লিশ টাকা ভাড়ায় স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দেন। তথা হইতে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রামমোহন রায় একখানা বড় টানাপাথার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ডফ্ সাহেবকে বলিলেন, "I leave you that legacy of mine" এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়েয় জন্য প্রথম কয়েক জন ছাত্র তিনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় এক মাস কাল তিনি নিজে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন করিয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রতি দিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এবং খৃষ্টের আদর্শ প্রার্থনাটী (Lord's Prayer) বিশেষ উপযোগী বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি উক্ত প্রার্থনাটিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোন পুস্তক বা ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ উদার ভাবপূর্ণ প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ডফ্ সাহবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন যে, সকল প্রকার শিক্ষা ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষা হইলে তাঁহার মতে কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ উপকারেরই সম্ভাবনা। ডফ্ সাহেবের স্কুল যে দিন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিলে, রামমোহন রায় তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন;—"বাইবেল পড়িলেই খ্রীষ্টিয়ান হয় না, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খৃষ্টীয়ান হই নাই; কোরান পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই।

আবার হরেস্ উইলসন সাহেব হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। বিচার পূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করিবে। কেহ তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টিয়ান করিবে না।" রামমোহন রায়ের কথা শুনিয়া ছাত্রগণ আর আপত্তি করিল না। আমরা শুনিয়াছি যে এই সাহায্যের জন্য ডফ্ সাহেব রামমোহন রায়ের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। ‡

রামোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল।

ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তিনি কেবল অন্যের সাহায্য করিতেন, এরূপ নহে, তাঁহার নিজের একটী ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহার ব্যয়ভার আপনিই সম্পূর্ণরূপে বহন করিতেন। অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকেরা সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ জন ছিল।

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য।

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ই উহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, তাঁহার পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, প্রভৃতি কয়েকজন সুকবি বিরচিত বাঙ্গালা-কাব্য-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু গদ্যসাহিত্য একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ফোর্ট-উইলিয়ম কালেজের জন্য দুই তিন খানি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত

‡ ডফ্ সাহেব বেথুন সভাতে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় কি ইয়োরোপীয় এরূপ আর কাহার নিকট পান নাই।

হইয়াছিল। তাহার ভাষা নিতান্ত কদর্য্য ও দুর্বোধ্য, সুতরাং তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই এবং কেহ তাহার রচনাপ্রণালী অনুকরণ করে নাই। যে বাঙ্গালা গদ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, রামমোহন রায়ই তাহার ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা যারপর নাই প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। কালসহকারে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার লোকের সম্পূর্ণ রুচিসংগত না হইতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা ছিল। তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য যে অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের অধিকাংশই ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয়। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার হইবারই কথা। তথাচ তিনি অন্য বিষয়েও কোন কোন পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ করিব।

ব্রহ্মজ্ঞান ও সহমরণ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার প্রচারিত আর কয়েকখানি পুস্তক ও পত্রিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশক বলেন, "রামমোহন

রায় ইউরোপীয়দিগের বঙ্গভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন; তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে স্কুলবুক সোসাইটী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বোধে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইত। প্রথম মুদ্রণের দিবস ১৮৩৩, এপ্রেল। উক্ত স্কুলবুক সোসাইটীর দ্বারা ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা চতুর্থ বার মুদ্রিত হইয়াছিল; তখনও ইহাতে কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই”।

সংবাদ কৌমুদী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায় সংবাদ কৌমুদী নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে এক্ষণে সে পত্রিকা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন পাদ্‌রী সাহেব বালকদিগের শিক্ষার জন্য ‘বঙ্গীয় পাঠাবলী, নামক একখানি পুস্তক পস্তুত করেন; স্কুলবুক সোসাইটীর দ্বারা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। উহাতে সংবাদ কৌমুদী হইতে কয়েকটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের জন্য বাঙ্গালা পুস্তকে, সংবাদকৌমুদীর কয়েকটী প্রবন্ধ ছিল। বাবু

রাজনারায়ণ বসুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংবাদকৌমুদীর কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। উহাতে এই কয়েকটী প্রবন্ধ আছে। "বিবাদ ভঞ্জন" নামক একটী হিতোপদেশ পূর্ণ গল্প; ইহা ১৮২৩ সালের সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি" "অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি" "মকর মৎসের বিবরণ" "বেলুনের বিবরণ," "মিথ্যাকথন," "বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস," "ইতিহাস"। ইহা ১৮২৪ সালের সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাদরী লং সাহেব ১৮৫২ সালে বাঙ্গালা পুস্তক সকলের এক তালিকা মুদ্রিত করেন; তাহাতে ১৮২০ সংবাদ-কৌমুদীর প্রথম প্রকাশাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় সংবাদ কৌমুদীতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি সকল হিতকর বিষয়ই লিখিতেন; তাঁহার সুপ্রশস্ত চিত্ত কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বিচারেই বদ্ধ ছিল না। সংবাদ কৌমুদীর শিরোদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥

কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত শ্লোকটিপ্রাপ্ত হইয়াছি

ভূগোল ও খগোল।

রাজা রামমোহন রায় একখানি ভূগোল লিখিয়াছিলেন ইংরেজী জিওগ্র্যাফি শব্দের অনুকরণে উহার নাম জ্যাগ্রাফী রাখিয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহজ সহজ সত্য সর্ব্বসাধা

রাণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য একখানি খগোলও লিখিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, উক্ত পুস্তকদ্বয় এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রহ্মসংগীত।

ব্রহ্মসংগীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল কীর্ত্তি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসংগীতের তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার নিজের ও বন্ধুগণের বিরচিত সংগীত গুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উক্ত পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের পরেও অন্যান্য লোকের দ্বারা উহা অনেকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল সংগীত এক্ষণে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে। কি ব্রহ্মোপাসক, কি পৌত্তলিক, রামমোহন রায়ের সংগীত সকলেরই নিকট সমাদৃত, এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও অনিত্যতা বিষয়ে রামমোহন রায়ের সংগীতের তুলনা নাই। "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" প্রভৃতি গীতগুলি ঘোর বিষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিদ্যুতের ন্যায় বৈরাগ্য প্রতিভাত করিয়া দেয়। অসামান্য তর্কশক্তিসম্পন্ন হইয়াও তিনি যে কবিত্ব-শক্তি-বিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। যে সংগীতটীর উল্লেখ করা হইল, তাহাতে মৃত্যুর ছবি কেমন নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত করা হইয়াছে! বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত, অথচ কেমন ভয়ঙ্করী! পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত বাঙ্গালাভাষা

ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে রামমোহন রায়ের গীতের বিষয়ে বলিয়াছেন ;—"তিনি (রামমোহন রায়) অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসংগীত বোধ হয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ইশ্বরানুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধরাগরাগিণীসমন্বিত; অনেক কলাবতেরা সমাদর পূর্ব্বক উহা গাইয়া থাকেন"।

সংগীত রচয়িতাদিগের নাম।

সংগীত পুস্তকের যে সংগীতগুলি রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের বিরচিত তাহার নিম্নে রচয়িতাগণের নামের সঙ্কেত আছে। অনেকেই গীত রচয়িতাদিগের প্রকৃত নাম জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, সেই জন্য আমরা নিম্নে তাঁহাদের সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম লিখিয়া দিলাম।

কৃ, ম,	কৃষ্ণমোহন মজুমদার।
নী, ঘো,	নীলমণি ঘোষ।
নী, হা,	নীলরতন হালদার।
গৌ, স,	গৌরমোহন সরকার।
কা, রা,	কালীনাথ রায়।
নী, মি,	নীমাইচরণ মিত্র।
ভৈ, দ,	ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

নীলমণি ঘোষ।

গীতরচয়িতাদিগের মধ্যে নীলমণি ঘোষের বিষয়ে পাঠক

বর্গকে আমরা একটী গল্প বলিব। গীত রচনা বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। "ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পুত্র। ইঁহাদিগের বাটী প্রথমে কাঁসারিপাড়ায় ছিল, এক্ষণে গড়পার।" যে সময়ে রামমোহন রায়ের উপদেশে নীলমণি ঘোষের চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি তৎকালীন মানসিক ভাবব্যঞ্জক একটী ভক্তিরসপূর্ণ সংগীত রচনা করিয়া এক দিবস রামমোহন রায়কে শুনাইলেন; গীত শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। আমরা উক্ত সংগীতটী নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কে জানে তোমায় তারা,
তুমি সাকারা কি নিরাকারা ?
বাক্যেতে কহিতে নারি,
বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,
নষণ্ড ন পুমান্ নারী,
ব্যোম আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে
কোন মতে নাম লয়ে
হই যেন সারা॥

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার।

শাস্ত্রীয় বিচার ও অন্যান্য বিষয়ে রামমোহন রায়ের প্রায় সমস্ত পুস্তকের সার মর্ম্ম আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি।

আর একখানি পুস্তকের কথা বলিব; ইহার নাম "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার"। উক্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, শূদ্রের পক্ষে সুরাপান শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য নহে। এমন কি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরও বিহিত মদ্যপানের অধিকার আছে; শাস্ত্রানুযায়ী সুরাপান করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। রামমোহন রায় মদ্যপানের পক্ষ সমর্থন কেবল এই ক্ষুদ্র পুস্তকেই করিয়াছেন এমন নহে; পথ্যপ্রদান গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও ঐ প্রকার মত সমর্থিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় সুরাপানের পক্ষ সমর্থন করিতেন, ইহা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন; বিবেচনা করিলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহাপুরুষেরাও ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহেন; ইহাতে কেবল এই সত্যটীই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে একটী কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত। আমরা এক্ষণে সুরাপানের যে প্রকার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাঁহার সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে বিলাতি সভ্যতার আধিপত্য তখন এত দূর বিস্তৃত হয় নাই। সুরাপান তিনি দূষণীয় মনে করিতেন না বটে, কিন্তু অতিরিক্ত পানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যে পরিমাণে সুরাপান করিলে চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা তিনি যার পর নাই নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজে এত অল্প পরিমাণে সুরা পান করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না। কোন প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যতবার একটু একটু করিয়া সুরাপান করি-

তেন, প্রত্যেক বারে এক একটী কপর্দ্দক সম্মুখে রক্ষা করিতেন। কপর্দ্দক রক্ষা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কপর্দ্দক হইলেই আর তিনি কোন ক্রমেই সুরাস্পর্শ করিবেন না। কথিত আছে, এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া আমোদ দেখিবার জন্য কয়েকটী কপর্দ্দক চুরি করিয়াছিলেন, সুতরাং ভ্রমক্রমে তাঁহার পানের পরিমাণ অধিক হইয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় ইহা অনুভব করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, কেহ তাঁহার কপর্দ্দক চুরি করিয়া থাকিবে। কে চুরি করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং "বরং পণ্ডিত শত্রু ভাল, তথাচ মূর্খ বন্ধু ভাল নহে" এই মর্ম্মের সংস্কৃত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। অতিরিক্ত সুরাপানের প্রতি তাঁহার এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, তাঁহার কোন বন্ধু একবার উক্ত দোষে দোষী হইয়াছিলেন বলিয়া ছয় মাস কাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। *

ধর্ম্ম ও রাজনীতি।

সচরাচর লোকে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রহ্মসমাজ-সংস্থাপক ও সতীদাহ নিবারণের প্রধান উদ্যোগী বলিয়া জানেন। কিন্তু বাস্তব কথা এই, প্রায় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার প্রভৃতি কার্য্যেই আপনার সমস্ত চেষ্টা বদ্ধ রাখেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি যারপর নাই উৎসাহ সহকারে

---

* ৭১—৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

নিযুক্ত হইতেন। অনেক ব্যক্তির এই প্রকার সংস্কার আছে যে, যিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত কোন রূপ সংস্রব রাখিতে পারেন না। ধর্ম্মজ্ঞ কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকিবেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। আবার যিনি রাজনীতিজ্ঞ তিনি কেবল রাজনীতির আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকিবেন, ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর মত। ধর্ম্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি সয়তানের? যাহা কিছু সত্য, পবিত্র ও হিতকর তাহাই ঈশ্বরের। মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ। প্রকৃত জ্ঞানবান্ ধর্ম্মজ্ঞের নিকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ব্রহ্মনিষ্ঠ জনক রাজার জাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে রাশি রাশি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহা-দিগের রচিত গ্রন্থের অভাব নাই। তাঁহারা নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা ও তপস্যা করিতেন এরূপ নহে। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি তাঁহাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্র তৎপক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ যে তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন, সমুদায় সংস্কৃত সাহিত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইয়োরোপে রাজনীতি সম্বন্ধে জোজেফ ম্যাট্‌সিনির ন্যায় অসামান্য

শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি এতদূর ঈশ্বর-নিষ্ঠ ছিলেন যে, প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেন না। আমেরিকার থিওডোর পার্কার এবিষয়ের আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মোৎসাহী পিউরিটান্‌গণ, ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া প্রজাসাধারণের ক্ষমতা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সেই পিউরিটান্ গণই আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সভ্যতা ও উন্নতির ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই; সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস এ প্রকার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।

রামমোহন রায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন।

রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। প্রত্যুত: এ উভয়কেই মনুষ্যজীবনের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রামমোহন রায় অসাধারণ উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রে পৌত্তলিক, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের বিচারজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ নিখাত করিয়াছিলেন; সেই রামমোহন রায়ই ভারতবাসিনী অনাথা বিধবাগণকে জ্বলন্ত চিতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই অবলাকুলের মঙ্গলের জন্য বহুবিবাহ ও দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার তেজস্বিনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই ভার-

তের অশেষ অনিষ্টের মূল জাতিভেদ-প্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ হিতকর অন্যান্য রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আবার সেই রামমোহন রায়ই স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ও উন্নতির জন্য প্রাণগত যত্ন করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের ন্যায় তিনি রাজনীতি সম্বন্ধেও অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন। তাঁহার সময়ের প্রায় সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনিই মূল। বাল্যকাল হইতেই রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক ভাব প্রবল ছিল। উপক্রমণিকায় তাঁহার যে পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে বিদেশীয় অধিকারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাবশতঃ ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের অপর পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকল ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাঁহার এ প্রকার বিদ্বেষভাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজশাসন হইতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। সে যাহা হউক তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান কালে এ দেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংবাদপত্র প্রকাশ।

১ম, আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য

ভাষায় দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। এই দুই পত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জ্ঞান, হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। বাঙ্গালা পত্রিকাখানির নাম "সংবাদ-কৌমুদী"। পারস্য পত্রিকা খানির নাম আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

২। যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অশেষ মঙ্গলের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা তজ্জন্য লর্ড মেট্‌কাফের ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। উক্ত স্বাধীনতার হিতকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তিনি এদেশে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। এ সম্বন্ধে একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনারেলের নিকট একখানি সুযুক্তি-পূর্ণ আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। রামমোহন রায় উক্ত আবেদন পত্র রচনা করিয়াছিলেন। * তাঁহার বন্ধু আড্যাম্ সাহেব বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে অনেক উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ইংরেজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন।

৩। সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন চিফ্ জষ্টিস্ সার চার্ল্‌স্

---

* রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে উক্ত আবেদন পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ৪৩১—৪৩৮ পৃঃ দেখ।

গ্রে একটি মোকদ্দমায় প্রচলিত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, "পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া, কোন ব্যক্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারিবেন না।" এই নিষ্পত্তিতে তৎকালীন হিন্দুগণ যারপরনাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকারে প্রকাশ করিলেন। * শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তির উপর কি প্রকার অধিকার, উহাতে তিনি পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত নিষ্পত্তিতে বঙ্গ দেশীয় হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে এবং তৎকালে হিন্দুদিগের সম্পত্তিগত যে সকল সত্ত্ব ছিল, এবং তদনুযায়ী যে সকল নিয়মপত্র হইয়াছিল তাহা বিচলিত হইবে এতদ্ভিন্ন তিনি ইহাও বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, বৃটীশ্ গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে দেশীয় ব্যবস্থা অতিক্রম করিলে দেশবাসীগণের প্রতি যারপর নাই অন্যায় করা হইবে। তিনি এ বিষয়ে তৎকালীন হরকরা পত্রে অনেকগুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় উক্ত প্রবন্ধ এবং প্রেরিত পত্রগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।† তিনি কেবল পুস্তক লিখি

---

* *Essay on the rights of Hindoos over ancestral property according to the Law of Bengal. Calcutta 1830.*

† ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৩৭১—৪২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

য়াই ক্ষান্ত হইলেন না; স্বজাতিগণের নেতৃস্বরূপ হইয়া উক্ত নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন। সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইলেন; প্রিভি কাউন্সিল্ হইতে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তি রহিত হইল।

অসিদ্ধ লাখরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

৪র্থ। পূর্ব্বে অসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া কালেক্টরেরা কোন ভূমি বাজেয়াপ্ত করিলে, তাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দামা উপস্থিত করিয়া স্বত্বাস্বত্বের বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ সালে গবর্ণমেণ্ট একটি আইন প্রচার করেন, তাহাতে এই নিয়ম হয় যে, কয়েক জেলা লইয়া এক এক জন বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত হইবেন; তাঁহার নিকটে কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে; এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার-যোগ্য স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে। যে যে জিলার নিমিত্ত এই কমিসনর নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই জিলায় দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরের বিচারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবামাত্র রাজা রামমোহন রায়, বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার ভূম্যধিকারীদিগকে লইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের

নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন।* কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া বিলাতে আবেদন করা হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কি স্বদেশে, কি ইংলণ্ডবাস কালে, উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কোথাও ক্ষান্ত হন নাই। আড্যাম সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "এই অন্যায় আইন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বঙ্গবাসীর বিরক্তির একটি প্রধান কারণ। রামমোহন রায় যেমন তাঁহার স্বদেশীয়গণকে ভাল বাসিতেন, সেইরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং স্বদেশবাসীগণের হিতের জন্য ও গবর্ণমেণ্টের সুনাম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে উক্ত অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করিতে তিনি কখনও ক্রটী করেন নাই।"

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়া সেখানে স্বদেশবাসীগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। স্বদেশে অবস্থান কালে তিনি যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার যতদূর জানা গিয়াছে এস্থলে কেবল তাহাই বিবৃত হইল।

বৈদেশিক রাজনীতির সহিত গাঢ় সহানুভূতি।

রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গল

---

* রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর সহিত উক্ত আবেদন পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৬৩৯-৬৪৫ পৃঃ দেখ।

চিন্তাতেই বদ্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি ছিল। যত্নপূর্ব্বক ইয়োরোপীয় সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতেন। কোন স্থানে ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্পেন্ দেশে নিয়ম-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য কলিকাতার টাউনহলে নিজব্যয়ে একটি প্রকাশ্যভোজ (Public Dinner) দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আড্যাম সাহেব বলিয়াছেন যে, পর্টুগাল্ দেশে উক্তরূপ নিয়ম-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন; যাহাতে গ্রীকেরা তুরস্কবাসীদিগের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি একান্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। যখন নেপল্‌স্‌বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে স্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত সে সংবাদ শুনিয়া মৃয়মান হইয়া পড়িল। মিঃ বক্‌ল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজের সহিত তাঁহার সে দিন সাক্ষাতের কথা ছিল। তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, নেপল্‌সের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে, সে দিন আর দেখা করিবার সাধ্য নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবেও তিনি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডযাত্রা

কালে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে নেটাল বন্দরে একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উহাকে অভিবাদনপ্রদান করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যে প্রকার সম্পর্ক, তাহাতে স্বভাবতঃই ইংলণ্ডীয় রাজনীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হইত। তিনি ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তত্রত্য রাজনৈতিক দল সকলের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডের আইনানুসারে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হইতে অথবা গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সেই সকল অন্যায় আইন রহিত হওয়ার জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন, এবং যখন উহা বাস্তবিক রহিত হইল, * তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। রোমান্ ক্যাথলিক্‌দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা লাভ, ও ১৮৩০ সালে হুইগ্‌দিগের ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে তিনি যারপর নাই সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আড্যাম্ সাহেব বলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে রিফরম্ (Reform) বিল পাস্ হওয়া সম্বন্ধে কেবল আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এরূপ নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রমও করিয়াছিলেন।

পৈত্রিকসম্পত্তিলাভ ; মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ।

প্রথমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পুত্র ও

* The repeal of the Test and Corporation acts.

পুত্রবধূর সহিত মাতাকর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কণিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের বয়স তখন বিংশতি বৎসর। তিনি উভয় পুত্রকে লইয়াই কলিকাতার বাটীতে বাস করিতেন, মধ্যে মধ্যে রঘুনাথ-পুরে গমন করিতেন। তাঁহার মাতার সহিত অসম্মিলন স্থায়ী হয় নাই। তিনি পুত্রের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং কিছুকাল পরে সমস্ত জমিদারী রামমোহন, জগন্মোহন ও রামলোচনের পুত্র পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করেন। তিনি সেখানে একবর্ষকাল কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিয়া পরলোক-যাত্রা করেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মাতৃবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু হইল। তখন কণিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। কৃষ্ণ-নগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমার মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখ, তবে অতি শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে; আর যদি তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা হন, তবে কোনক্রমে তাঁহার মুখাগ্নি করিও না। অল্পকাল পরেই শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু সংবাদ আসিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায় স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র আর্য্যদর্শন পত্রে লিখি-য়াছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণনগর গমন করিয়া পরলোকগতা সহ-

ধর্ম্মিণীর চিতার উপরে দাম্পত্যপ্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিলাতগমনের সংকল্প।

রাজা রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত গমনের ইচ্ছা করিতেছিলেন ; কিন্তু জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য তিনি যে সকল মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, পাছে সে সকলের কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্য হঠাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপক্রমণিকায় প্রকাশিত পত্রে তিনি স্বয়ং বলিতেছেন ;—"এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়,সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।" ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আসিল, তিনি বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কখন কোন হিন্দু সন্তান অর্ণবযানারোহণে ম্লেচ্ছদেশে যাত্রা করেন নাই। কুসংস্কারান্ধ দেশবাসীগণ অবাক্ হইলেন। ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও আশ্চর্য্য এই সকল ভাব পর্য্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল ; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে এই এক কথা "রামমোহন রায় বিলাত যাইবে" !

তাঁহার বিলাত গমনের কারণ।

তাঁহার বিলাত গমনের কারণ তিনি নিজে এইরূপ বলিতে-ছেন ;—"পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসীগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল্ শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েক বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য আমার প্রতি ভারার্পণ করেন "

রামমোহন রায় ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে বিলাতযাত্রা করি-তেন, কিন্তু অর্থাভাব তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিবার পথে অন্তরায় হইয়াছিল।

'রাজা' উপাধিলাভ।

দিল্লীর বাদশাহের কার্য্য, তাঁহার বিলাত গমনের সুবিধা করিয়া দিল, নতুবা বিলাত গমন তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিত। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন জমিদারীর রাজস্বে বাদসাহের ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া তিনি কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সদিগের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে যাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া-ছিলেন, এবং রাজনিয়ম ও ন্যায়-বিচারে যাহা তাঁহার ন্যায্য

প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহাই দেওয়া হইতেছে। বাদসাহ উক্ত উভয় সভায় অকৃতকার্য্য হইয়া ইংলণ্ডাধিপতির নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এবং রামমোহন রায়কে সনন্দ দ্বারা রাজা উপাধি দিয়া এ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক বিলাতে প্রেরণ করা স্থির করিলেন।

বিলাতগমন সম্বন্ধে দেশবাসীগণ ও আত্মীয়গণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার কথা শুনিয়া দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিল। একজন সদ্বংশ-জাত ব্রাহ্মণসন্তান গোখাদক ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাইতেছে, ইহাতে তাঁহাদের বিরক্তি ও ঘৃণার ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহার পৌত্তলিক আত্মীয় স্বজনেরা যার পর নাই দুঃখিত হইলেন; এই "গর্হিত কার্য্য" হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। "জাতি যাইবে,পৈতৃক সম্পত্তি হারাইতে হইবে" তাঁহাকে এই সকল সাংসারিক ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে রামমোহন রায় স্বদেশবাসীগণের সকল প্রকার অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ প্রকার বাধাবিঘ্ন বীরের ন্যায় অতিক্রম করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন জন্য কুসংকারান্ধ ব্রাহ্মণদিগের অভিশম্পাৎ, ধর্ম্ম সভার প্রবল আক্রমণ, এবং নির্ব্বোধ চিন্তাশূন্য দেশবাসীগণের নিন্দা, বিদ্রুপ, ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায় জ্ঞাতি কুটুম্বের পরামর্শে অনুরোধে বা ক্রন্দনে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনাদর পূর্ব্বক, স্বদেশে

হিতব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিহার করিবার লোক ছিলেন না। যে ষোড়শবৎসর বয়স্ক বালক ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিব্বতযাত্রা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্যক্তি পরিণত বয়সে সকল বিঘ্ন বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সম্পত্তিচ্যুতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত না হইয়া, আত্মীয়স্বজন পরিবারগণের অশ্রুজলে অবিচলিত থাকিয়া জন্ম ভূমির হিতকামনায় অকূল সাগরপারে গমন করিতে উদ্যত হইল। যে দেশবাসীরগণের হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সভ্যতা ও স্বাধীনতা আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, নিউটন ও বেকন্, সেক্সপীয়ার ও মিল্টন, যে দেশের গৌরব সুসভ্য জগতের সম্মুখে চিরদিন উজ্জ্বল রাখিয়াছেন, সেই দেশ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

বিলাতগমনের পূর্ব্বে তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি।

কোন ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তির * নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার বিলাতযাত্রার দিন, তিনি তাঁহার বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক আসিয়াছিল যে, সিঁড়ীতে পর্য্যন্ত লোকের জনতা হইয়াছিল। তিনি বিলাতে যাইবার পূর্ব্বেই

* মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সেখানে তাঁহার যশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তক সকল লণ্ডননগরে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এ দেশের অনেক সুবিজ্ঞ ইংরেজ রামমোহন রায়ের মহৎ কার্য্য ও ক্ষমতার বিষয় ইংলণ্ডবাসীগণের অবগতির জন্য তথায় লিখিয়া পাঠাইতেন। বিলাতগমনের পূর্ব্বে, ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে, রামমোহন রায়ের যশঃ কি প্রকার বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার গ্রন্থে রামমোহন রায় সম্বন্ধে তৎকালীন কোন কোন সুবিজ্ঞ ইংরেজের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কয়েকটী স্থান অনুবাদ করিয়া দিলাম।

তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন ইয়োরোপীয়ের মত।

ব্যাপ্‌টিষ্ট মিসনারী সোসাইটীর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনীতে রামমোহন রায়ের উল্লেখ আছে। "রামমোহন রায় এক জন কলিকাতার ধনবান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। পারস্য ভাষায় ইহার জ্ঞান এত অধিক যে, লোকে ইহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া থাকে। ইনি বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিয়া থাকেন এবং উক্ত ভাষায় গণিত ও মনোবিজ্ঞানের পুস্তক সকল পাঠ করেন। তিনি শ্রীরামপুরে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কেবল একেশ্বরবাদী মাত্র (Theist); যীশু খ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহাদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করেন না।

* * তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা বলেন যে, তিনি বড় দুষ্ট লোক।"

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে একখানি পত্রে ইয়েট্‌স্ সাহেব রামমোহন রায়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"এক বৎসর হইল, আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছি। * * কিছুকাল পরে ইউষ্টেস কেরি সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ করিয়া দিলাম; তাঁহার (রামমোহন রায়ের) সহিত আমাদের অনেক-বার কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। যখন আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তিনি কেবল পরমাণুর অনাদিত্ব, প্রমাণের প্রকৃতি প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়েই কথা কহিতেন। কিন্তু অল্পদিন হইতে অধিকতর বিনীত হইয়াছেন, ও সুসমাচারের বিষয়ে কথা কহিতে অভিলাষী হইয়াছেন। * * তিনি ঈশ্বরের একত্ব সমর্থন করেন, এবং সকল প্রকার পৌত্তলিকতা ঘৃণা করেন। কিছুদিন হইল, তিনি ইউষ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পারিবারিক উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইউষ্টেস্ তাঁহাকে ডাক্তার ওয়াট সাহেবের রচিত ঈশ্বরসংগীত পুস্তক দিলেন; তিনি বলিলেন যে, তিনি উহা তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। * * * একটী স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি ইউষ্টেস্‌কে এক খণ্ড ভূমি দান করিবেন, বলিয়াছেন।"

ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্টীয়-সমাজের (Church of England) ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মিসনারী রেজিষ্টার (Missionary Register) পত্রিকায় রামমোহন রায়ের বিষয়ে অনেক কথা

লিখিত হইয়াছে। একস্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে;—"তিনি এক জন ব্রাহ্মণ; প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়স; তাঁহার সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি; তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অনেক; তিনি চতুর, সতর্ক, কার্য্যতৎপর, এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী; লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার (manners) অত্যন্ত চমৎকার; তিনি অনেক ভাষায় সুপণ্ডিত; তিনি তাঁহার কতক্গুলি স্বদেশীয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং খ্রীষ্টের নামে যাহা কিছু বলা হয়, তাহা শুনিতে তাঁহাকে অভিলাষী বলিয়া বোধ হয়। * * * * * * * * তাঁহার প্রাণসংহার করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনেকগুলি বন্ধুর সহিত ইংলণ্ড গমন করিবেন, এবং তথায় আমাদের দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটীতে অথবা দুইটীতেই কয়েক বৎসর থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন। রামমোহন রায় ইংরেজী শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারেন; * * * * সম্ভবতঃ তিনি ঐশিক শাস্ত্রের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদের একজন পত্র-প্রেরক বলেন যে, তিনি এখনও একজন আত্মনির্ভরকারী একেশ্বরবাদী মাত্র (Deist)।

লণ্ডনের এসেক্স ষ্ট্রীট চ্যাপেলের (Essex Street Chapel) ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড্ টি, বেল্‌স্থাম, মান্দ্রাজের উইলিয়ম্ রবার্টস নামক এক ব্যক্তির পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার ভূমিকাস্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা

আছে। উহার একস্থলে তিনি বলিতেছেন—"এই অসাধারণ ব্যক্তির সাহস, বাক্‌পটুতা, এবং অধ্যবসায়, সকল বাধাকে পরাস্ত করিয়াছে, এবং এরূপ শুনা যায় যে, শত শত হিন্দু, বিশেষতঃ যুবকেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া স্বীকার করেন না।"

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের পূর্ব্বে কেবল ইংলণ্ডেই তাঁহার যশঃ বিস্তৃত হয় নাই; ফরাসী ভাষায় তাঁহার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। মান্থলি রিপাসিটারী পত্রিকার (Monthly Repository) সম্পাদকের নিকট উহার এক খণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল। কলিকাতা টাইম্‌স্ (The Calcutta Times) নামক পত্রিকাসম্পাদক এম, ডি, একষ্টা (M.D.Acosta) সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া উহাতে রামমোহন রায়ের একটী জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল। উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; একস্থলে এইরূপ আছে—"রামমোহন রায় বিবেচনা করিলেন যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক বালকেরাই নূতন বিষয় সহজে গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্য তিনি নিজব্যয়ে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, উহাতে পঞ্চাশৎ জন ছাত্র সংস্কৃত, ইংরেজী ও ভূগোল শিক্ষা করিত"। অপর একস্থলে এইরূপ আছে, "ইয়োরোপীয়েরা যখন আহার করেন, তিনি সেখানে তাঁহাদের সহিত একত্রে বসিতে সঙ্কুচিত হন না; কখন কখন তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদের রুচি অনুসারে তাঁহাদিগকে ভোজন করান। * * যে কুসংস্কার থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক একত্র আহার

করে না, তিনি তাহা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, এ বিষয়ে উন্নতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইহা হইলে অন্যান্য বিষয়েরও উন্নতি হইবে, এমন কি, দেশের রাজনৈতিক উন্নতিও ইহার উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেই জন্য তিনি এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। * * * আরবী ভাষায় তর্কশাস্ত্র পাঠ করাতে তিনি ধর্ম্মবিচারে সুদক্ষ হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আরবীর তর্কশাস্ত্র অন্যান্য তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রূপ তিনি আবার ইহাও বলেন যে, ইয়োরোপীয় গ্রন্থ সকলে এমন কিছুই দেখিতে পান নাই যাহার সহিত হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের তুলনা হইতে পারে। * * * * * এখনও তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স হয় নাই। তিনি দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। তিনি উৎসাহিত হইলে তাঁহার সুগঠিত এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। তাঁহার স্বভাবতঃ একটু বিমর্ষভাব আছে। তাঁহাকে প্রথম দেখিবামাত্রই, তাঁহার কথোপকথন ও ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। * * * ইহা জানা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-সংক্রান্ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন। তাঁহারা কেহই, এমন কি তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত, কলিকাতাতে তাঁহার নিকট আসেন না। * * তিনি তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করার বিষয়েও তাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন; এবং তিনি যেমন পৌত্তলিকতা বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা

করিয়া থাকেন, সেই রূপ তাঁহার কুসংস্কারান্ধ মাতাও তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনবরত উৎসাহের সহিত চেষ্টা পান।”

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ফীটস্‌ ক্লারেন্স তাঁহার ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালের ভারতবর্ষ ও মিসর দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন,—“তিনি (রামমোহন রায়) কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ; উহা বিকৃত হইয়া বহুদেবোপাসনায় পরিণত হইয়াছে। আমি তাঁহার সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলাম। আমি তাঁহার বিদ্যা ও ক্ষমতার প্রশংসা করি। আমাদের ভাষায় তাঁহার অতিশয় বাক্‌পটুতা আছে এবং আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার আরবী ও পারস্য ভাষার জ্ঞান ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি ইয়োরোপের রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। আমার সহিত যখন তাঁহার শেষবার দেখা হইয়াছিল, তিনি স্বাধীন দেশে (Standing army) শান্তির সময়েও সৈন্য রাখিবার বিরুদ্ধে অতি সুন্দররূপে তর্ক করিলেন এবং পার্লেমেণ্ট মহাসভার যে সকল সভ্য উক্ত মতাবলম্বী, তাঁহাদিগের যুক্তি সকল বলিতে লাগিলেন। আমি বিবেচনা করি যে, তিনি অনেক বিষয়ে একজন অত্যন্ত অসাধারণ লোক। প্রথমতঃ তিনি একজন

ধর্ম্মসংস্কারক। ইয়োরোপের মধ্যকালের লোকদিগের অপেক্ষাও কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি নিজে স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। তিনি একজন সদ্বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি কেবল ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক সকলের সহিত সুপরিচিত এরূপ নহে; তিনি আরবী ও ইংরেজীতে অলঙ্কার শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছেন। লক্ এবং বেকনের লেখা, সকল সময়েই আবৃত্তি করিয়া থাকেন। * * * * আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার পরিবারেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার জাতি হারাইয়াছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মসংস্কারকের ন্যায় তিনি এক্ষণে লোকের উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। * * * তিনি অত্যন্ত সুশ্রী * * * ইংলণ্ড দেখিতে ও আমাদের কোন একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা।”

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটীশ্ এণ্ড ফরেন্ ইউনিটেরিয়ান্ আসো-সিয়েসানের (British and Foreign Unitarian Association) সাম্বৎসরিক সভায় আর্ণট সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলেন;—“তাঁহার (রামমোহন রায়ের) উচ্চ ক্ষমতা সকলের বিষয় তাঁহার রচিত গ্রন্থের দ্বারা ইউরোপের লোক জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত পরি-চিত, যাঁহারা তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুখ উপভোগ করি-য়াছেন, তাঁহারাই ঠিক্ বুঝিতে পারেন যে, তিনি কি প্রকার চরিত্রের লোক। যদিও তাঁহার ক্ষমতার জন্য পৃথিবীর সকল অংশের লোক তাঁহার প্রশংসা করিতেছে, তথাচ কেবল ক্ষমতা

নয়, তাঁহার সদ্‌গুণ সকল,—তাঁহার জ্ঞানালোকসম্পন্ন হিতৈষণা-পূর্ণ হৃদয় (স্বাভাবিক শক্তি ও উপার্জ্জিত বিদ্যার ন্যায়) পরোপকারীতাতেও অন্য সকলের অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে।”

রাজারাম ও রামরত্ন।

রামমোহন রায় বিলাত-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে, তাঁহার সহিত পালিত-পুত্র রাজারাম রায় এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায় গমন করিবেন। রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটী দুর্নাম আছে; সুতরাং রাজারামের প্রকৃত বৃত্তান্ত পাঠকবর্গকে অবগত করা আবশ্যক। ডিক্‌ নামে একজন সিভিলিয়ান্‌ সাহেব হরিদ্বারের মেলায় একটী অনাথ ও পরিত্যক্ত বালককে কুড়াইয়া পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সাহেব যখন বিলাত যান রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উক্ত বালকের বিষয়ে তিনি কি করিবেন? রামমোহন রায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বালকের বিষয়ে একদিন বলিয়াছিলেন, “যখন আমি দেখিলাম যে, একজন খ্রীষ্টান ইংরেজ একটী দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এত যত্ন করিতেছেন, তখন আমি দেশের লোক হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে ও তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারি?” ডিক্‌ সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, সুতরাং রামমোহন রায়ের দ্বারা বালকটী প্রতি-

পালিত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করি-তেন। তাহাকে এত ভালবাসিতেন যে, কেহ কেহ মনে করি-তেন যে, অতিরিক্ত আদর দিয়া তিনি তাহার অনিষ্ট করিতে-ছেন। আমরা শুনিয়াছি যে, রাজারাম কোন প্রকার উৎপাত করিলে তিনি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। রাম-মোহন রায় কখন কখন শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আপাদ-মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন; এমন সময়ে কোন কোন দিন রাজারাম আসিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার উপর পড়িত। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তিনি উঠিয়া বসিতেন, এবং কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া "রাজা, রাজা" বলিয়া সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপ্‌ড়াইতেন।

অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সন্তান। রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রতি-পালন করিতেন বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইংলণ্ড-বাস।

জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ।

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর, সোমবার দিবসে রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি মুখোপধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া "আলবিয়ান" নামক সমুদ্র-পোতে আরোহণ করিলেন। যে সময়ে হুগলি হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে লোকে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক কর্ণে বিল্বদল সংলগ্ন করিত, সেই সময়ে একজন বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ঝঞ্ঝা-ঝটিকা-সঙ্কুল অকূল সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড ভূমি দর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ তাঁহার একজন সহযাত্রী ইংরেজ এইরূপ লিখিয়াছেন;—"জাহাজে রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে আহার করিতেন; রন্ধন করিবার স্বতন্ত্র স্থান ছিল না বলিয়া প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল; জাহাজে কেবল একটী সামান্য মৃণ্ময় চুল্লি ছিল। তাঁহার ভৃত্যেরা সমুদ্র-পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল; তাহারা "ক্যাবিনের" মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত; কখন বাহিরে আসিত না। তিনি স্থানাভাববশতঃ অন্য একটি স্থানে কষ্ট করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সদয়হৃদয় ছিলেন যে, তাহাদিগকে

কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তরিত করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বায়ু সেবন করিতেন; এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যাত্রী সকলের আহারের পর মেজ পরিষ্কৃত হইলে তিনি আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশন পূর্ব্বক সকলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। কে তাঁহাকে অধিক যত্ন করিবে, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, জাহাজের খালাসীরা পর্য্যন্ত তাহাদের সাধ্যানুসারে কোন প্রকারে তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইত। ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং সুনীলপ্রসারিত শুভ্র-ফেণ-শোভিত সাগর দর্শন ও তাহার গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।” রামমোহন রায় জাহাজে তাঁহার সঙ্গে একটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন।*

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন রায় যে জাহাজে বিলাত যাইতেছিলেন, তাহা যখন আফ্রিকার দক্ষিণাংশে

* হুগলি কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কার সাহেব বলিতেন যে, যে জাহাজে রামমোহন রায় বিলাত গিয়াছিলেন, তিনি সেই জাহাজে ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, দুগ্ধপানের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী জাহাজে সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন।

নেটাল বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল; সেই সময় তথায় একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়িতেছে শুনিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে উহা দেখিতে গিয়া হঠাৎ পতিত হইয়া তাঁহার একটি পদ ভগ্ন হইয়া যায়। উহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল না। বিলাতে তাঁহাকে খুঁড়িয়া চলিতে হইত। রাধানগরে বাল্যাবস্থা হইতে ইংলণ্ডে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত প্রবল স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রে চিরদিনই লক্ষিত হয়। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তথায় তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ইংলণ্ডে আসিতেছেন শুনিয়া অনেকেই ব্যাকুল ভাবে, প্রত্যাশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

লিভারপুল নগরে পৌঁছান।

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে চারিমাস ২৩ দিনে "অ্যাল্‌বিয়ান্" তাহার গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইল। রামমোহন রায় সেই দিনেই লিভারপুল নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড পৌঁছিবার সংবাদ পাইয়া উইলিয়ম্ র‍্যাথবোন্ সাহেব তাঁহার "গ্রীনব্যাঙ্ক্" নামক ভবনে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া র‍্যাডলিস্ হোটেল নামক এক প্রসিদ্ধ হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একজন ইংলণ্ডবাসী জাহাজের কোন সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায়

আসিয়াছিল। তথায় সে রামমোহন রায়ের যশের কথা শুনি
লোয়ার সারকিউলার রোডে তাঁহার বাটী দেখিতে গিয়াছিল
গৃহস্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু গৃহের সুপ্রশ
প্রাঙ্গন হইতে তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়াই
লইয়া আসিয়াছিল, এবং দেশে পুনরাগমনের পরেও উহা য
পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থার লো
হইলেও রামমোহন রায় তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লা
প্রকাশ করিলেন।

উইলিয়ম রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ।

লিভারপুলে সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম্ রস্কোর সহিত রামমোহ
রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রস্কোর চরিতাখ্যায়ক বলে
"তিনি অল্প বয়সে খৃষ্টের উপদেশ সকল সংগ্রহ করিয়া একখা
পুস্তক করিয়াছিলেন কিন্তু উহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই
রামমোহন রায়ের খৃষ্টের উপদেশ সংগ্রহ (Precepts of Jesus) দর্শ
করিয়া তাঁহার নিজের প্রথম বয়সের কার্য্য স্মরণ হইল। কেব
তাহাই নহে; রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত তিনি যতই অবগ
হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মি
লাগিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, রামমোহন রায় যে
কেবল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন এরূপ
নহে, তিনি তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকলেরও এতদূর উন্নতি সাধন
করিতে পারিয়াছেন যে, সুসভ্য দেশেও অতি অল্প লোকেরই
সে প্রকার ঘটিয়া থাকে।

উইলিয়ম রস্কো একখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণপত্র এবং উপহারস্বরূপ তাঁহার রচিত কতক গুলি পুস্তক ভারতবর্ষে রামমোহন রায়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লিভারপুলনিবাসী টমাস হজসান্ ফ্লেচার সাহেব কলিকাতায় গমন করেন। রাম-মোহন রায়কে দিবার জন্য রস্কো তাঁহারই হস্তে পুস্তক ও পত্র দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে উহা রামমোহন রায়ের হস্তগত হয় নাই। ফ্লেচার সাহেব কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্বেই রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। রস্কো রামমোহন রায়কে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলিতেছেন যে,খৃষ্টের উপ-দেশ সংগ্রহ করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম।

রস্কোর পত্র কলিকাতা পৌছিবার পুর্ব্বেই তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, রামমোহন রায় ইংলণ্ড আসিতেছেন। অল্পদিন পরে আবার শুনিলেন যে, তিনি লিভারপুল নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার মধুর চরিত্র ও সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

রামমোহন রায় যে সময়ে লিভারপুলে পৌঁছিলেন, রস্কো তখন পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে দেখিয়া এদেশীয় প্রণালী অনুসারে "সেলাম" করিয়া বলিলেন যে,"যে ব্যক্তির যশঃ কেবল ইয়োরোপে নয়, সমুদয় পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলাম।" রস্কো উত্তর করিলেন আমি "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি

যে, অদ্যকার দিন পর্য্যন্ত আমি জীবিত আছি।" তাঁহার (রাম-মোহন রায়ের) ইংলণ্ড আগমনের উদ্দেশ্য,ও রিফরম বিল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রস্কোর বাটীতেই রাম-মোহন রায়ের সহিত লিভারপুলের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আলাপ হয়। তাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। লিভারপুলে অবস্থান কালে রামমোহন রায় তত্রত্য উনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে গমন করেন; উপাসক-মণ্ডলী তাঁহাকে যার পর নাই সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। লিভারপুলে রামমোহন রায়ের সহিত সুপ্রসিদ্ধ হৃত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পরজিমের বন্ধুতা হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহন রায় কখন তাঁহার প্রচারিত বিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। জনৈক ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারী লিবারপুলের মেয়রের দূতস্বরূপ হইয়া রামমোহন রায়কে অনুরোধ করিতে আসিয়া-ছিলেন যে, তিনি একবার মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ করিলে মেয়র তাঁহাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন। রামমোহন রায় এ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

লিভারপুলে অবস্থিতিকালে রস্কোসাহেবের সহধর্ম্মিণীর সহিতও রামমোহন রায়ের আলাপ হইয়াছিল। লিভারপুলে যে সকল লোক রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখশ্রী ও ব্যবহারে সৌন্দর্য্য ও শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন।

যে সময়ে রামমোহন রায়ের সহিত রস্কোসাহেবের সাক্ষাৎ

হয়, তখন তাঁহার বয়স অষ্টসপ্ততি বৎসর। রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। সেই বৎসর ৩০শে জুন দিবসে তিনি পরলোক গমন করেন।

লিভারপুলে তিনি অতি অল্পকালই অবস্থিতি করিয়াছিলেন; পার্লেমেণ্ট মহাসভায় রিফরম্ বিল্ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শুনিবার জন্য তিনি শীঘ্রই লণ্ডন যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় রস্কো, লর্ড ব্রুহামকে (Brougham) একখানি পত্র দিলেন। উক্ত পত্রে তিনি রামমোহন রায়ের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তাঁহার ইংলণ্ড আসিবার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় গ্যালারির নীচে আসন দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

লিভারপুল হইতে লণ্ডন।

লিভারপুল হইতে লণ্ডন যাইবার সময়ে রামমোহন রায় রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে ইংলণ্ডের ধন, সভ্যতা, ও ক্ষমতার নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। সুন্দর হর্ম্ম্যনিচয়, পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত-কুটীর-রাজী, চতুর্দ্দিক্-ব্যাপী রেলরোড, অশেষহিতকরী কৃত্রিম নদী ও মনোহর সেতু সকল তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্র-পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। ইংলণ্ড কেন পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান দেশ এবং ভারতবর্ষ কেন দুঃখ ও দরিদ্রতায় মুহ্যমান্, ইহা তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের কল দর্শন।

তিনি লণ্ডন যাইবার পথে ম্যাঞ্চেষ্টার নগর দেখিতে গিয়াছিলেন। তথাকার কল সকল দেখিয়া তিনি যার পর নাই প্রীত ও আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক ও পুরুষ কলে কাজ করিতেছিল, তাহারা "ভারতের রাজা" আসিয়াছে শুনিয়া স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। রামমোহন রায় অত্যন্ত অমায়িকতা সহকারে তাহাদের অনেকের সহিত হস্ত-বিকম্পন করিলেন; এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি আশা করি, তোমরা রিফরম্ বিল সম্বন্ধে রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রীগণের পক্ষ সমর্থন করিবে।" তাহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কথায় সায় দিল।

লণ্ডনে উপস্থিতি।

রামমোহন রায় রাত্রিকালে লণ্ডন নগরে পৌঁছিলেন, এবং নগরের এক অপরিষ্কৃত অংশে, এক কদর্য্য হোটেলে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেখানে পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু যে ঘরে তাঁহাকে শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে এত দুর্গন্ধ আসিতেছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি একখানি গাড়ি হুকুম করিলেন, এবং রাত্রি দশটার সময় আডেল্ফি (Adelphi) হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

জেরিমি বেন্‌থ্যামের সহিত সাক্ষাৎ।

রামমোহন রায় তথায় নিদ্রিত হইলে, প্রায় নিশীথকালে আধুনিক ব্যবস্থা-দর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা জেরেমি বেন্‌থ্যাম তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখা না হওয়াতে তিনি একটু কাগজে "জেরিমি বেন্‌থ্যাম, তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট" এই কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার পরে আলাপ হইলে তিনি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বেন্‌থ্যাম তাঁহার প্রতি এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে "মনুষ্য-জাতির হিতসাধন-ব্রতে তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রিয় সহযোগী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। হোটেলের গোলমালে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে তিনি রিফরম বিল্ বিষয়ে পার্লেমেণ্ট মহাসভার বিচার শুনিতে যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, রিফরম্ বিল্ বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার যার পর নাই আনন্দ হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে উইলিয়ম র‍্যাথ্‌বোন্ সাহেবকে একখানিপত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমি প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, রিফরম বিল্ পাস না হইলে আমি এদেশ পরিত্যাগ করিব। যতদিন পর্য্যন্ত না পার্লেমেণ্টে উক্ত বিষয়ক বিচারের ফল আমি জানিতে পারিয়াছি, ততদিন আমি আপনাকে এবং লিভারপুলবাসী অন্যান্য বন্ধুগণকে পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলাম।" রিফরম্ বিল্ বিধিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনি অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন যে ;—"উহাতে ইংলণ্ড ও তাহার অধীনস্থ দেশ সকলের, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হইবে।"

বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও যশঃবিস্তার।

তাঁহার লণ্ডনে আগমনের সংবাদ পাইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ও সুবিখ্যাত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসা হইবামাত্রই বেলা একাদশ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারে ক্রমাগত গাড়ি আসিতে লাগিল। তাঁহার উদার-প্রকৃতি ও মধুর-ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। একজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

ইংলণ্ডাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ ও রাজসম্মান লাভ।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ে "রাজা" উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডাধিপতি রাজ্যাভিষেক-কালে বিদেশীয় দূতগণের সঙ্গে তাঁহার আস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লণ্ডনের সেতু নির্ম্মিত হইয়া সাধারণে ব্যবহার জন্য উন্মুক্ত হইবার সময়ে যে প্রকাণ্ড ভো হইয়াছিল, ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্র করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার উপা কখন স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি অত্য সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপা সর জে, সি, হব্‌হাউস ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট তাঁহাকে উপস্থি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত বৎসরের ৬ই জুলাই দিব লণ্ডন ট্যাভারণ (London Tavern) নামক ভবনে কোম্পানি নামে তাঁহার সম্মানের জন্য একটি ভোজ দিয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ।

প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। লণ্ডন নগরের বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার ভ্রাতারা বাস করিতেন। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যেন তাঁহারা যথাসাধ্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিদেশীয় ; বিদেশীয় বলিয়া তাঁহার যে সকল কষ্ট ও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা,সেই সকল বিষয়ে যেন তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। যতদূর সম্ভব তিনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিতে চেষ্টা করিতেন। সুতরাং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতারা আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন সাহায্য দান করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। অনেক চেষ্টা করাতে রামমোহন রায় তাঁহাদের বাটীতে থাকিতে সম্মত হইলেন। রামমোহন রায় যখন ফরাসীদেশে গিয়াছিলেন, তখন হেয়ার সাহেবের একজন ভ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্মানার্থ প্রকাশ্যসভা।

ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানগণ লণ্ডননগরে এক প্রকাশ্য সভায় রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মন্থলি রিপজিটরী

নামক পত্রিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উক্ত সভার একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় উক্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গৃহীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়কে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছে যে, উহা তিনি (রামমোহন রায়) সহজে বুঝিতে পারিবেন না। সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ পত্রের সম্পাদক, খ্যাতনামা সর্ জন্ বাউরিং উক্ত সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে তিনি বলিতেছেন;—"যদি প্লেটো বা সক্রেটিস্, মিল্টন বা নিউটন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়াছিলেন।

বাউরিং সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই;—"রামমোহন রায়ের বিলাত আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্য্য তাহা ইয়োরোপবাসীরা বুঝিতে পারেন না। যখন রুস দেশের সম্রাট্ পিটর (Peter the Great) দক্ষিণ ইয়োরোপের সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন,—যখন তিনি তাঁহার রাজসভার সম্মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার্ড্যাম নগরে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার যে মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বড় বড় যুদ্ধ জয়েও হয় নাই; কিন্তু পিটরকে (রাম-মোহন রায়ের ন্যায়) কুসংস্কার পরাভব করিতে হয় নাই,—

কোন বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হয় নাই; পিটর জানিতেন যে, তাঁহার প্রাজাবর্গ তাঁহার কার্য্যে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী;—তিনি জানিতেন যে যখন তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার প্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ জাতির উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হইয়াও যে কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই করে নাই। তিনি সাহস পূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং তজ্জন্য তিনি ভবিষ্যতে উচ্চতম সম্মান লাভ করিবেন।

* * *

আমি যদি আমাদের অদ্যকার সুমহৎ অতিথির (রামমোহন রায়) জীবনের ইতিহাস বলিতে থাকি,—তাঁহার স্বদেশবাসী দিগের দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখ বৃদ্ধির জন্য তিনি যেরূপ প্রভূত পরিমাণে এবং নিয়ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা যদি বলিতে থাকি, তাহা হইলে সময়ে কুলাইবে না। এই মুহূর্ত্তে যে ভারতবর্ষে জীবন্ত বিধবাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য চিতানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছেনা, তাহা কেবল তাঁহারই হস্তক্ষেপ, উপদেশ ও যুক্তি তর্কের জন্য। যিনি এমন উপকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা আমাদের ভাই মনে না করিয়া থাকিতে পারি? তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন কি আমরা উৎসাহধ্বনিতে তাঁহাকে না বলিয়া থাকিতে পারি যে, আমরা কেমন

মনোযোগের সহিত তাঁহার কার্য্যের উন্নতি দেখিতাম? তাঁহার কার্য্যের জন্য আমরা জয়ধ্বনি প্রদান না করিলেও, অন্ততঃ আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কি আমরা থাকিতে পারি? একদিন যে আমরা তাঁহাকে এই ইংলণ্ড ভূমিতে অভ্যর্থনা করিতে পারিব, ইহা আমাদের নিকটে একটী সুখময় স্বপ্নস্বরূপ ছিল। উহা একটি আশা হইলেও অতি ক্ষীণ আশা ছিল। উহা যে কখন বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইবে তাহা বিশ্বাস করিতে আমরা সাহস করি নাই।"

তৎপরে বাউরিং সাহেব বলিলেন যে, রামমোহন রায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই স্মৃতি আমাদের পক্ষে এতদূর আনন্দজনক হইবে, যে অদ্যকার দিন আমাদের ইতিহাসের একটি যুগসৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অদ্য এই ব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার অতীত ও ভাবী কার্য্যের প্রতি আমরা যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলাম, ইহা কখন কেহ ভুলিতে পারিবে না। তিনি যে সকল মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা যদি কোন প্রকারে তাহার সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে।"

বাউরিং সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Harvard University) সভাপতি ডাক্তার কারক্লাণ্ড বলিলেন, "ইহা সকলেই জানেন যে, আমেরিকাবাসীগণ রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি একবার

আমেরিকা গমন করেন, ইহা সেখানকার লোক অত্যন্ত ব্যাকু-লতার সহিত প্রত্যাশা করিতেছেন।”

কারক্লাণ্ড সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতির প্রস্তাবে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি একত্রে দণ্ডায়মান্ হইয়া করতালিধ্বনি-দ্বারা রামমোহন রায়ের সম্মানসূচক প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

তৎপরে রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নাই, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং অধিক কিছু বলিতে তিনি অক্ষম। বাউরিং ও কার-ক্লাণ্ড সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলিলেন ;—আমিও এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি। তিনি বলিলেন আপনারা যে সকল মতে বিশ্বাস করেন, তাহার প্রায় সকল গুলিই আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি।

* *

“আমি আপনাদের জন্য কি করিয়াছি ? আমি কি করি-য়াছি জানি না। যদি কিছু করিয়া থাকি, তাহা নিশ্চয়ই অতি সামান্য।” তৎপরে রামমোহন রায় স্বদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেলেন যে, তথায় “আমাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেরা (যাঁহাদিগের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ) সকলেই আমার কার্য্যের বিরোধী। সেখানে এমন অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও আমাদের কার্য্যের বিরোধী। একেশ্বরবাদমূলক

খ্রীষ্টধর্ম্মই বাইবেলসঙ্গত ধর্ম্ম, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে অনেক খ্রীষ্টিয়ান উক্ত রূপ একেশ্বরবাদের বিরোধী, তাঁহারা খৃষ্টের সরল উপদেশের অপেক্ষা কতকগুলি অবোধ্য মতে অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তিনি ভারতবর্ষে তাঁহার মত প্রচারে অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, রামমোহন রায় তাঁহার বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ে কথা বলিলেন। পরিশেষে নিম্ন লিখিত কথা গুলি বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। "একদিকে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও সহজ জ্ঞান; অপর দিকে ধন, ক্ষমতা ও কুসংস্কার এই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এই শেষ তিন-টির সহিত পূর্ব্বোক্ত তিনটির বিরোধ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই আপনাদের জয় হইবে। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি উহা কখন বিস্মৃত হইব না।"

উক্ত সভায় রেভারেণ্ড ফক্স সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়া-ছিলেন;—"সে দিবস রাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া খৃষ্টের একখানি ছবি দেখিয়াছেন। উহার বর্ণ ইয়োরোপীয় দিগের ন্যায়। চিত্রকর মনে করেন নাই যে, যিশু খ্রীষ্ট ইউরোপীয় ছিলেন না, পূর্ব্বমহাদেশবাসী ছিলেন। রাজার এই সমালোচনা ঠিক্ হইয়াছিল। সেইরূপ, যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টধর্ম্মকে নীরস বুদ্ধিগত ধর্ম্মরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা-রাও উহা প্রকৃত ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাইবেল

শাস্ত্র যেরূপ পূর্ব্ব দেশীয় কল্পনা ও ভাবের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে, এবং কেবল মানবের মন নয়, হৃদয় ও আত্মার ভাব উক্ত শাস্ত্রের মধ্যে যেরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, উক্ত পণ্ডিতেরা সে প্রকারে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। হায়! হৃদয় ও আত্মার ভাবে আমাদের ধর্ম্ম প্রকাশ হউক, এবং সমগ্র মানবজাতি পরমেশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত হউক!

রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডের প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন। এক দিবস আর্নট সাহেবের বাটীতে একটী ভোজে রামমোহন রায়ের সহিত চিরস্মরণীয় সাম্যবাদী রবার্ট ওয়েনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবার্ট ওয়েন ইংলণ্ডে সাম্যবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি তাঁহাকে আপনার মত বুঝাইয়া দিতে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় পূর্ব্ব হইতেই উক্ত বিষয়টি ভালরূপ বুঝিতেন। সুতরাং তিনি ওয়েন সাহেবকে তাঁহার মতের দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। মিস্ কার্পেণ্টর এই বিষয়ে একজন চাক্ষুষদর্শীর যে পত্র তাঁহার প্রণীত রামমোহম রায়ের জীবনচরিত পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রবার্টওয়েন রামমোহন রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের পূর্ব্ব ধীরভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই।

পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান।

জমিদার ও প্রজা।

১৮৩১ এবং ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লেমেণ্ট হইতে একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। এদেশীয় ইয়োরোপীয় বণিক, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকে উক্ত কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ও অনুরুদ্ধ হইয়া কমিটির নিকট গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগ, বিচারবিভাগ, এবং সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সাক্ষ্য হইতে দুই একটী স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Q. What is the condition of the cultivator under the present Zemindary system of Bengal, and Ryotwary system of the Madras Presidency?

A. Under both systems the condition of the cultivators is very miserable; in the one, they are placed at the mercy of the Zemindars' avarice and ambition; in the other, they are subjected to the extortions and intrigues of the surveyors and other Government revenue officers. I deeply compassionate both; with this differrence in regard to the agricultural peasantry of Bengal, that there the landlords have met with indulgence from government in the assessment of their revenue, while no part of this indulgence is extended towards the poor

cultivators. In an abundant season, when the price of corn is low, the sale of their whole crops is required to meet the demands of the landholder, leaving little or nothing for seed or subsistence to the labourer or his family.

Q. Can you propose any plan of improving the state of the cultivators and inhabitants at large?

A. The new system acted upon during the last forty years, having enabled the landholders to ascertain the full measurement of the lands to their own satisfaction, and by successive exactions to raise the rents of the cultivators to the utmost possible extent, the very least I can propose, and the least which government can do for bettering the condition of the peasantry, is absolutely to interdict any further increase of rent on any pretence whatsoever.

সিবিল্‌সর্‌বিস্‌।

সিভিলিয়নদিগকে অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত কিনা, কমিটীর এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছিলেন ;—"এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকদিগের গভীর চিন্তার প্রয়োজন। যদি তরুণবয়স্ক সিভিলিয়নদিগকে তাঁহাদের চরিত্র সুগঠিত না হইতে এবং উপযুক্ত শিক্ষালাভের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়,—সেখানে গিয়া তাঁহারা উচ্চ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন,—ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই সেখানে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাঁহাদের পিতা মাতার

শাসন সেখানে নাই, কোন নিকট আত্মীয় তথায় তাঁহাদিগকে পরামর্শদ্বারা চালাইতে বা দমন করিতে পারেন না। যে সকল লোকের দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকেন, তাহারা অনুগ্রহ লাভের আশায় সর্ব্বদা তাঁহাদের তোষামোদ করে, এবং তাঁহাদিগের অতি সহজে উত্তেজিত প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতার জন্য বহু অর্থপ্রদানে প্রস্তুত; এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অনেক প্রকার ভ্রম ও ত্রুটি হইবার এবং লোকের প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনের সম্ভাবনা। এই সকল অদূরদর্শী যুবকের চিত্তে যে কিছু নীতি ও ধর্ম্মের ভাব থাকে, এরূপ অবস্থায় পড়িলে তাহা শিথিল হইয়া যাইতে পারে। অল্প বয়সে সিবিলিয়নদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইবার পক্ষে এই একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাঁহারা অল্প বয়সে তথায় গমন করিলে দেশীয় ভাষা সকল উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অতি অসার কথা। যে সকল মিসনরিরা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, তাঁহাদের বয়স পঁচিশ হইতে পঁইত্রিশের মধ্যে। তাঁহারা তথায় গিয়া দুই কিম্বা তিন বৎসরের মধ্যে দেশীয় ভাষা এমন উত্তমরূপে শিক্ষা করেন যে, দেশীয় লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশীয় ভাষায় অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন। যখন মিসনরিরা অধিক বয়সে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তখন সিভিলিয়ানেরা পারিবেন না কেন? অল্প বয়সে হউক, বা পরিণত বয়সেই হউক, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিলেই সহজে ভাষা শিক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ দেশীয়

আসেসর, দেশীয় জুরী এবং অন্যান্য উপায়ে সাহায্য পাইলে, এবং পারস্য ভাষার * পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ আদালতে ইংরেজী ভাষা চলিত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকার ন্যায় এত অধিক প্রয়োজন হইবে না। সংক্ষেপতঃ বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সিবিলিয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের নিজের পক্ষে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, এবং জনসাধারণের পক্ষে গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ, অল্পবয়স্ক সিভিলিয়নদিগের অনেক সময় এমন মন্দ অভ্যাস ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যনাশ ও ধনহানি উপস্থিত হয়; অনেক সময় তাঁহারা এরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকেন যে, তাহা হইতে অনেকেই অন্যায় উপায় অবলম্বন ব্যতীত মুক্ত হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি ও জন সাধারণের প্রতি তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য তাহা পালন করার পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যে সকল লোকের নিকটে তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হন তাহারা তাঁহাদের সাহায্যে আপনাদিগের সুখৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ অল্পবয়সে বিবেচনা শক্তির উপযুক্ত বিকাশ হইবার পূর্ব্বে অনুপযুক্ত পাত্রকে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করাতে, এবং অল্প বয়সে ক্ষমতা লাভ করিয়া অবিবেচনার ফল স্বরূপ অনেক মন্দ অভ্যাস হওয়াতে জন সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট সংঘটিত হয়। সেই জন্য কোন

* রামমোহন রায়ের সময়ে আদালতে পারস্যভাষা চলিত ছিল।

চিহ্নিত কর্ম্মচারীকে চব্বিশ বৎসরের নীচে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নয়, অন্যূন ২২ বৎসরের নীচে তাঁহাদিগকে কখনই সিভিলিয়ানরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত নহে। উক্ত বয়সে যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি কোন এক জন ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের অধ্যাপকের (Professor of English Law) নিকট হইতে প্রশংসা পত্র প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করিবেন যে, উক্ত আইন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই বিচার বিভাগে কর্ম্ম পাইবেন। অন্য সিভিলিয়নেরা পাইবেন না। যদিও তাঁহাকে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র (English Law) অনুসারে বিচার কার্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে না, তথাচ উক্ত ব্যবস্থা শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা থাকিলে বুঝা যাইবে যে, আইন শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিচারকের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে এবং এক প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিলে তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে। যেমন প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষা সকল শিক্ষা করিলে, আধুনিক ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষার অন্য প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান লাভ করা সুবিধা হয়। এই বিষয়টী এ প্রয়োজনীয় যে, এই নিয়মটী লঙ্ঘন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগের মধ্যে কেহ ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ সিভিলিয়ানকে বিচারকে আসন কখন প্রদান করিবেন না।

ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি।

রাজা রাজমোহন রায় ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি বিষয়

পার্লেমেণ্টের কমিটীর সমক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যাহাতে এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উচ্চপদ সকল লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, রাজা রামমোহন রায় অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। জজের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ইয়োরোপীয় জজের সঙ্গে একজন দেশীয় বিচারককে একত্রে বিচার করিতে দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয়েরা দেশের ভাষা, আচার ব্যবহার প্রথা অভ্যাস অনুষ্ঠান বিষয়ে অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। এক একজন শিক্ষিত ও ও বুদ্ধিমান্ দেশীয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বিচারকরূপে বসিয়া কার্য্য করিলে, বিচার কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। কালেক্টারের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে প্রকৃত যাহা কার্য্য তাহা দেশীয় কর্ম্মচারীরাই করিয়া থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষ বাসীগণকে কালেক্টারের পদ প্রদান করিলে একদিকে যেমন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন। তাহাতে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব হইবে।

রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশীয়েরা কালেক্টার বা জজের দেওয়ানের পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ করিতে পারিত না। তিনি বিলাতে গিয়া পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে দেশীয়দিগকে গভর্ণমেণ্টের উচ্চতর পদ সকল প্রদান করা একান্ত আবশ্যক।

ইংলণ্ডে পুস্তক প্রকাশ।

রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য রাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে বিচার বিভাগ, রাজস্ববিভাগ ও ভারতবর্ষীয় লোকের সাধারণ অবস্থা বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। *

* ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের খ্রীষ্টিয়ান রিফরমার (Christian Reformer) নামক বিলাতি পত্রিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল;—"The following publications are announced from the pen of Rajah Ram Mohun Roy : "An essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal, with an Appendix, containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance,' and Remarks on East India Affair; comprising the Evidence to the Committee of the House of Commons on the Judicial and Revenue Systems of India, with a Dissertation on its Ancient Boundaries ; also Suggestions for the Future Government of the Country, illustrated by a Map, and farther enriched with Notes.

১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মান্থলি রিপজিটরি (Monthly Repository) পত্রিকায় রামমোহন রায় কর্ত্তৃক রচিত নিম্নলিখিত দুই খানি পুস্তকে সমালোচনা বাহির হয়।

1 "Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems of India. By Rajah Rammohun Roy London : Smith, Elder & Co., 1832.

2 "Translation of several principal books, passages and texts of the Veds, and of some controversial works on Brahminical Theology. By the same. London : Parbury Allen & Co., 1832."

রাজনৈতিকদল সকলে তাঁহার প্রভাব।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার মত সকল অসঙ্কুচিতভাবে সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিলেও, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক দল সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তিনি এক খানি পত্র লেখাতে রক্ষণশীলেরা হাউস অব লর্ডস সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটি আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিতে বিরত হন।

ফরাসি দেশে গমন; রাজার সহিত একত্রে ভোজন; টমাস মুরের রোজ নামচা।

১৮৩২ সালের শরৎকালে তিনি ফরাসী দেশ দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড বাসীগণের ন্যায় ফরাসীরাও তাঁহাকে যার পর নাই সমাদর করিয়াছিলেন। সম্রাট্ লুই ফিলিপ্ অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহন রায়ের অসাধারণ

বিদ্যা বুদ্ধিতে চমৎকৃত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহারপ্রতি সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। তত্রত্য সোসাইটি এসিয়াটিক নামক সভা রামমোহন রায়কে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রায় একদিবস পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে সুপ্রসিদ্ধ সর টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। কবি টমাসমুর তাঁহার রোজনামচায় রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা উহাতে লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা উক্ত রোজনামচা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

6th June 1831. Dined with Macdonald at eight Company. Fazakar Aly. T. Baring, Wilmot Horton, Sir A [Johnstone, Robert Grant, and the Brahman, Ram Mohan Roy, a very remarkable man, speaking English perfectly, and knowing all about Christian institutions even to the detail of Scotch boroughs. Said that most of the Brahmins are Deists, gave an account of a Society at Calcutta formed of persons of all countries, religions, and sects—Hindus, Mussulmans, Protestants Catholics. A sort of service performed at their meetings, from which all such names as marked any particular faith, as Christ, Mahomet, &c. &c. were excluded but the name of God in all languages and forms, whether Jehova, Brahma, or any other such title, retained.

ফরাসী দেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রায় ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ও ইংলণ্ডীয় সমাজ।

১৮৩৩ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজে যার পর নাই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিত এমন চমৎকার ও মধুর ব্যবহার করিতেন যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কথোপকথন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাঁহার সংসর্গে সকলেই আনন্দ লাভ করিত। কুমারী লুসী একিন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চ্যানিংকে যে সকল পত্র * লেখেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রসংশা আছে। ১৮৩১ সালের ২৮শে জুনের একখানি পত্রে তিনি এরূপ বলিতেছেন,—

"All accounts agree in representing him as a person of extraordinary merit. With very great intelligence and ability, he unites a modesty and simplicity which win all hearts. He has a very great command of the language, and seems perfectly well versed in the Political state of Europe, and an ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere."

---

* Memoirs, Miscellanies and Letters, of the late Lucy Ackin. London : Longman.

ইহার সার মর্ম্ম এই ;—সকলেই তাঁহাকে (রামমোহন রায়কে) একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। প্রভূত ক্ষমতা ও বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিনয় ও সারল্য সকলের হৃদয়কে জয় করিতেছে। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁহার অতিশয় দখল আছে, এবং ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বত্র স্বাধীনতা ও উন্নতির একান্ত পক্ষপাতি।

১৮৩১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আর একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন ;—Just now my feelings are more cosmopolite than usual ; I take a personal concern in a *third* quarter of the Globle, since I have seen the excellent Rammohun Roy. ইহার তাৎপর্য্য এই যে রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি আমার মনের ভাব অধিকতর উদার সার্ব্বভৌমিক হইয়াছে। আমি এক্ষণে পৃথিবীর এক তৃতীয় খণ্ডের বিষয়ে (অর্থাৎ এসিয়া খণ্ড) মনোযোগী হইতে পারিতেছি। আর এক স্থলে রাম-মোহন রায়ের বিষয়ে বলিতেছেন ;—

He is indeed a glorious being,—a true sage, as it appears, with the genuine humility of the character, and with more fervour, more sensibility, a more engaging tenderness of heart than any *class* of character can justly claim.

কুমারী একিন্ উক্ত পত্রের আর একস্থলে বলিতেছেন যে রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভাবো-চ্ছাসের সহিত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সম্বন্ধে বলিলেন, "May

God *load* him with blessings. কুমারী একিন্ উক্ত পত্রে বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডীয় রমণিকুলের প্রতি, এবং সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা। কুমারী একিন্ এ পত্রে আরও বলিতেছেন যে যাহাতে ভারতবর্ষে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে তত্রত্য পরিচিত ভদ্র লোক ও ভদ্র মহিলাগণকে কোন কোন ভাল পুস্তক উপহার প্রদান করিতেন। একবার একখানি হিন্দুশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ একটী স্ত্রীলোককে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহাতে বেদ বা উপনিষদের কিয়দংশের অনুবাদ ছিল। একখানি পত্রে তদ্বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;—ইয়োরোপ মহাদেশ দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে, আমি শ্রীমতী ডাব্লিউকে যে বেদের অনুবাদ উপহার দিয়া গিয়াছিলাম তাহা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই মত দৃঢ় হইল যে তাঁহার যেরূপ সুবিবেচনা আছে এবং তিনি যেরূপ জ্ঞানের সহযোগে ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন যুক্তিসিদ্ধ মতকে কোন বিশেষ পুস্তকে নাই বলিয়া কখন অগ্রাহ্য করিবেন না।

রিফর্ম বিল্ (Reform Bill) পাস হইবার সময়ে ইংলণ্ডে বিভিন্ন রাজ নৈতিক দলে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, রাম মোহন রায় একখানি পত্রে তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিতেছেন ;—এই বিরোধ কেবল সংস্কারক ও সংস্কার বিরোধীদিগের মধ্যে নহে, ইহা স্বাধীনতা ও অত্যাচারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপি

বিরোধ; ইহা ন্যায় ও অন্যায় এবং উচিত ও অনুচিতের মধ্যে বিরোধ। কিন্তু ভূতকালের ঐতিহাসিক ঘটনা সকলের বিষয় চিন্তা করিলে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা এবং গোঁড়ারা অন্যায় দৃঢ়তার সহিত বাধা দিলেও ধর্ম্ম ও রাজনীতির উদার মত সকল ক্রমে ক্রমে অথচ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের ব্যবহার অতি সুন্দরও চমৎকার ছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। কোন ব্যক্তির মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়াও তিনি এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহা করিতেন যে, সে ব্যক্তির মনে কোন ব্যথা না লাগে। ইংলণ্ডের কোন ভদ্রলোকের বাটীতে বসিয়া এমন ভাবে মৌলিক পাপ (Original Sin) বিষয়ে একটী কথা বলিলেন যাহাতে বুঝা গেল যে তিনি উক্ত মতে বিশ্বাস করেন না। সেখানে এমন একটী ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন যিনি ইহাতে চমকিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আপনি উক্ত মতে অবশ্য বিশ্বাস করেন? রামমোহন রায় স্ত্রীলোকটীর মুখ পানে তাকাইলেন। স্ত্রীলোকটীর মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সকলই বুঝিয়া লইলেন এবং অতি ধীরভাবে অবনত হইয়া বলিলেন আমি বিশ্বাস করি যে এই মত দ্বারা অনেক সৎলোকের পক্ষে খ্রীষ্টীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধর্ম্ম যে বিনয় তাহার উন্নতি হইয়াছে; আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি যে, আমি এই মতের প্রমাণ কখন প্রাপ্ত হই নাই। সেই স্ত্রী-

লোকটী রামমোহন রায়কে যাহা বলিয়াছিলেন তজ্জন্য পর দিন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার কথায় রামমোহন রায় যেরূপ ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন তিনি কখন কোথাও কোন ভদ্র সমাজে এমন সুন্দর কিছু দেখেন নাই।

লণ্ডনে অবস্থিতি কালে তিনি তাঁহার পালিত পুত্র রাজারামকে শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড ডি ডেভিস্‌ন এম্ এ সাহেবের নিকট সুশিক্ষার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। রাজারামকে কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে পত্র লিখি-তেন। কখন কখন রাজারামকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন করিতেন। ডেভিস্‌ন সাহেবের পরিবারেরা রামমোহন রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এক দিবস উক্ত পরিবারে একটী শিশুর নামকরণ অথবা দীক্ষা উপলক্ষে রামমোহন রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের নামে শিশুটীর নামকরণ করি-লেন। এই ইংরেজ শিশুর নাম 'রামমোহন রায়' হইল। এই শিশুটীকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। রামমোহন রায় ঐ শিশুটীকে দেখিবার জন্য ডেভিসন্ সাহেবের বাটীতে যাইতেন। ডেভিসন্ সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া-ছিলেন ;—"নিশ্চয়ই এমন বিনয়ী মানুষ আর হয় নাই। যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তিনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যদি আমি আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকটে আসিবার সময় এবং আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ইহা হইতে

কেহ অধিক সম্মান প্রদর্শন করিত না। একটী ঘটনায় আমি আশ্চর্য্য হইয়া ছিলাম। এক দিবস তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়া,আমাকে কিম্বা বালকটীকে না দেখিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ঐ শিশুটীকে আমি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। এই ঘটনাটী ব্রিষ্টলে কুমারী কাসেলের বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সেই খানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহা স্থির হইল যে রামমোহন রায় যখন ব্রিষ্টল নগরে গমন করিবেন, তথায় ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ নামক একটী সুন্দর ভবনে কুমারী কিডেল্ এবং কুমারী কাসেলের অতিথীরূপে অবস্থিতি করিবেন। কুমারী কাসেলের অনেক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তখন তিনি নাবালিকা। মিস্ কার্পেণ্টারের পিতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। কুমারী কিডেল্, কাসেলের মাতুলানী এবং তাঁহার অভিভাবিকা। ডাক্তার কার্পেণ্টার এই দুইটী স্ত্রীলোকের সহিত লণ্ডন নগরে রামমোহন রায়ের পরিচয় করিয়া দেন।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় সমাজের সহিত বিশেষরূপে মিশিয়াছিলেন। সকল প্রকার সামাজিক আমোদ প্রমোদেও অবকাশানুসারে যোগ দিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তিনি এক দিবস তাঁহার বন্ধুগণের সহিত আস্‌লিস্ থিয়েটার নামক নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।

ব্রিষ্টলগমনের সংকল্প ও ভারতবর্ষীয় রাজনীতি।

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে বিচার

হইতেছিল। সেই জন্য রামমোহন রায়ের লণ্ডনে অবস্থিতি এবং সর্ব্বদা পার্লেমেণ্ট ভবনে গমন করা একান্ত আবশ্যক ছিল। স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য এই সময়ে তিনি বিবিধ প্রকারে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছিলেন। একজন লেখক বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা পার্লেমেণ্ট ভবনে দেখা যাইত। কুমারী কাসেল্‌কে একখানি পত্রে রামমোহন রায় এইরূপ লিখিতেছেন ;—"অদ্য কমান্‌স্‌ সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি তৃতীয় বার পঠিত হইবে। কমিটীতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক বিতর্কদ্বারা কার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে। কমান্‌স্‌ সভায় এই পাণ্ডুলিপি পাস হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে তাহা আমি শীঘ্র নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। তখন আমি উহার শেষফল শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া লণ্ডন পরিত্যাগ করিব। পর সপ্তাহে আমি ব্রিষ্টল যাত্রা করিব। লণ্ডন হইতে যাইবার পথে আমি বাথ নগরে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার পরিচিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাইব।" এই সময়ে রামমোহন রায় স্বদেশের রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত থাকিতেন। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডের নানা স্থানে পত্র লিখিতেই তাঁহার অনেক সময় যাইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্বর্গারোহণ।

ব্রিষ্টল নগরে আগমন।

১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরের নিকটবর্ত্তী ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ নামক মনোরম ভবনে উপনীত হইলেন। রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতার ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভগিনী * কুমারী হেয়ার তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার লণ্ডনে বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার পিতৃব্যদিগের ভবনে থাকিতেন। রাম-মোহন রায়ের সহিত রামহরি দাস ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নামক তাঁহার দুই জন হিন্দু ভৃত্যও ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পালিত পুত্র রাজারাম তাঁহার পূর্ব্বেই ষ্টেপল্‌টন গ্রোভে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

কুমারী কাসেলের বিষয় আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। শ্রীযুক্ত মাইকেল কাসেল্ ব্রিষ্টল নগরের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়চরিত্র

---

* কুমারী কার্পেণ্টার রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় তাঁহার গ্রন্থে "(The last Days in England of the Raja Rammohun Ray)" লিখিয়াছেন যে, কুমারী হেয়ার কলিকাতার হেয়ার সাহেবের কন্যা। ইহা তাঁহার ভুল হইয়াছে। তিনি হেয়ার সাহেবের সহোদরা। হেয়ার সাহেব চিরকুমার ছিলেন।

বণিক ছিলেন। তিনি ডাক্তার কার্পেণ্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তখন ডাক্তার কার্পেণ্টারের উপরে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান কুমারী কাসেলের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল।

রামমোহন রায় লণ্ডন হইতে ব্রিষ্টলে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। লণ্ডনের গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্য হইতে আসিয়া, ব্রিষ্টলের শান্তভাব তাঁহার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর হইল। "তিনি প্রায় প্রতিদিন ষ্টেপল্টন গ্রোভ ভবনে অথবা ডাক্তার কার্পেণ্টারের ভবনে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার রামমোহন রায়কে যতই দেখিতে লাগিলেন, ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে উপাসনালয়ে ডাক্তার কার্পেণ্টার আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, রাজা রামমোহন রায় তথায় তুই রবিবার উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় রবিবারে ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহযোগী রেভারেণ্ড আর বি স্প্ল্যাণ্ড ডাক্তার কার্পেণ্টারের প্রতিনিধি স্বরূপ উপাসনালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি মাঞ্চেষ্টারের নূতন কলেজের জন্য উপাসকমণ্ডলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহার পরে রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত কোন সময়ে সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহাদ্বারা উক্ত কলেজে কিছু অর্থসাহায্য প্রেরণ করিবেন।

কুমারী কার্পেণ্টার বলেন যে, ব্রিষ্টলের লোক রাজা রামমোহন রায়কে প্রায় আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। কলিকাতায় একটী ইউনিটেরিয়ন্ মতে উপাসনালয় সংস্থাপনের জন্য উক্ত উপাসকমণ্ডলীর নিকটে একবার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কিরূপ মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহা তাঁহাদিগকে অবগত করা হইয়াছিল! সেই জন্য তিনি যে দিন উক্ত 'উপাসনালয়ে আসেন, তাঁহাকে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ন উপাসনালয় ভিন্ন, রামমোহন রায় ব্রিষ্টলের অন্যান্য খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয় সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ ছিল না। লণ্ডনে অবস্থিতি কালে, তিনি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। কেরি সাহেব তাঁহাকে একখানি ওয়াট সাহেবের ধর্ম্মসঙ্গীত পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উপহার পাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি ইহা আমার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিব। বাস্তবিকই তিনি উহা তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন,—"রামমোহন রায় কোন উপাসনালয়ে গমন করিবার পূর্ব্বে ওয়াট সাহেবের রচিত শিশুদিগের জন্য ঈশ্বর

সঙ্গীতগুলি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন।” মহামনা রামমোহন রায় আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে শিশুদিগের জন্য রচিত ঈশ্বরসঙ্গীত পাঠ করিতেন! তাঁহার হৃদয় কেমন সুন্দর ও মধুর ছিল! ওয়াটের রচিত সামাজিক উপাসনাবিষয়ক একটী সঙ্গীতের কিয়দংশ তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। *

সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক রেভারেণ্ড জন ফষ্টর, ষ্টেপলটন গ্রোভ ভবনের পার্শ্ববর্ত্তী একটী বাটীতে বাস করিতেন। তিনি রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন। ফষ্টার সাহেবের জীবন চরিত পুস্তকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। যে কোন কারণে হউক রামমোহন রায়ের প্রতি প্রথমে ফষ্টার সাহেবের ভাল ভাব ছিল না। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখিতেছেন :—তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়) বিরুদ্ধে আমার প্রবল কুসংস্কার ছিল। তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত না। কিন্তু তিনি যখন কুমারী কাসেলের বাটীতে আসিলেন, তখন না গিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সংসর্গে বসিয়া তাঁহার প্রতি আমার কুসংস্কার অর্দ্ধ ঘণ্টাও থাকিতে পারিল না। তিনি অতিশয় আনন্দপ্রদ ও মনোরম ব্যক্তি; তিনি যে বুদ্ধিমান্ ও সুপণ্ডিত, ইহা

---

* সঙ্গীতের সেই অংশটী এই :—

"Lord! how delightful 'tis to see
A whole assembly worship thee:
At once they sing, at once they pray;
They hear of heaven and learn the way."

বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি সরল, বন্ধুভাবাপন্ন এবং অতি সুভব্য। অনেক লোকের সঙ্গে একত্রে আমি তাঁহার সহিত দুই দিবস সায়ংকাল অতিবাহিত করিয়াছি। শেষবারে ভারত-বর্ষীয় দার্শনিকদিগের কয়েকটী মত বিষয়ে এবং হিন্দুদিগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিশেষভাবে আমার কথোপকথন হইয়াছিল।

কুমারী কার্পেণ্টার।

বৃষ্টলে স্বর্গীয় কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মিস্ কার্পেণ্টারের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, রাজা রাম-মোহন রায়ই তাঁহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।

বৃষ্টলের সভায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ।

১১ই সেপ্টেম্বর দিবসে, ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ ভবনে রাজা রাম-মোহন রায়ের সহিত কথোপকথনের জন্য বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন যে, উক্ত দিবসের সভায় ভারতবর্ষের ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং উহার ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে কথা বার্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের কয়েকটি মত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফষ্টার সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান প্রধান সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান থাকিয়া উপস্থিত পণ্ডিতগণের সকল প্রকার সুকঠি

প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়া বঙ্গভূমির এক সামান্য গ্রামবাসীগণ চমৎকৃত হইয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া লোককে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গকে বিচার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভাগীরথীতীরে, পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়াছিল, অদ্য বৃষ্টল নগরে সমবেত মহাপণ্ডিতবর্গ সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু হায়! ইহাই তাঁহার শেষ কার্য্য! তাঁহার সুমহৎ জীবন-নাটকের ইহাই শেষ অঙ্ক! কি বলিতেছি! যে আত্মা অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের অধিকারী,—অনন্তকাল যে আত্মার পরমায়ু, তাহার কার্য্যের কি শেষ আছে?

ডাক্তার কার্পেণ্টার বলিতেছেন;—পর দিন প্রাতঃকালে (১৭ ই সেপ্টেম্বর) আমার সহিত তাঁহার ইহজীবনের শেষ দেখা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে আহার করিতে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমি অনুভব করিলাম যে, পূর্ব্বদিনের পরিশ্রম ও উৎসাহে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি ব্যগ্র ভাবে ইচ্ছা করিলাম যে, তিনি সে দিন বিশ্রাম করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় যে নিকট-বর্ত্তী, তাহা তাঁহার নিজের অন্তঃকরণ ভিন্ন অন্য কেহ তখন মনে করিতে পারিত না। তথাচ মানসিক শক্তিহানির কোন চিহ্ন

তখন প্রকাশ পায় নাই। সেই দিবস সায়াহ্নকালে তিনি তাঁহার বন্ধুগণের সহিত এবং এস্‌লিন্‌ সাহেবের বুদ্ধিমতী মাতার সহিত ষ্টেপলটন্‌ গ্রোভ ভবনে কয়েক ঘণ্টা কথোপকথন করিয়াছিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাজা জ্বরাক্রান্ত হইলেন; ক্রমেই জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্রমে বিকারে পরিণত হইল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিলেন; প্রাতঃ স্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভগিনী কুমারী হেয়ার দিবারাত্র রাজার সেবা করিলেন; কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ সালের ২৭এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির দুই ঘটিকা ২৫মিনিটের সময় প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল!—ভারতের দুঃখ-রজনীর প্রভাত-তারা আর কোন্‌ অদৃশ্য, অলক্ষ্য দেশে গিয়া উদয় হইল! ইংলণ্ড কাঁদিল! ভারত কাঁদিল! হা ঈশ্বর! তোমার কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কে বুঝিবে?

চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি।

কুমারী কার্পেণ্টার, রামমোহন রায়ের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত এস্‌লিন্‌ সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে রামমোহন রায়ের পীড়া ও মৃত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দিলাম।

ব্রিষ্টল, সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ ভবনে আমি রামমোহন রায়কে দেখিতে গেলাম। তাঁহার সহিত

অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইল; তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের জীবনে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন। তাঁহার বিবেচনায় খ্রীষ্টধর্ম্মের আন্তরিক প্রমাণ, (Internal evidence) নূতন বাইবেলের ঐতিহাসিক প্রমাণ অপেক্ষা প্রবলতর। হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে অনুবাদিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, অধ্যাপক লি বলেন যে তিনি (রামমোহন রায়) খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ঐশিক উৎপত্তি অস্বীকার করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু খ্রীষ্টের জীবনে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন নাই।

বুধবার ১১ই সেপ্টেম্বর। ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত ষ্টেপল্টন ভবনে আহার করিতে গমন করিলাম। সেখানে ডাক্তার জেরার্ড এবং সিমন্স্ এবং শ্রীযুক্ত ফস্টার, ক্রুস, ওয়ার্সলি, স্প্ল্যাণ্ড ইত্যাদি ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। যে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রণালীদ্বারা রাজা তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মীমাংসা সকলে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাহার বিবরণ আমাদিগকে বলিলেন।

* * *

১২ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আমি এখানে নিদ্রা গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালীন আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। আমি রামমোহন রায়কে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কাফ্রিদিগের কিছু বিবরণ বলিলাম। উক্ত জাতি

সম্বন্ধীয় জ্ঞান তিনি খ্রীষ্টিয়ান মিসনারিদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন; সুতরাং আমার বিবরণ শুনিবার জন্য তাঁহার চিত্ত প্রস্তুত ছিল না। কুমারী কিডেল্, কুমারী কাসেল্, রাজা ও আমি তাঁহাদের গাড়ীতে ব্রিষ্টল নগরে আসিলাম। আমার মধুমক্ষিকা সকল দেখিবার জন্য রাজা ৪৭ নং পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে নামিলেন। মধুমক্ষিকা সকল দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। দুইটার সময় রোগী সকলকে দেখিলাম। চারিটার সময় ফ্রেঞ্চে গেলাম। সেখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাজা, কুমারী কিডেল, কুমারী কাসেল্, ডাক্তার জেরার্ড, ডবলিননিবাসী কারী সাহেব, শ্রীযুক্ত ক্রুস সাহেব, জে কোট্স্ সাহেব ইত্যাদি সকলে তথায় ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইল। রিফরম্ বিল পাস্ হইবার সময় হুইগদল যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছিলেন, রামমোহন রায় তাহা আক্রমণ করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। আমি ষ্টেপল্টন গ্রোভ ভবনে গমন করিলাম। সেখানে ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত দেখা হইল। রাজার সহিত আনন্দপ্রদ কথাবার্ত্তা হইল এবং সেই খানেই আহার করিলাম।

১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। কুমারী কিডেলের গাড়ীতে রাজা যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে ও মেরিকে সেই গাড়িতে উপাসনালয়ে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে ডাক্তার প্রিচার্ডের "Physical History of Man" নামক পুস্তক প্রদান

করিলাম। আমি উহা রামমোহন রায়ের পাঠের জন্য ডাক্তা-রের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলাম।

৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। রামমোহন রায়কে দেখিবার উদ্দেশ্যে আমার মাতা অদ্য সায়াহ্নে দুই এক দিনের জন্য ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ্ ভবনে গমন করিলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আমি আমার মাতাকে দেখিবার জন্য ষ্টেপল্‌টন্ ভবনে অশ্বারোহণে গমন করিলাম ইত্যাদি। দেখিলাম রাজার জ্বর হইয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, আমি তাঁহার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। * * আট ঘটিকার সময় রাজার গাড়ী আমাকে লইতে আসিল। আমি দেখিলাম তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছেন, কিন্তু এখনও অল্প জ্বর আছে। শ্রীযুক্ত জন্ হেয়ার এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিলেন। ইঁহারা রামমোহন রায়ের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। আমি তথায় নিদ্রা গেলাম।

২০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল নাই। রাজার গাড়িতে, ২টার সময়, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পুনর্ব্বার তথায় আহার করিতে গেলাম। রাজার শিরঃ-পীড়া হইতেছিল, কিন্তু ঔষধের গুণে তাহা নিবারণ হইল। সায়ংকালে তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত খোলা ছিল। একাদশ ঘটিকার সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ ভাগ সকল অতিশয় শীতল হইয়াছে এবং তাঁহার নাড়ী

১৩০ একশত ত্রিশ এবং দুর্ব্বল; ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে-ছিল। গরম জল প্রভৃতি, কিঞ্চিৎ সুরা এবং বাহ্যিক উত্তাপে উপকার হইল। কিন্তু তাঁহার অস্থিরতা অত্যন্ত অধিক। একবার শয্যায়, একবার মাটির উপর একটী সোফায় (Sofa) পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি অদ্য তাঁহাকে বলিলাম যে, তিনি কুমারী হেয়ারকে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতে দেন। তিনি বলিলেন, উহা অন্যায় হইবে। আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিলাম, এদেশের প্রথা অনুসারে উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কার্য্য। তিনি তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। কুমারী হেয়ার শয্যায় গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে উঠাইয়া রাজার নিকটে থাকিতে বলিলাম। আমি তাঁহার যেরূপ সেবা করিতেছিলাম, তাহাতে রাজা আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। অদ্য রাত্রে আমি তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার মাকে বলিলাম, যদি কল্য রাজা ইহা অপেক্ষা ভাল না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করিব যে, প্রিচার্ড সাহেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখেন।

২১ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে বসিয়াছিলেন। রাত্রে তিনি কেমন ছিলেন, আমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছিলেন। আমি সকালে তাঁহাকে দেখিলাম; তাঁহার নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষ ভাল আছেন। জিহ্বার অবস্থা ভাল নহে। কুমারী কিডেল প্রস্তাব করিলেন যে, ডাক্তার প্রিচার্ডকে আনাইয়া দেখান হউক। ইহাতে আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। ব্রিষ্টল

গমন করিলাম। দুইটার সময় কয়েক জন রোগীকে দেখিলাম এবং ষ্টেপল্টন্ ভবনে পাঁচটার সময় আহার করিবার জন্য প্রিচার্ডের সহিত তথায় গমন করিলাম। যতক্ষণ না প্রিচার্ড বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রিচার্ডের আগমনের কথা আমি রাজাকে বলি নাই। রাজা (প্রিচার্ড আসাতে) সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রিচার্ডের মুখশ্রীতে কিরূপ বুদ্ধি প্রকাশ পায়, রাজা তাহা আমাকে পরে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রিচার্ডকে আনয়ন করার অতিশয় অনুমোদন করিলেন। আমি একাদশ ঘটিকার সময় শয্যায় গমন করিলাম। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে পুনর্ব্বার বসিয়া রহিলেন।

২২ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার। অতি প্রত্যূষ পর্য্যন্ত রাজা অতিশয় অস্থির ছিলেন। প্রত্যূষে নিদ্রা গিয়াছিলেন; চক্ষু অতিশয় ঘোলা। সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় প্রিচার্ড আসিলেন। আমি তাঁহার সহিত ভিতরে গেলাম। হেয়ার সাহেবও বাহিরে আসিলেন। সায়ংকালে রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিলেন * * রাজা বলিলেন যখন প্রিচার্ড, হেয়ার এবং আমি তাঁহার নিকটে রহিয়াছি, তখন যদি তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তথাচ তাঁহার এই সন্তোষ থাকিবে যে ব্রিষ্টল নগরে চিকিৎসা সম্বন্ধে যতদূর সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা তাঁহার পক্ষে ঘটিয়াছে। মেরি এবং আমার মাতা কুমারী কাসেলের গাড়িতে উপাসনালয়ে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কুমারী হেয়ার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রান্তি বিরহিত হইয়া রাজার সেবা করিতে-

ছেন। রাজার উপরে তাঁহার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক; আমার অপেক্ষা তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে ঔষধ খাওয়াইতে পারেন, রাজা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করেন। তিনিও রাজাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার আমি পাঁচটার একটু পূর্ব্বে উঠিলাম। রাজা রাত্রে বড় অস্থির ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন বড় যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন। অন্য লোক যে নিকটে আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহাকে সচেতন করা হইত, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আত্ম সংযম থাকিত। কিরূপ ঘটিবে সে বিষয়ে আমার অধিকতর ভয় হইয়াছিল; তথাচ তাঁহার আরোগ্য বা মৃত্যু উভয়ই সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে কুমারী হেয়ার বলিলেন যে অন্য চিকিৎসক আনাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আমি ও সেরূপ অনুরোধ করিলাম। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার নিজের বিবেচনায় আবশ্যক না হইলেও এরূপ একজন খ্যাতনামা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য আরও চিকিৎসক আনাইবার পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের পরামর্শে ডাক্তার ক্যারিককে আনয়ন করা হইল। তিনি সায়ংকালে প্রিচার্ডের সহিত আসিলেন। শারীরিক যন্ত্র সকলের মধ্যে মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। মস্তকে জোঁক বসান হইল। অদ্য রাত্রে রাজা কিছু ভাল ছিলেন। আমি তাঁহার সেবা করিতে ছিলাম বলিয়া

তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন; অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বদা আমার হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে গরম জলের দ্বারা তাঁহার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়াছিলাম। বোধ হইল রাত্রে কিছু ভাল ছিলেন।

২৪ শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। হেয়ার সাহেব ও কুমারী হেয়ার এবং বালক রাজারাম রাজার নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ১১টার সময় চলিয়া গিয়াছিলাম। পাঁচ টার সময় পুনর্ব্বার রোগীর নিকটে ফিরিয়া আসিলাম। গত রাত্রি অপেক্ষা রাজার নাড়ী কিছু ভাল। গড়ের উপর তিনি তদপেক্ষা মন্দ নাই। ক্যারিক এবং প্রিচার্ড দুই প্রহরের সময় আসিলেন। দিবাভাগে অধিকতর স্থির ছিলেন। এবং অধিকতর শান্ত ভাবে নিদ্রা গিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু খোলা ছিল। সায়ংকালে ও রাত্রে অবস্থা মন্দ থাকে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। গত রাত্রে অধিকাংশ সময় হেয়ার সাহেব তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। রাত্রি তিনটা এবং চারিটার মধ্যে তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে কখন কখন রাজার নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং দ্রুত হইয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার অতিশয় উদ্বেগ হইয়াছিল। রাত্রে রাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; অধিকাংশ সময় চক্ষু খোলা ছিল। ডাক্তার ক্যারিক ১১টার সময় আসিলেন। প্রিচার্ডের আসিবার পূর্ব্বেই কুমারী হেয়ার আমাদিগকে রোগীর ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম, রোগীর ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে ও মুখ বাঁকিয়া

যাইতেছে। এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে এইরূপ চলিল। আমরা যে ঘরে আসিয়াছি, বোধ হইল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। যদিও প্রাতঃকালে যখন আমি তাঁহার নিকটে গমন করিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া মৃদুহাস্য করিলেন এবং সস্নেহে আমার হস্তমর্দ্দন করিলেন। আমরা তাঁহার চুল কাটিয়া মাথায় শীতল জল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। ধনুষ্টঙ্কার থামিয়া গেলে বোধ হইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। চক্ষু এখনও খোলা। চক্ষুর পুত্তলিকা ছোট হইয়া গিয়াছে; বোধ হইল বাম বাহু এবং পদ অবশ হইয়া গিয়াছে। আমরা স্থির করিলাম সায়ংকালে ডাক্তার বার্ণাডকে ডাকিতে হইবে। আমি সমস্ত দিন এখানে থাকিলাম। কি ঘটিবে তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় ভয় হইতে ছিল। অপরাহ্নে তাঁহার শরীর অধিকতর গরম হইল এবং নাড়ী আর একটু প্রবল হইল কিন্তু সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় আবার ধনুষ্টঙ্কার হইতে লাগিল। অনেক ঘণ্টা ধরিয়া, অনেক কষ্টে কিছু খাদ্য তাঁহার গলাধঃকরণ হইয়াছিল। সুতরাং, তাঁহার পুষ্টির জন্য আরও কিছু খাইতে দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রাতঃকালে যখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে ধন্যবাদ করিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার প্রায়ই কিছু জ্ঞান ছিল না। ডাক্তার বার্ণার্ড আসিতে পারিলেন না। প্রিচার্ড এবং ক্যারিক রাজাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দুই প্রহরের পূর্ব্বে কেহ শয্যায় গমন করিল না। কুমারী কিডেল্ অনেক সময় রাজার নিকটে ছিলেন। কুমারী কাসেল্ মধ্যে মধ্যে

ছিলেন। কুমারী হেয়ার এবং শ্রীযুক্ত জন্ হেয়ার ও রাজারাম প্রায়ই রোগীর ঘরের বাহিরে আসেন নাই। আমার মাতা মধ্যে মধ্যে রোগীর নিকটে গিয়া ছিলেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। প্রতিমুহূর্ত্তে রাজার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার নিশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র অথচ বাধা প্রাপ্ত হইয়া চলিতে লাগিল। তাঁহার নাড়ী অনুভব করা যায় না। তাঁহার দক্ষিণবাহু তিনি ক্রমাগত নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার বাম বাহু নাড়িয়া ছিলেন। অদ্য চন্দ্রালোক পূর্ণ সুন্দর রাত্রি। কুমারী হেয়ার, কুমারী কিডেল্ এবং আমি জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম নিশীথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যদৃশ্য। এক দিকে এই, অপর দিকে এই অসাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে। এই মুহূর্ত্তের কথা আমি কখনই ভুলিব না। কুমারী হেয়ার এক্ষণে হতাশ ও অভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার যখন আশা ছিল, তখন যেমন তিনি তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বা কিছু আহার দিবার জন্য তাঁহার শরীরের দিকে অবনত হইয়া পড়িতেন, এখন সেরূপ করিতে তাঁহার আর সাহস হয় না। নিকটবর্ত্তী একখানি কেদেরার উপরে বসিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বালক রাজারাম রাজার হাত ধরিয়া ছিলেন। গত কল্য প্রাতঃকালের পূর্ব্বে রাজারাম কিছু বুঝিতে পারিয়া ছিলেন কি না, সন্দেহ। রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনস্রোত শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইতে-ছিল, এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সকলের পক্ষে, অভিনিবিষ্টচিত্তে

তাঁহার শেষ নিশ্বাস দর্শন করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য ছিল না, আমি কুমারী কিডেলের সন্তোষার্থে আমি আমার পোসাক না ছাড়িয়াই শয্যায় শয়ন করিলাম। রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিঘটিকার সময় হেয়ার সাহেব আমার ঘরে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে! রামরত্ন রাজার চিবুক ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার, বালক রাজারাম, কুমারী কিডেল্, শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব, আমার মাতা, কুমারী কাসেল্, রামহরি এবং একজন কিম্বা দুইজন ভৃত্য সেখানে ছিল। রাত্রি দুইটা বাজিয়া ২৫ মিনিট হইলে, রাজা রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাস পতিত হইয়াছিল। রাজার অন্তিম সময়ে হেয়ার সাহেব ইচ্ছা করিলেন যে ব্রাহ্মণ রামরত্ন সেই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন। রামরত্ন হিন্দুস্থানী ভাষায় কিছু প্রার্থনা করিলেন।* স্ত্রীলোকেরা গৃহ হইতে চলিয়া গেলে পর আমরা রাজার দেহ মাদুরের উপরে সোজা করিয়া শয়ান করিলাম। তাঁহার হিন্দু ভৃত্যদিগের সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। প্রায় ৩৷৽ টা কিম্বা ৪টার সময় আমরা সকলেই সে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। পার্শ্বের ঘরে কয়েক জন ভৃত্য বসিয়া রহিল। আমি শয্যায় গমন করিলাম; কিন্তু রাত্রের ঘটনায় এত কষ্ট হইয়াছিল যে ভাল ঘুম হইল না। * * কুমারী হেয়ার শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন।

---

* রামরতন হিন্দুস্থানি ভাষায় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন ইহা সম্ভব নহে তিনি সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ অথবা বাঙ্গালায় প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন।

প্ঃ নামক ভাস্কর (মারবেল প্রস্তরের মিস্ত্রী) একজন ইতালী-দেশবাসীর সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার মস্তক ও মুখের একটী প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব এবং আমি ব্রিষ্টল নগরে গেলাম। রাজার দেহ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম। ডাক্তার কার্পেণ্টার আমাদিগের নিকট প্রাতঃকালে আসিলেন। * আমরা অদ্য সকলেই মৃতদেহের নিকটে বসিয়া ছিলাম। দেহটী সুন্দর ও গম্ভীর দেখাইতে ছিল। এই ঘটনায় আমরা সকলেই অভিভূত হইয়াছিলাম।

রাজা তাঁহার পীড়ার সময়ে তাঁহার চতুঃস্পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা এবং তাঁহার চিকিৎসকদিগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময়ে তিনি প্রায়ই কথা কহিতেন না। দেখা যাইত যে তিনি সর্ব্বদাই উপাসনায় নিযুক্ত। তিনি রাজারামকে এবং তাঁহার চতুঃস্পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তিনি রক্ষা পাইবেন না।

শনিবার দিবসে তাঁহার দেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় জানা গেল যে মস্তিষ্কের প্রদাহ হইয়াছিল। উহাতে কিছু জলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইল এবং উহা পূযের দ্বারায় আবৃত ছিল। মস্তিষ্ক মস্তকের খুলির সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল; সম্ভবতঃ উহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রোগের ফল। বক্ষস্থল এবং উদরের যন্ত্র সকল

---

* ডাক্তার কার্পেণ্টার পীড়িত ছিলেন বলিয়া রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই।

সুস্থাবস্থায় ছিল। জ্বর হইয়াছিল এবং তজ্জন্য জীবনীশক্তির অত্যন্ত ক্ষীণতা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ হইয়াছিল। কিন্তু সচরাচর উহার যে পরিমাণে বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে বর্ত্তমান স্থলে সে প্রকার হয় নাই।

তাঁহার সমাধি ও সমাধি মন্দির।

পাছে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হন সেই জন্য রাজা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ইয়োরোপীয় বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, খৃষ্টীয়ানদিগের সমাধিস্থানে, খৃষ্টীয়ানদিগের মতানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে সমাহিত করা না হয়; কোন স্বতন্ত্র স্থানে তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হয়। বাস্তবিক তিনি আইন অনুসারে তাঁহার জাতি রক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার মৃতশরীরে যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার এই অনুজ্ঞানুসারে ষ্টেপলটন গ্রোভের নিকটবর্ত্তী একটি নির্জন বৃক্ষবাটিকায় নিঃশব্দে তাঁহাকে সমাহিত করা হইল। রামরত্ন ও রামহরি চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত গমন করিয়া উক্ত স্থান হইতে আরনোস্ ভেল (Arno's Vale) নামক স্থানে শব অন্তরিত করিয়া তাহার উপরে একটি সুন্দর সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা।

শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল।

রাজা রামমোহন রায়ের শরীর বিদ্যা বুদ্ধি হৃদয় ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিক বীরত্ব সকলই অসাধারণ ছিল। তাঁহার শরীর ৬য় ফুট অর্থাৎ প্রায় চারি হস্ত দীর্ঘ, সুশ্রী ও সুগঠিত ছিল। তিনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। শারীরিক গঠনের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যেরা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা 'আজানু লম্বিত বাহু' প্রভৃতি চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অধুনাতন কালে জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ফিজিয়নমি ও ফ্রেনলজি নামক বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা মানব দেহের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। পরলোকগত স্পারজিম্ সাহেব ফ্রেনলজি (হৃত্তত্ত্ব বিদ্যা) বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পাঠক বর্গ অবগত হইয়াছেন যে ইংলণ্ডে তাঁহার সহিত রামমোহন রায়ের বন্ধুতা হইয়াছিল। তিনি রামমোহন রায়ের মস্তকের গঠন দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ

ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। মস্তত্ত্ব বিদ্যানুসারে রাম-মোহন রায়ের মস্তক অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক বলিয়া বিলাতের মস্তত্ত্ব বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ উহার একটী নকল (Cast) প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক, সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বৃহৎ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক তাঁহার পাগ্‌ড়িটী বিগত প্রায় ষাট্‌ বৎসর যারপরনাই যত্নের সহিত আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি পাগড়িটী এদেশে আনিত হইয়াছে। * ঐ পাগড়িটী এত বড় যে যাঁহা-দের মস্তক সভাবতঃ বড়, তাঁহাদের মস্তকেও উহা বড় হয়। রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য ও অসাধারণত্ব প্রকাশ করিত। কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, ইংলণ্ডের লোক তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার চেহারার অতিশয় প্রসংশা করিতেন।

রামমোহন রায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। এত আহার করিতে পারিতেন যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে একটী সমগ্র ছাগ মাংস একাকী ভোজন করিতে পারিতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের দুগ্ধ পান করিতেন। † পরলোকগত ভরতশিরো-মণি মহাশয় বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে রামমোহন রায়ের নিকট

---

* শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহা বিলাত হইতে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

† স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহা শুনিয়া ছিলাম।

গমন করিতেন। আমাদিগের কোন বন্ধুর * নিকট তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, একদিন অপরাহ্নে তথায় উপস্থিত হইলে রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিলেন,—দেবতা! অদ্য গোটা পঞ্চাশ আম্র জলযোগ করা গেল।

থানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলনিবাসী গুরুদাস বসু নামক এক ব্যক্তি হুগলিতে মোক্তারি করিতেন। রামমোহন রায় একবার হুগলী গমন করিয়া গুরুদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় একটী নারিকেল বৃক্ষে সুন্দর নারিকেল হইয়া রহিয়াছে। গুরুদাসের নিকট ফল ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গুরুদাস একটী ডাব কাটিয়া আনিয়া দিলেন। রামমোহন রায় বলিলেন "ও গুরুদাস! উহাতে আমার কি হইবে? ঐ কাঁধিসুদ্ধ নারিকেল পাড়িয়া ফেল। তখন তিনি প্রায় এক কাঁধি নারিকেল ভক্ষণ করিলেন। †

শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ষোড়শ বৎসরের এক বালক ব্যাঘ্র দস্যু সঙ্কুল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া, হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া, কি তিব্বৎ দেশে গমন করিতে পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে রাজা রামমোহন রায় যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতির একটী গুরুতর অন্তরায়। বাঙ্গালি যুবক-

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

† প্রবন্ধ লেখকের জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সিংহের (জমিদার) নিকট গুরুদাস বসু নিজে এই গল্পটী করিয়াছিলেন।

দিগের শারীরিক অস্বাস্থ্য ও ক্ষীণতা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক একটী পরীক্ষায়, মনে হয়, যেন তাহাদের শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত হ্রাস হইয়া গেল। বি, এ বা এম্, এ পাস করিয়াই অনেকে একান্ত নির্জীব হইয়া পড়েন। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়!

প্রভূত শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য থাকাতে রামমোহন রায় প্রবল পরাক্রমে আপনার সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়া-ছিলেন। যে সময়ে তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রচার, সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আপনার শরীর, মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন মহাশয় আপনি সাকার উপা-সনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিতেছেন,—প্রতিমাপূজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন বলিয়া গোঁড়া পৌত্তলিকেরা আপনার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, এক দিন আপনাকে পথে ধরিয়া প্রহার করিবে। রামমোহন রায় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—'আমাকে মারিবে?' কলিকাতার লোক আমাকে মারিবে? তাহারা কি খায়?

বিদ্যা বুদ্ধি।

পাঠকবর্গ রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; তথাচ তদ্বিষয়ে আমরা আরও কয়েকটী কথা বলিব। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রামমোহন রায় সংস্কৃত,আরবি, পারশি, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু এই দশ ভাষায় তিনি সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রভৃতি তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাব্লিউ, জে ফক্স সাহেব রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন ;— "The wide field over which his acquirements spread, comprising sciences, and languages, which individual knowledge rarely associates together." ইহার তাৎপর্য্য এই ;—বিজ্ঞান ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার (রামমোহন রায়) জ্ঞান এরূপ সুবিস্তৃত ছিল যে, কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ প্রায়ই ঘটে না।

এদেশের পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেক বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার পণ্ডিত্য, সে সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র হুলস্থুল পড়িয়াগিয়াছিল। এ দেশে তখন বেদ বেদান্তের চর্চ্চা ছিল না। রামমোহন রায় বেদ বেদান্তে সুপণ্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতগণ বেদ বেদান্ত বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। বেদাদি শাস্ত্র হইতে তিনি যে

ভূরি ভূরি শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন বৈয়াকরণ, স্মার্ত্ত, ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় প্রতিপক্ষের সহিত তর্কের সময় কেমন সুকৌশলে তাহার নিজের কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন;— তাঁহার তর্কচাতুর্য্যে তাঁহার প্রতিবাদী তাহার আপনার ফাঁদে আপনি পড়িত। এক দিবস প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাঁহার মাণিকতলার ভবনে মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইয়া মুখ ধৌত করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মধ্যে একজন দেখিলেন যে, রামমোহন রায় পূর্ব্ব দিবসের ব্যবহৃত দন্তকাষ্ঠে দন্তমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অনাচার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন, 'মহাশয় এ আপনার কেমন ব্যবহার?" রামমোহন রায় সে কথার বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না। মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনি অধ্যাপক মহাশয়দিগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার করিতে করিতে উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে তামাক দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য তামাক দিলে পর, রামমোহন রায় ভৃত্যকে কহিলেন, একটা ভাল করিয়া নল প্রস্তুত করিয়া দাও। যে ভট্টাচার্য্যটী পূর্ব্বদিনের উচ্ছিষ্ট দন্তকাষ্ঠে দন্ত মার্জ্জন জন্য রামমোহন রায়কে আক্রমণ

করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত নল সংযোগে ধূমপান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর রামমোহন রায় তামাক দিবার জন্য পুনর্ব্বার ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যটী পুনর্ব্বার সেই নল সংযোগে তাম্রকূট সেবন আরম্ভ করিলেন। তখন রামমোহন রায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, বলিলেন। "দেবতা! এ আপনার কেমন ব্যবহার? আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন নিজে কেন তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন? যে দন্তকাষ্ঠ একবার উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করা যদি অনাচার ও অধর্ম্ম হয়, তাহাহইলে যে নল একবার উচ্ছিষ্ট করিয়াছেন, কি বলিয়া তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করিতেছেন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়, রামমোহন রায়ের কৌশলে ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও নিরুত্তর হইলেন।

খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচারের বিষয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। রামমোহন রায় মূল হিব্রু ও গ্রীক্ বাইবেল হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া, মার্সম্যান প্রভৃতি মহাপণ্ডিত খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগকে অবাক্ করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে তাঁহারা কেমন পরাস্ত ও নিরুত্তর হইয়াছিলেন! ইয়োরোপীয়দিগের একখানি পত্রিকায় ইয়োরোপীয় সম্পাদক এই বিচার বিষয়ে বলিয়াছিলেন, —"He (Rammohun Roy) has not met with his match yet in India" খৃষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ, হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধেও

তদনুরূপ। রামমোহন রায় ভট্টাচার্য্যের নিকট মহা শাস্ত্রজ্ঞ, খ্রীষ্টিয়ান মিসনরির নিকট Great Theologian (মহা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ) মৌলবিদিগের নিকট "জবরদস্ত মৌলবি" ছিলেন। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় পারস্য ভাষায় 'তোহফ তুল মোহদিন' নামক একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া ছিলেন। উহার ভূমিকা আরবি ভাষায় লিখিত।

কেবল ইহাই নহে। রামমোহন রায় ভাষাবিৎ পণ্ডিতের নিকট বহুভাষাভিজ্ঞ মহা পণ্ডিত; সাহিত্য শাস্ত্রের পণ্ডিতের নিকট শাব্দিক ও সাহিত্যজ্ঞ; দার্শনিকের নিকট দার্শনিক; রাজনীতিজ্ঞের নিকট রাজনীতিজ্ঞ; বিষয়ীর নিকট একজন সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

রামমোহন রায়ের ভাষাজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা করিবার শক্তি বিষয়ে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। এস্থলে আর একটী গল্প বলিব। দাক্ষিণাত্য হইতে কোন ব্যক্তি তৎপ্রদেশীয় ভাষায় রামমোহন রায়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা বুঝিতে পারিলেন না। কলিকাতাপ্রবাসী সেই প্রদেশের একটী লোককে ডাকাইয়া উহা পড়াইয়া লইলেন। পড়াইয়া লইয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, সেই ভাষা শিক্ষা করেন। সেই ব্যক্তির নিকটে, তিন মাসে ভাষাটী শিখিয়া ফেলিলেন। শিক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাঁহাকে তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় স্বয়ং উত্তর লিখিয়াদিলেন।

ইংরেজী ভাষায় রামমোহন রায়ের কিরূপ অধিকার ছিল

অনেকেই তাহা বিশেষরূপে অবগত নহেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার জন্য এদেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ইংরেজ-দিগের নিকটে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়া ছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার বলিতেছেন যে, প্রকাশ্যপত্রে বা পুস্তকাকারে, ধর্ম্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে হইলে তিনি সম্মুখস্থ কোন ব্যক্তিকে তাহা অনর্গল বলিয়া যাইতেন, উপস্থিত ব্যক্তি তাহা লিখিয়া লইতেন। কোন সুশিক্ষিত ইংরেজ তাহা একবারও দেখিয়া দিতেন না। অথচ কুমারী কার্পেণ্টার বলিতেছেন, উহা নির্দ্দোষ ইংরেজী হইত।

আমরা বলিয়াছি রামমোহন রায় দার্শনিকদিগের মধ্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পে-ণ্টার প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে Philosopher বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে তাহা অবি-দিত নাই। বেদান্ত শাস্ত্র বিষয়ে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার বেদান্ত বিষয়ক একখানি গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বেদান্ত জ্ঞান ও বেদান্ত ব্যাখ্যার যার পর নাই প্রশংসা করিয়াছেন। বসু মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন রাম-মোহন রায় তাহার মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। ইংলণ্ডীয় দর্শনের প্রতি রামমোহন রায়ের শ্রদ্ধা ছিল না। কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই ইংরেজদিগের নিকট রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন,

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় দর্শনের সহিত তুলনা করিলে, ইংলণ্ডের দর্শন কিছুই নহে। বাস্তবিক রামমোহন রায়ের সময়ে ইংলণ্ডীয় দর্শনের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অধিক শ্রদ্ধা না হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

রামমোহন রায় আইনজ্ঞ দিগের মধ্যে আইনজ্ঞ। তাঁহার রচিত আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল তাঁহার আইন বিষয়ক গভীর জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। রামমোহন রায়ের বিগত স্মরণার্থ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, রামমোহন রায় আইন সম্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়াছেন, ঐরূপ লিখিতে পারিলে যে কোন ব্যবহারাজীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত।

তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির কথা কি বলিব! একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত লোকও অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন।

তাঁহার সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি, অনেক জমিদার, বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহার নিকটে সৎপরামর্শ লাভ করিয়া উপকৃত হইতেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার সমাজে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের তাঁহারা কিছু বুঝিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু তাঁহার পরামর্শে তাঁহাদের বৈষয়িক উপকার হইত বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সমাজে সাহায্য দান করিতেন।

আমরা বলিয়াছি তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে হিতকর জ্ঞানপ্রচারের জন্য তিনি

সংবাদপত্র প্রচার করেন। উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সুপ্রিম-কোর্টের চিফ্‌জস্‌টিস্ সার চার্ল্‌স্ গ্রে সাহেবের অন্যায় নিষ্পত্তির প্রতিবাদ করিয়া তিনি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। হিন্দুদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক পুস্তকে অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাবাসী জমিদারদিগকে লইয়া অসিদ্ধ লাখরাজ ভূমি সম্বন্ধীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং উক্ত বিষয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি পূর্ণ আবেদন পত্র স্বয়ং রচনা করিয়া গভর্ণর জেনারলের নিকট প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করেন। পাঠকবর্গ ইহা সকলই অবগত হইয়াছেন।

রামমোহন রায় শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। এ দেশের লোককে যাহাতে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহা তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি হিন্দুকালেজের একজন সংস্থাপক। স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে তিনি ডফ্ সাহেবের বিশেষ সাহায্যকারী। তিনি একটি ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করিয়া, তাহার সমুদায় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেন।

হৃদয় ও ধর্ম্মভাব।

তাঁহার বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে সকলে চাপকান ও বাঁধা পাগ্‌ড়ি পরিধান পূর্ব্বক আগমন করেন। তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মসমাজ পরমেশ্বরের দরবার; সুতরাং সেখানে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসাই কর্ত্তব্য। কথিত আছে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিবস আফিস হইতে আসিয়া পুনর্ব্বার পোষাক পরিধান করিতে কষ্ট বোধ হওয়ায়, ধুতি চাদরেই সমাজে আসিয়াছিলেন; রামমোহন রায় উহা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং তেলিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ বাবুকে তদ্বিষয়ে কিছু বলেন। অন্নদাবাবু জানিতেন যে, রামমোহন রায়ের অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা,এবং সে জন্যই তিনি নিজে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন "মহাশয়ই কেন বলুন না।"

তিনি শিষ্যদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদিগকে "বেরাদার" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেবল শিষ্যদিগকে কেন, প্রায় সকল লোককেই তিনি ঐরূপ স্নেহসম্ভাষণ করিতেন। অনেক সময় কোন আহ্লাদের কারণ উপস্থিত হইলে প্রেমালিঙ্গন করিতেন। কোন শিষ্য তাঁহার কোন দুর্ব্বলতা দেখিয়া বিদ্রুপ বা তিরস্কার করিলে

নি যারপর নাই উদারভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন। কালীন প্রথা অনুসারে তাঁহার বাব্‌রী চুল ছিল; গুলির প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন; প্রতিদিন স্নানের র দর্পণের সম্মুখে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট ত। তজ্জন্য একদিবস তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উপহাস রিয়া বলিলেন "মহাশয়! "কত আর সুখে মুখ দেখিবে র্পণে" এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই রচনা করিয়া-ছেন?" রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন "বেরাদার! ঠিক্ বলিয়াছ, ঠিক্ বলিয়াছ"।

বালক বালিকাদিগকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। অনেক ময়ে তাহাদিগকে লইয়া আমোদ করিতেন। একজন ভক্তি-ভাজন প্রাচীন ব্যক্তি * বলেন "যে তিনি বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে বয়স্যদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। রামমোহন রায় তাহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। বালকেরা আমোদ করিবে বলিয়া তিনি বাটীতে একটী দোলনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালকেরা দোল্‌নায় চলিত, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে দোলাইতেন; কিয়ৎকাল এই-রূপে দোল্ দিয়া বলিতেন "এখন আমার পালা"; এই বলিয়া নিজে দোল্‌নায় বসিতেন; সকল বালকে মিলিয়া মহা উল্লাসে তাঁহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শিশুর ন্যায় সরলতা কেমন সুন্দর!

এক দিবস রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত এই রূপে

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দোল্‌নায় দোল খাইতেছেন, এমন সময় কলিকাতার একজন বড় পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া দেখেন এত বড় লোক হইয়াও রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোল্‌নায় দুলিতেছেন! অভ্যাগত পণ্ডিত রামমোহন রায়কে বলিলেন, "একি মহাশয়? এ কি করিতেছেন?" রামমোহন রায়ের আসামান্য প্রত্যুৎপন্ন মতি ছিল; বলিলেন, 'মহাশয়, ইহাতে আমার ভবিষ্যতে উপকার হইবে। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার কি উপকার হইবে? রামমোহন রায় উত্তর করিলেন, আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা আছে; সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়; সেই আন্দোলনে আরোহিদিগের সমুদ্র পীড়া (Sea-sickness) বলিয়া এক প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দোল্‌নায় দোলায়মান হওয়া অভ্যাস থাকিলে উক্ত সমুদ্রপীড়া হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি চমৎকার ছিল। স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় বলেন যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটীকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে তিব্বত দেশে স্ত্রীজাতির দ্বারায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। সেই অবধি স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কি ভারতবর্ষে, কি তিব্বত দেশে, কি ইংলণ্ডে, বাল্যে, যৌবনে,

াক্যে তিনি চিরদিন স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। সতী-
াহ নিবারণের জন্য তিনি কি না করিয়াছিলেন? কেবল
রাশি রাশি পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া, ইংরে-
জীতে তাহার অনুবাদ করিয়া, দেশে বিদেশে বিতরণ করিয়া
ক্ষান্ত হন নাই। সতীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে
গিয়া অবমানিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার ভৃত্য অপমান
কারীর প্রতি রাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ
নাই?

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রামমোহন রায় কি করিয়াছিলেন
পঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। দুঃখিনী ভারত রমণীর জন্য
রামমোহন রায়ের সুকোমল হৃদয় সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিত।
পঠকবর্গ জানেন যে তিনি তাঁহার সতীদাহ বিষয়ক একখানি
পুস্তকে কেমন কাতরভাবে, উজ্জ্বল বিশদ ভাষায় এদেশীয়
রমণীগণের দুঃখ দুর্গতি বর্ণনা করিয়াছেন! উহা পাঠ করিলে
বোধ হয় পাষাণ চক্ষেও জল আসে।

গরিব দুঃখীর প্রতি তাঁহার যারপর নাই সহানুভূতি ও দয়া
ছিল। দুঃখীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত। দুঃখী
লোকের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তিনি কখনই তাহা
সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার
দত্ত মহাশয়ের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার নিবাসগ্রামে
তাঁহার একটী বাজার ছিল, যে সকল ব্যাপারীরা বাজারে দ্রব্যাদি
বিক্রয় করিতে আসিত, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ তাহা-
দিগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এরূপ তোলা গ্রহণ করিবার নিয়ম সর্ব্বত্রই আছে এবং উহা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। তথাচ ইহাতে ব্যাপারীরা বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন করিলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া এবিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার মুখে ঘটনাটির বিষয় শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাতপূর্ব্বক বলিলেন "হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঃখীলোক সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থাপন করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার!" রাধাপ্রসাদ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই দিন অবধি তোলা গ্রহণ করা বন্ধ হইল।

দুঃখীলোকদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রকাশ পাইত; একদিবস তিনি চোগা চাপ্‌কান প্রভৃতি পোসাক পরিধান করিয়া বহুবাজারে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া মোট্‌টি তাহার মস্তকে তুলিয়া দিলেন।

হরিনাভি নিবাসী পরলোকগত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি এক দিবস দেখিলেন যে, রাজা রামমোহন রায় একজন মুটিয়ার সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার সহিত বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া শুনিলেন,

জা মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কলিকাতা নগরে র্বশুদ্ধ কত মুটিয়া আছে। তিনি মুটিয়াদিগের অবস্থা প্রভৃতি ষয় সকল তাহার নিকট অনুসন্ধান-দ্বারা জ্ঞাত হইতেছিলেন।

একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ নিতেন। উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে তিনি কয়েক দিবস তাঁহার কটে আসিতে পারেন নাই শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি জানিবেন যে, আমি কখন পোসাক দেখিয়া মানুষ চিনি না।"

কোন প্রকার নির্দ্দয় কার্য্য দেখিলে তিনি যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। রামসুন্দর নামে তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে একদিবস মাংস রন্ধন করিবে বলিয়া বঁটী দিয়া একটি ছাগল কাটিতেছিল। রামমোহন রায় ছাগের চীৎকার শুনিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন এবং এই নির্দ্দয় কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত যষ্টিহস্তে রন্ধনশালার দিকে চলিলেন। রামসুন্দর দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন; এবং বলিলেন যে, "আমি মাংস ভোজন করি বলিয়া এপ্রকারে জীবহিংসা করা অতি মূঢ়ের কর্ম্ম।"

আজ কাল দেখিতে পাই যে, এককাঠা জমির অধিকারীও আপনাকে জমিদার বলিয়া অহঙ্কার করেন এবং দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের পক্ষ সমর্থন করিতে উৎসাহী হন। রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। তিনি জমিদারের পুত্র; নিজে জমিদার;

তাঁহার সাহায্যকারী বন্ধুগণ অনেকেই প্রধান প্রধান জমিদার, —বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বড় বড় জমিদার;—অথচ রামমোহন রায়, কি ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ডে চিরদিন দুঃখী প্রজাগণের পক্ষপাতী। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে ভারতের দুঃখী প্রজার পক্ষ হইয়া, রামমোহন রায় কিরূপ সুযুক্তিপূর্ণ কথা সকল বলিয়াছিলেন;—যাহাতে প্রজার দুঃখ দূর হয়, যাহাতে আর তাহাদিগকে করভারে বিপন্ন হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় প্রাণগত যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ড বাসকালে তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লিখিতেছেন;—"With beseeching any and every authority to devise some mode of alleviating the present miseries of the agricultural peasantry of India, and thus discharge their duty to their fellow-creatures and fellow-subjects."

রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়, একটী গ্রাম, একটী নগর বা একটী দেশে বদ্ধ ছিল না। তাঁহার বিশ্বজনীন হৃদয় সমগ্র পৃথিবীর সকল জাতির সুখে দুঃখে, উন্নতি অবনতিতে সহানুভূতি অনুভব করিত। কোথায় স্পেন্ দেশে নিয়মতন্ত্রশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, রামমোহন রায় তজ্জন্য আনন্দ করিয়া কলিকাতার টাউনহলে ভোজ দিলেন। কোথায় নেপল্‌স্ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধীনতা পক্ষ পরাজিত হইতে লাগিলেন; রামমোহন রায় কলিকাতায় বাকিংহাম সাহেবের সহিত

দেখা করিতে পারিলেন না। কেমন আগ্রহের সহিত তিনি ফরাসিবিপ্লবের সংবাদ লইতেন! গ্রিশ দেশের সহিত তুরস্কের সংগ্রামের সময়ে গ্রীসবাসীদিগের প্রতি তিনি কেমন প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন! বিলাত যাইবার সময়ে সমুদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার পতাকাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে অভিবাদন করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের যেমন পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি তেমনি ধর্মভাব ছিল। সমাজে বিষ্ণু যখন গান করিতেন তাঁহার গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাঁহার সম্মুখে কেহ একটী সুভাবের কথা বলিলে বা সুসঙ্গীত গান করিল, তিনি ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন।

নিষ্ঠা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। ষোড়শবর্ষ হইতে ঊনষষ্ঠি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এক দিনের জন্যও বিচলিত হইল না। একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের যে জয়পতাকা তিনি বাল্যকালে ধারণ করিয়াছিলেন; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে সুস্থতায়, দেশে বিদেশে; বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত চিরদিন তাহা বহন করিয়াছিলেন। নাস্তিকতা ও সংশয়বাদকে তিনি অতিশয় ভয় করিতেন। পৌত্তলিকতা অপেক্ষা নাস্তিকতাকে বহুল পরিমাণে অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতায় কতকগুলি ভদ্র লোক নাস্তিক ও সংশয়বাদী হইয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত

দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নাস্তিকতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম্ম যে একান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহার হৃদ্গত বিশ্বাস ছিল; সুতরাং নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাবে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। একদা কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয় অমুক পূর্ব্বে Deist (একেশ্বরবাদী) ছিলেন, এখন Atheist (নাস্তিক) হইয়াছেন।" তিনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আর কিছুদিন পরে Beast (পশু) হইবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে সংশয় প্রকাশ পূর্ব্বক তর্ক করিতেন বলিয়া, রামমোহন রায় তাঁহাকে Country Philosopher বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার দৃঢ়তা অসামান্য। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন যে, তিনি উপযুক্ত প্রহরী সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। তাঁহার প্রতি অনেক পৌত্তলিকের যেরূপ বিষম বিদ্বেষ ভাব, কোন সময়ে তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিতে পারে। রামমোহন রায় আত্মরক্ষার জন্য পোষাকের মধ্যে একখানি কিরিচ রাখিয়া অকুতোভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন—কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না।

এক দিকে লোকের অত্যাচার, অপর দিকে অর্থ কষ্ট; রামমোহন রায় সত্যের অটল ভূমির উপর দণ্ডায়মান্ হইয়া অবিচলিত চিত্তে সকলই সহ্য করিয়াছিলেন। নিষ্ঠা, সাহস,

নির্ভীকতা তাঁহার চরিত্রে হিরণ্ময় অক্ষরে চিরদিন লিখিত ছিল। তনি কলিকাতায় আসিয়া অবধি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার প্রভৃতি যে কল মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে লের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। স্কুল সংস্থাপন করিয়া াহা নিজ ব্যয়ে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী, াঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছলেন। সে সময়ে কে তাঁহার পুস্তক মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে? সুতরাং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করিলেন। কেবল একবার নয়, এক একখানি পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ এইরূপে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইত।

অন্যান্য কারণেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। আড্যাম সাহেব ট্রিনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউনিটেরিয়ন মত অবলম্বন করাতে তিনি একেবারে জীবিকাচ্যুত হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় তাঁহার কষ্টনিবারণ ও ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিবার জন্য বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিতেন। এতদ্ভিন্ন অনাথ দুঃখীদিগের সাহায্যের জন্যও তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন; সুতরাং অর্থের অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়াছিল; এমন কি, প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াও সুকঠিন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিতেছেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল সমুদায় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছে।"

এখানে যেমন পরিশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলণ্ডে তাহা আরও অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। তথায় ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিতে হইত। যাহাতে প্রিভিকৌন্সিলে সতীদাহ নিবারণবিষয়ক গভর্ণমেণ্টের আদেশ রহিত করিবার জন্য ধর্ম্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য হয়, * যাহাতে ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য সুব্যবস্থা সকল প্রচলিত হয়, যাহাতে ইংলণ্ডীয় ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান লোকের চিত্ত ভারতের কল্যাণসাধনে আকৃষ্ট হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। বড় লোকদিগের সহিত দেখা করা, তাঁহাদিগকে এদেশের বিবিধ জটিল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, নানা স্থানে রাশি রাশি পত্র লেখা ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। যত সবল ও সুস্থ হউক না কেন, মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার পীড়ার আর একটী কারণ ছিল। সংস্কৃত কলেজসংস্থাপক শ্রীযুক্ত উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, ইংলণ্ডে তাঁহার অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল। দিল্লির বাদসাহের নিকট হইতে অথবা তাঁহার বাটী হইতে কিছুমাত্র অর্থ প্রেরিত হইত না; সুতরাং তাঁহাকে ক্রমাগত ঋণ করিতে হইতেছিল। কেমন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছিলেন না। একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ে, এমন কি, আহারাদি

* যখন প্রিভিকৌন্সিলে ধর্ম্ম সভার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া রায় দেওয়া হইয়াছিল, তখন রাজা রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার কত আনন্দ হইয়াছিল!

নির্ব্বাহ হওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। উইল্সন্ সাহেব বলেন এই অর্থাভাব জনিত দুর্ভাবনা তাঁহার রোগের একটী কারণ। তিনি ভারতের জন্য প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া ভারতের জন্য দুঃসহ দরিদ্রতা সহ্য করিয়া প্রাণ হারাইলেন! তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ ও মহত্ব ভারত একদিন বুঝিবে কি?

রামমোহন রায় পুরুষকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যখন বিলাত গমন করেন, তখন তাঁহার পুত্র রমাপ্রসাদ "বাবা কোথা যাও" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রের ক্রন্দনে রামমোহন রায় অটল! গম্ভীর ভাবে, তেজের সহিত, বলিলেন 'পুরুষ বাচ্ছা! কাঁদ কেন?'

রাজা রামমোহন রায় স্বাধীন ভাব অতিশয় ভাল বাসিতেন। নীচতা ও ক্ষুদ্রতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আড্যাম সাহেব তাঁহার বিষয়ে বিলাতের বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায় একবার কলিকাতায় বিসপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিসপ তাঁহকে ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির কথা বলিয়া, তাঁহাকে সাংসারিক প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয়ান হইতে অনুরোধ করায় তিনি এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন,—বিসপের প্রতি তাঁহার এতদূর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, তিনি আর জীবনে কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে কোমলতা ও কঠিনতা;—বজ্র ও পুষ্প একত্রে জড়িত থাকে। রামমোহন রায়ের চরিত্রে তাহাই ছিল। তাঁহার আশ্চর্য্য অটলভাব বিষয়ে আমরা আর একটী

গল্প বলিব। কলিকাতার সান্‌কিভাঙ্গার ভবাণীচরণ দত্ত * এবং কলুটোলার নীলমণি কেরাণী রামমোহন রায়ের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মনে করিলেন যে, রামমোহন রায় কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি শোকে তাপে অধীর হন কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করিতেন। ভবানী ও নিলমণি উভয়ে মিলিয়া রাধাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত একখানি জালপত্র রাজামোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সে সময়ে ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে কাসিদ অর্থাৎ এক-প্রকার হরকরার দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ করা হইত। ভবানীচরণ ও নিলমণি একটী লোককে কাসিদ সাজাইয়া তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি সেই জাল চিঠি লইয়া রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পত্রখানি রামমোহন রায়ের হস্তে দিয়া বলিল, আমি কৃষ্ণনগর হইতে আসিতেছি। রাম-মোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণ ও নিলমণি পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রামমোহন রায়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রামমোহন রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে কার্য্য করিতেছিলেন তাহাতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হই-লেন। ভবানীচরণ ও নিলমণি দৃঢ়তা ও অটল ভাবের এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্ হইলেন, একেবারে তাঁহার

---

* ইহার নামে কলিকাতায় একটী গলি আছে।

চরণের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

রামমোহন রায় কি? রামমোহন রায় মহা পণ্ডিত, রামমোহন রায় দার্শনিক, রামমোহন রায় ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ,—যাহা কেন বলনা, এরূপ কোন কথাতেই তাঁহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ হয় না। এ দেশে এ জাতির সম্বন্ধে তাঁহার জীবনে যিনি বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রকৃত ভাবে দেখেন। রামমোহন রায় বিধাতার হস্তের যন্ত্র। রামমোহন রায় হইতে এ দেশে নবযুগের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে, এ দেশের উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, ইংরেজী শিক্ষাপ্রচার, সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ-চেষ্টা সকলেরই মূলে তিনি। তাঁহারই জীবনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভারতের সর্ব্ববিধ কল্যাণের স্রোত বিধাতা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে। রামমোহন রায় উভয়েরই মূলে। ইংরেজী শিক্ষা, জঙ্গাল উৎপাটিত করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ বীজ বপন করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের তেজস্বিনী লেখনী বিনিঃসৃত কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম।

"ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধি-জ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া

এত দূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পঙ্কিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয় গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য-পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই আযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি-খণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়-ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহা-দিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হই-

য়াছে, আর পতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান্ রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক বৃটিস্ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণ-গ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত এরূপ একটি অপূর্ব্বভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ অবনীমণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না।

সহমরণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদো-ন্নতিসাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্য-

মান্ রহিয়াছে! না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে কৃত-সংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূর-স্থিত ভূখণ্ড-বাসী সুপ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভ সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়া-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।—ব্রিষ্টল্!—ব্রিষ্টল্! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্য বৃক্ষ-মূলে সাজ্ঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ!

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ-শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমারা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজীৎশূন্য শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখ-জীবী কৃষিজীবিগণ! যে সময় তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে সচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রু-নয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল-গ্রাস ও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য

টিস্ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাত-
ারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ
াতরতা প্রকাশ করেন, সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময়
াশ্রয়ভূমির আশ্রয়-লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ।
ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষ-
রূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের
একটি প্রধান সংকল্প ছিল, এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার
স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত
হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও
তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও তন্নিবন্ধন স্বজন-
বর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রু-বারি সমস্তই নিবারণ
পূর্ব্বক ভারত মণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস
করিয়া যান, সেই দিনে তোমারা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা-
ইয়াছ! বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে
আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার সেই আশা-
বল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!!

পূর্ব্বতন শোক-সম্বাদ নবীভূত হইয়া উঠিল! অশ্রু-জল
নিবারণে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এসময়ে
বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটী
প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বা
হইবার বস্তু নন। তিনি ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন
তথাচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। তদী
সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানা

বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সংকল্প সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়োরোপ আমেরিকাও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাহার তাদৃশ কিছু দৃশ্য-মান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ড ভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটী রীতিমত সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রতি-রূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটী সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক্ ও পবিত্র করা এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম!

আনুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়তম পাঠকগণ! যিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভ সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, “মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা” এই মহার্থ-বোধক পরম পবিত্র পার্সিক বচনটি যিনি সতত আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিত্রে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র সংযোগ ভূমণ্ডলে আর কখন ঘটিয়াছিল এমন বোধ হয় না, যিনি একাধারে সেইরূপ ঐ সমস্ত গুণ ধারণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, এবং ভূ-স্বর্গ সমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভক্তি পূর্ব্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহার গুণ বর্ণন ও মহিমা কীর্ত্তন করে, যাঁহার সর্ব্ব-শুভকর উদার চরিত্র আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা করে, এবং এক সময়ে যাঁহার সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, ও পরে যাঁহার অসদ্ভাবে শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানুভব পূর্ব্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিও।

* * * * * * *

এটি যদি একটি খ্যাতাপন্ন ইংরাজের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের

সঙ্কল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শূন্য রাজোপাধিকের রাজস্ব-ভাগ, কত কর্ম্মচারিত্ব-পদের বেতন-মুদ্রা, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্যমত স্বাধীন বৃত্তির আয়টঙ্ক মুহূর্ত্তমাত্রে দান-পুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশিকৃত হইয়া কার্য্যসাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণচিহ্ন-সংস্থাপনার্থ যদি একটী সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উদ্‌যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্‌কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভ প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদায় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক্!—শত ধিক্—সহস্রবার ধিক্! এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দুজাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্ত্তনাদ প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও জ্বলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘশিখা-সমুদ্গম কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে, দাবানল আপন আধারকে ভস্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক বাক্যস্ফূরণেরও শক্তি নাই! পূর্ব্বোক্ত পংক্তিগুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়। তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে, সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল; ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল; কিন্তু তালপত্রের অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াই নির্ব্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের

বিষয়! মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ প্রতি-মূর্ত্তিদর্শনে অনুরাগী ও উৎযোগী হইবেন না। এদেশে মানব প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে।—ও ইয়োরোপ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্রপাত কর! যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়-বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও,তবে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নিচাশয় হয় ও মনুষ্য-দেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর। পর্ব্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় ও জলন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বর্ত্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর!!!

অষ্টম অধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিষয়ক মত।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে হিন্দুরা তাঁহাকে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টীয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমান্ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তন্ত্রমতাবলম্বীরা * তাঁহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রাজা রাম-মোহন রায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও তাঁহাকে কেহ বেদান্তানুগামী বৈদান্তিক এবং কেহবা ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ হই-তেছে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধর্ম্মমত অবগত হওয়া কঠিন বিষয় নহে। যে কোন ব্যক্তি সরল ভাবে অনু-সন্ধান করিবেন, তিনি তাহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারি-বেন। যাহা হউক, এসম্বন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* তন্ত্রমতাবলম্বীরা তাঁহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার করেন। আমরা কোন কোন তান্ত্রিককে বলিতে শুনিয়াছি যে, রামমোহন রায় তাঁহাদের মতে সাধন করিতেন। চুঁচুড়ার অন্তঃর্গত ক্যাকশিয়ালীতে মদন কামার নামে একব্যক্তি বাস করিত। সুনিপুণ শিল্পকর বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সে ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত সাধনে অনুরক্ত ছিল। তাহার গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি

প্রথমমতঃ। তিনি যে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকারের আবশ্যকতা হয় না। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনেরেল লর্ড আমহর্ষ্টকে যে পত্র লিখি-য়াছিলেন, তাহাতেই সুস্পষ্টরূপ ব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি বেদাদি শাস্ত্রকে কখনই আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। উক্ত পত্র আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করি-

---

প্রতিমূর্ত্তি লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমূর্ত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিত। মদনের প্রতিবাসী, প্রবন্ধলেখকের জনৈক বন্ধু তাহাকে এরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, "রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন"।

রাজা রামমোহন রায়ের সিদ্ধপুরুষত্বের বিষয়ে আর একটী গল্প আছে। গল্পটী এই;—শৈশবকালে তাঁহার মাতামহ কিছুদিন কাশীবাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার মাতার সহিত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের নিকট ছিলেন। মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য একজন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি এক দিবস তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রপূত সুরা আনিয়া শিশু রামমোহনকে পান করাইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলে ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন "তোমরা রাগ করিও না। আমি এই শিশুকে যাহা পান করাইলাম তাহার গুণে সে একজন সিদ্ধপুরুষ হইবে।" রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তান্ত্রিকদিগের উক্তরূপ সংস্কার বিষয়ে আমরা আর একটী কথা শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে ভজ্জির রাণার মন্ত্রীর সহিত রামমোহন রায়ের বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন। মন্ত্রী একজন তান্ত্রিক। তিনি বলিলেন;—"রামমোহন রায় অবধূত থা"।

য়াছি। পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন যে, তিনি তাহাতে বেদের কয়েকটী প্রধান প্রধান মতকে দূষণীয় ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যিনি উক্ত পত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই বলিবেন না যে, রামমোহন রায় বেদান্তাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

তিনি উক্ত পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—"ন্যায় মীমাংসা ও বেদান্ত নানা প্রকার মনঃকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব কেবল মাত্র তৎসমুদায়ের অধ্যয়নে তাদৃশ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, পরমাত্মস্বরূপের সহিত জিবাত্মার সম্বন্ধ কি, জীবাত্মা কিরূপে পরমাত্মাতে লয় হয়, বেদমন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তি বা কি প্রকার, বেদান্ত শাস্ত্রের আবৃত্তি করিলে যে ছাগবধ জনিত পাপের ধ্বংশ হয়, ইহার কারণ কি? এই সমস্ত বেদান্ত ও মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে প্রকৃতরূপ জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তবিক সত্তা নাই, যে সমস্ত বস্তু সৎপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান্ হইতেছে, সমুদায়ই অসৎপদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা পরিজনবর্গও ঐরূপ অসৎ বস্তু, অতএব তাহারা স্নেহ ও মমতার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থা শ্রমের বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল। এই সমুদায় বৈদান্তিক মত-শিক্ষা করিলে ছাত্রেরা গৃহধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম সম্পাদন করিতে কদাচ সক্ষম হইবে না।" এই সমস্ত সদভি প্রায় রামমোহন রায়ের নিজ লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গ

হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরমপুরুষার্থ সাধক ভ্রান্তি বর্জ্জিত বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে ঐ সকল সুযুক্তি সম্পন্ন সদবাক্য তাঁহার লেখনী হইতে কদাচ নিসৃত হইত না।”

যাঁহারা রামমোহন রায়কে বৈদান্তিক বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেরূপ বিশ্বাসের অবশ্য যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, তিনি পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচারে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন বলেন নাই যে, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র মিথ্যা। প্রত্যুতঃ পৌত্তলিক মতাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৈদিক প্রমাণের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল এই যুক্তিটী অবলম্বন করিয়া রামমোহন রায়কে বৈদান্তিক বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচারপ্রণালী তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কখনই শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি শাস্ত্র, খৃষ্টীয়ানের নিকট বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরান অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিজ মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। “তোমার শাস্ত্র মিথ্যা” একথা তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে কখন বলিতেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট স্বীয় সুতীষ্ম বুদ্ধি সহকারে তাহার অবলম্বিত শাস্ত্র হইতে সত্য রত্ন সকল উদ্ধার করিয়া দিতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, কি

বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্রেই একমাত্র অনাদ্যনন্ত, অপ্রতিম পরমেশ্বরকেই প্রতিপন্ন করিতেছে।" "বেদ বেদান্ত প্রতিপন্ন করে যাঁরে, তাঁরে ভাবহ সাবধানে।"

হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ, খৃষ্টীয়ানদিগের শাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কখনই বলেন নাই যে, বাইবেল মিথ্যাশাস্ত্র, অথবা বাইবেল ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত গ্রন্থ নহে। তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মার্সম্যান্ সাহেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি মত তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত নহে। তিনি বাইবেল অবলম্বন করিয়া এরূপ সুন্দর রূপে আপনার মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, মার্সম্যান সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যদি রামমোহন রায়কে বেদান্তানুগামী বৈদান্তিক বলা যুক্তি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অবিকল সেইরূপ প্রমাণে বাইবেলবিশ্বাসী ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান বলাও সঙ্গত হইবে। যে প্রকার প্রমাণে হিন্দুরা তাঁহাকে বৈদান্তিক বলেন, ঠিক্ সেইরূপ প্রমাণে অনেক খৃষ্টীয়ান্ তাঁহাকে ইউনিটেরিয়ান্

খৃষ্টিয়ান বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তিনি এই উভয় প্রকার মতাবলম্বী হইতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ। কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এরূপ বিভিন্ন প্রকার মত হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি এক সময়ে বৈদান্তিক ছিলেন, পরে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি ইউনিটেরিয়ান্ খৃষ্টিয়ানদিগের মত অবলম্বন করেন। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই একথার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম বিষয়ক তাঁহার রচিত পুস্তক সকল একই সময়ে ধর্ম্মতলার ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সহিত এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত বিচার তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নাই।

রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন চরিত পুস্তকে অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এজন্য রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত কয়েক জন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। * মিস্ কার্পেণ্টারের আহূত সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য আমরা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তথাচ আমরা রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান মতাবলম্বী বলিয়া সিদ্ধান্ত

* রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মিস্ কার্পেণ্টারের পিতা ডাক্তার কার্পেণ্টার রাজার পরিচিত কয়েকজন সম্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার সেই পত্র কয়েকখানি আপনার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

করিতে পারি নাই। সাক্ষীগণ সকলেই প্রায় বলিতেছেন যে, তাঁহারা রামমোহন রায়কে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিতেছেন যে, রামমোহন রায় যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "I have denied his divinity but not his commission" কিন্তু কেবল এই কথা বলিলেই কোন ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান্ হইতে পারে না। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ঐরূপ কথা বলিতে পারেন। খ্রীষ্টকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিলেই কেহ খ্রীষ্টিয়ান্ হয় না। "আমি বাইবেলকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করি" রামমোহন কি কখনও এপ্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন? তাঁহার প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এপ্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। মিস্ কার্পেণ্টারের আহূত সাক্ষীগণের মধ্যে কেহই সেরূপ কোন কথা বলেন নাই। এস্থলে আর একটী আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই যে রাম-মোহন রায় বিলাতে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ হইয়া কিছুই নূতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে থাকিতে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যেই সে সকল কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সেই সকল পুস্তকের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহাকে ইউনেটেরি-য়ান্ খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

মিস্ কার্পেন্টারের সাক্ষীদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্য সকলে এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায় উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করুন আর নাই করুন, শ্রোতা যে তাঁহার বাক্যের উক্ত প্রকার অর্থ বুঝিয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানবপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, লোকে অনেক সময় আপনার মানসিক ভাব ও ইচ্ছানুরূপ অপর ব্যক্তির বাক্যের তাৎপার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধেও সেই প্রকার হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, বাইবেল শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁহার কার্য্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া সেই গুলিকে তাঁহার নিজের বিশ্বাস বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে, যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া,মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান প্রভৃতি বাইবেল-বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, তাঁহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র ছিল, তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেবল বাইবেল কেন? তাঁহার প্রণীত হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক বিচার-গ্রন্থ সকলের কোন কোন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন

তিনি জন্মান্তর, জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্ব, নির্ব্বাণ মুক্তি, প্রভৃতি মতে আস্থা প্রদর্শন করিতেছেন।

আমরা এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারপুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "যে শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রহ্মকে মান, সেই শাস্ত্রপ্রমাণে দেবতাদিগকে কেন না মান?" রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—"ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুর অধীন বলিয়া স্বীকার করেন। এস্থলে কে বলিবেন যে, রামমোহন রায় বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার সত্তায় বিশ্বাস করিতেন? তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও তাহাদিগের নশ্বরত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাইবেলশাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ। উক্ত শাস্ত্রবিষয়ক বিচারগ্রন্থ সকলের যে যে স্থল পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা নহে। ঐ সকল স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য্য কেবল এই মাত্র যে, অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি উক্ত শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। তিন ঈশ্বরের মত, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ানদিগের কয়েকটী মত যে বাস্তবিক তাঁহাদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, ইহা তিনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের

অলৌকিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান, এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং উহা খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অদূরদর্শী লোকে তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস বলিয়া মনে করিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন যে, লোকেরা যেরূপ কুসংস্কারান্ধ, তাহাতে তাহারা শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির বল অনুভব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কোন কথাই তাহাদিগের গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং তিনি যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্র হইতেই স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকে কোন প্রকার সৃষ্টজীব বা অপর কোন পদার্থের উপাসনা না করিয়া এক মাত্র নিরাকার অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত হয়, ইহারই জন্য তিনি যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতেই হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সকল প্রকার সাকার দেবদেবী মনুষ্যের কল্পনা মাত্র, তাহাদিগের উপাসনাদ্বারা মুক্তিলাভের আশা নাই, বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য, এবং তদ্দ্বারাই জীব মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। তিনি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র হইতে খৃষ্টীয়ানদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার নহেন, তিন ঈশ্বরের মত খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রসঙ্গত নহে। একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনাদ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়।

তিনি এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তাঁহাদিগের নিকট স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, তিনি তাঁহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্রকে ঈশ্বর-প্রেরিত আপ্ত বাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু একদেশদর্শী লোকেরই এপ্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে। হিন্দু কি খ্রীষ্টিয়ানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার সকল প্রকার পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রতীতি করিতে পারিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন।

তৃতীয়তঃ কেবল তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক কেন? তাঁহার কার্য্য ও আচরণের বিষয় স্মরণ করিলেও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়পূজিত শাস্ত্রকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বেদ বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন, আবার উক্ত সমাজের অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষা করিবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ফিরিঙ্গী বালকদিগকে লইয়া আসিয়া তাহাদিগের মুখে দাউদের গীত শুনিতেন। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যার পর নাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও তিনি আপনাকে চিরজীবন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয়ে আপনার সত্ব রক্ষার জন্য তিনি আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়াও তিনি হিন্দু আচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার ইয়োরোপীয় বন্ধুদিগকে স্পষ্টরূপে এই অনুরোধ

করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ অতি সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত শরীরে ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি বাইবেলকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট এক মাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন উন্নতমনা সত্যপ্রিয় দৃঢ়চিত্ত লোকের পক্ষে এ প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতে পারি না।

চতুর্থতঃ রাজা রামমোহন রায় যে, সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করা কঠিন বিষয় নহে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড্ পত্র একটী অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকভাবকে স্থান দান করেন নাই। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকল মত দেশ কালে বদ্ধ, এপ্রকার কিছুই উক্ত ট্রষ্টডীড্ পত্রে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যে প্রকার উপাসনা ও উপদেশে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না, ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য তিনি তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উক্ত পত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পরমেশ্বরকে

কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে পূজা করা হইবে না, এবং উপাসনার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রণালী অবলম্বিত হইবে না। যে ব্যক্তি কোন একখানি বিশেষ শাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথবা যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমাত্র গুরু ও নেতা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার পক্ষে এপ্রকার অসাম্প্রদায়িক সমাজ সংস্থাপন কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বে কবি টমাস্ মুরের রোজনাম্চা হইতে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে রাজা রামমোহন রায়ের কি অভিপ্রায় ছিল। ট্রষ্টডীড্ পত্রে যাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিত আছে, রামমোহন রায় তাহাই টমাস্ মুরকে বলিয়াছিলেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বা শাস্ত্রে বিশ্বাসীর পক্ষে কি এরূপ অভিপ্রায়, এরূপ ভাব কখন সম্ভব হয়?

পঞ্চমতঃ প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় পারস্য ভাষায় "তোহফ্ তুল মোহদীন" নামে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তকে তিনি পরমেশ্বরের নিকট অলৌকিক ভাবে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির অলীকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি উহাতে বলিয়াছেন,—"ভ্রান্তস্বভাব ধর্ম্মপ্রয়োজকেরা দেশ বিশেষে, কাল বিশেষে, শাস্ত্রবিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থসাধন ও আপন ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন জন্য দেবদেবাদি ঘটিত উপাখ্যান রচনা করয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় না,

তাহা ঐশীশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কার্য্যকারণ প্রণালীর স্বরূপতত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কারপাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন।" * উক্ত পুস্তকে তিনি অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির যাথার্থ্য একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন।

ষষ্ঠতঃ রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্যগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের আর একটী গুরুতর প্রমাণ। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় নন্দকিশোর বসু মহাশয়, রাজা রাম-মোহন রায়ের এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে বলিতেন যে আমাদের ধর্ম্ম Universal, বিশ্বজনীন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় বলিতেন যে, যখন রামমোহন রায় এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহার গণ্ডস্থল বিধৌত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে বলিয়া-ছিলেন যে, আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।

রাজা রামমোহন রায়ের আর এক জন শিষ্য বাবু চন্দ্রশেখর

---

* ১৭৭৬ শকে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের বক্তৃতা।

দেবের সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্গত ছিলেন না; শাস্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। চন্দ্রশেখর বাবুর সহিত রাজা রামমোহন রায়ের যে সকল আলোচনা হইয়াছিল, তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তদ্বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বাবুর নিকটে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ য়িহুদিদিগের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন:—The "Hindoos seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least at the time when the Upanishads were written. The self-existing alone was living and he willed, the world came into existence, seem to me to give a more sublime idea of the creation than the words of the first chapter of the Bible, "God said Let there be light" &c. There appears a degree of childishness in this latter representation."

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নে রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছেন;—"If religion consist in the blessings of self-knowledge and of inproved notions of God and his attributes, and a system of morality hold a subordinate place, I certainly prefer the Vedas.—

But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of

morality, but in a scattered form, and Hinduism is a religion of toleration and peace which christ indeed also taught his apostles and disciples, but which his followers soon forgot. It is a pity that the ministers of religion should foment quarrels amongst the several nations of the world.—In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists. The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই;—যদি নীতির অপেক্ষা আত্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বেদ বেদান্তকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু খ্রীষ্টের নীতি উপদেশ সকল অতি অসাধারণ। বেদেও সেই সকল নীতি উপদেশ বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে।* হিন্দু ধর্ম্মে ধর্ম্মসাধনের স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়।

হিন্দু ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে শান্তির উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ তাহা শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইত্যাদি। একমাত্র বেদই কেবল ধর্ম্মসাধনে স্বাধীনতা প্রদান, মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিতেছেন।

2. Is it to be believed then that God has appeared to any man and given a law to him in person?

---

* রামমোহন রায় অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন যে হিন্দু শাস্ত্রে উচ্চতম নীতি-উপদেশ রূপকের আকারে রহিয়াছে।

A. This is a dream of many good and great men.

*　　*　　*　　*　　*

It might undoubtedly be one part of the providence of God to enlighten the minds of certain men so as to form them instructors of other men. The world is nothing but a manifestation of the power of the almighty creator who pervades all space, boundless as it is, and all time from eternity to eternity. Who can, therefore, say that he cannot so enlighten the minds of men.

পরমেশ্বর কখন অলৌকিক ভাবে কোন মনুষ্যের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কোন শাস্ত্র দিয়াগিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিলেন যে, ইহা অনেক সাধু ও মহৎ ব্যক্তির কল্পনামাত্র। বিধাতা নিশ্চয়ই কোন কোন লোকের চিত্ত ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্য লোকের উপদেষ্টা করিয়া দিতে পারেন। এ জগৎ সর্ব্ব-শক্তিমানের শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি অসীম আকাশ ও অনাদ্যনন্ত কালে স্থিতি করিতেছেন; সুতরাং কে বলিতে পারে যে, তিনি উক্ত প্রকারে মনুষ্যের মনকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না।

যখন দেখিতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়, যেকোন সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই শাস্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহাদিগের শাস্ত্রকে মান্য করিয়া উক্ত শাস্ত্র হইতে স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি বেদ বা বাইবেল প্রভৃতি কোন

শাস্ত্র বিশেষকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যে যুক্তিতে হিন্দুরা তাঁহাকে বেদান্তানুগামী হিন্দু বলিয়া মনে করেন, সেই যুক্তিতে খ্রীষ্টীয়ানেরা তাঁহাকে বাইবেলবিশ্বাসী খ্রীষ্টীয়ান বলিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্যশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি গভর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে যখন তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া তিনি বেদান্তানুগামী হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন? তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট-ডীড নিঃসংশয়ে ও স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিতেছে যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বা বিশেষ শাস্ত্রবাদী ছিলেন না; উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম্মই রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ছিল। চতুর্থতঃ ফরাসী দেশে কবি টমাস্ মুরের সহিত একত্রে আহার করিবার সময় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। টামাস্ মুরের দৈনন্দিন লিপিতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন। উক্ত দৈনন্দিন লিপিতে যাহা আছে, ট্রষ্টডীডের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতেছি। পঞ্চমতঃ পারস্য ভাষায় তাঁহার প্রণীত "তোহো-ফতুল মহোদীন" গ্রন্থে তিনি সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসংশয়িতরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, রামমোহন রায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিশ্বাস করি-

তেন না। ষষ্ঠতঃ রামমোহন রায়ের শিষ্যগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান ব্যক্তি ব্যক্ত করিয়াগিয়াছেন যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা কোন বিশেষ শাস্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রেরিত ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম; তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্ব্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিষ্কাষণ করিতেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তাঁহার উপাস্য দেবতা; এবং "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং" তাঁহার এক মাত্র শাস্ত্র।

——:০:——

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট (১)

রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন না। ইটিলিপদ্মপুকুরের দৈবনারায়ণ দেব মহাশয় একবার তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পৌত্তলিক ক্রিয়া বলিয়া তিনি উক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিমন্ত্রণও তিনি গ্রহণ করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বালক ছিলেন, তখন পিতার আদেশে রামমোহন রায়কে পূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। রামমোহন রায় বলিলেন 'আমাকে আবার কেন?' তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

২

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও শিষ্যগণ।

রাজা রামমোহন রায়ের কয়েকজন বন্ধু ও শিষ্যের পরিচয় অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঠাকুর, ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা এবং স্যার জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনি জস্‌টিস্ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, হিন্দু কলেজের এক জন সংস্থাপক এবং উক্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক। ইনি একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ হিন্দুকলেজ সংস্থাপনরূপ কার্য্য

হইতে সুমহৎফল উৎপন্ন হইবে। শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সিংহ, কলিকাতার রাজার বাগান তাঁহার বাগান ছিল। শ্রীযুক্ত কাশী নাথ মল্লিক, ইনি আন্দুলের মল্লিক বংশীয়। রাজা বদন চন্দ্র রায়, ইনি রাজা নরসিংহের সম্পর্কীয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব, ইনি বর্দ্ধমানাধিপতির রাজকার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন মেম্বর ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ইনিও উক্ত পদাভিষিক্ত ছিলেন; শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেককে লইয়া ইঁহাদের একটী রাজনৈতিক দল ছিল। সেই দলটী ইঁহার নামে 'Chakrabarti faction' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র, গড়পারে ইঁহার নিবাস ছিল শ্রীযুক্ত হলধর বসু, লোকে ইঁহাকে আমোদ করিয়া বলিত যে, ইনি অষ্টবসুর একজন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, যোড়াসাঁকো নিবাসী ছিলেন। ইনি পৌত্তলিক প্রবোধ * গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত নীলরত্ন হালদার, ইনি সল্টবোর্ডের দেওয়ান ছিলেন, 'জ্ঞানরত্নাকর' গ্রন্থের সংগ্রাহক। উক্ত পুস্তক ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভৈরবচন্দ্র দত্ত, ইনি বেথুন স্কুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন; "অহঙ্কারে মত্তসদা অপার বাসনা' এই সঙ্গীতটী ইঁহার রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

---

* 'পৌত্তলিক প্রবোধ' পুস্তকের পূর্ব্বনাম "পৌত্তলিক মুখচপেটিকা"। পরে উক্ত পুস্তক যখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হয়, তখন উহার এই কঠোর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'পৌত্তলিকপ্রবোধ' নাম দেওয়া হইয়াছিল।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল; ইনি খিদিরপুর ভূকৈলাসের রাজবংশের একজন পূর্ব্ব পুরুষ। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়; তেলিনীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার। শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়, ইনি টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার।

৩

রামমোহন রায়ের তর্ক শক্তি বিষয়ে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। এস্থলে আর একটী গল্প বলিব। কল্‌ভিন্ কোম্পানির কার্য্যনির্ব্বাহক আণ্ডার্সন্ সাহেব ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাটীতে রাম মোহন রায়ের সহিত অনেক বড় বড় বিদ্বান ইংরেজের তর্ক বিতর্ক হইত। সর্ব্বদাই তর্কের চরমফল এই দাঁড়াইত যে, সাহেবেরা নিরুত্তর হইয়া বলিতে বাধ্য হইতেন।—'আচ্ছা আমরা এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিব।'

যে জাতির যাহা ভাল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। মুসলমানের পোসাক, চাপ্‌কান ও পাগ্‌ড়ি পরিধান করিতেন। ইংরেজের গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতেন এবং বাঙ্গালীর অভ্যাস তৈলমর্দ্দন করিতেন। উক্ত প্রকার পোসাক পরিধান তাঁহার দ্বারাই প্রচলিত হয়।

৪

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জার্নেল (Calcutta Journal) নামক সংবাদপত্রের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাকিংহ্যাম সাহেব গভর্ণ-

মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তৎকালীন প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল শ্রীযুক্ত আড্যাম সাহেব তাঁহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন; এতদ্ভিন্ন ১৮২৩ সালের ১৪ই মার্চ্চ দিবসে এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য একটী ব্যবস্থা প্রচার করেন। পার্লেমেণ্টের প্রচারিত আইন অনুসারে তখন এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যতদিন পর্য্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট গ্রাহ্য না করিতেন, ততদিন গভর্ণর জেনারেলের কোন ব্যবস্থা আইন বলিয়া গণ্য হইত না। যাহাতে গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থা সুপ্রিমকোর্ট কর্ত্তৃক গ্রাহ্য না হয় তজ্জন্য তৎকালীন সুপ্রিমকোর্টের একজন কৌন্সিলি শ্রীযুক্ত কারগুসান সাহেব বাকিংহ্যাম সাহেবের পক্ষ সমর্থন করেন সুপ্রিমকোর্টের জজ সার ফ্র্যানসিস্ ম্যাক্‌নেটনের নিকটে বিচার হইয়াছিল। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ দিবসে, একটী আবেদন পত্র রেজিষ্ট্রারের দ্বারা আদালতের সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল। সুপ্রিমকোর্ট গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিলেন। এই ঘটনায় রামমোহন রায় একখানি আবেদন পত্র রচনা করিয়া ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ জর্জের নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৬ পৃষ্ঠার ২০ লাইনে "কার সাহেব" না হইয়া সাদারল্যাণ্ড সাহেব হইবে। অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমের নোটে 'মন্ত্রী' শব্দের স্থানে গুরু সুখানন্দস্বামী হইবে।